"অন্ধকূপ-হত্যা"-রহস্য

মুজিবর রহমান

এম. এ., বি. এল., (ক্যাল) এম. এ. (ঢাকা)

(ইতিহাস শাস্ত্রে) গভর্ণমেণ্ট রিসার্চ্চ স্কলার

(ঢাকা ও কলিকাতা ইউনিভার্সিটি)

Right is lasting, wrong is leaving,
Earth ere long shall cease its grieving.

Bonar.

মূল্য এক টাকা চারি আনা

প্রকাশক—
তাফাজ্জল হক
গ্রাঃ চকআলমপুর,
পোঃ রামচন্দ্রপুর হাট,
মালদহ।

প্রাপ্তিস্থান—
মোহাম্মদী বুক এজেন্সী
৮৬এ, লোয়ার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।

মুজিবর রহমান এম. এ,
রোফ্ চেম্বার
২১৪, লোয়ার রেঞ্জ, পার্কসার্কাস,
কলিকাতা

ইস্‌লামিয়া লাইব্রেরী
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
ও
কলিকাতার সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়

প্রথম সংস্করণ

প্রিন্টার—
মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ
মোহাম্মদী বুক এজেন্সী
৮৬এ, লোয়ার সারকুলার রোড,
কলিকাতা

ইতিহাস শাস্ত্রে গবেষণার জন্য যিনি আমাকে প্রথম
উৎসাহিত করেন এবং যাঁহার স্নেহ ও সহানুভূতি-পুষ্ট
হইয়া এই পুস্তকখানি লিখিতে সমর্থ হইয়াছি
সেই স্বনামখ্যাত সহৃদয় ছাত্র-বন্ধু
খানবাহাদুর মৌলবী মোহাম্মদ
মওলাবখ্স্ সাহেবের
করকমলে প্রদত্ত
হইল।

সূচীপত্র

পূর্ব্বাভাষ

"অন্ধকূপ-হত্যা"-রহস্য প্রকাশিত হইল। শৈশবকাল হইতে অন্ধকূপ হত্যা নামক ঘটনাটিকে সত্য বলিয়া ইতিহাসে পড়িয়া আসিয়াছি কিন্তু ইহাকে আমি এখন রহস্য বলিয়াই অভিহিত করিলাম; কারণ এই তথা-কথিত ঘটনার ১৩ দিবস পরে চন্দননগর হইতে একজন ফরাসী কর্ম্মচারী তাঁহার ঢাকাস্থিত জনৈক বন্ধুকে পত্র লিখিতে গিয়া ইহাকে এবং ইহার সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীকে Mystery of Iniquity নামে অভিহিত করিয়া-ছিলেন। সেইজন্য আমিও ইহাকে 'রহস্য' বলিয়াই অভিহিত করিলাম। যাঁহারা সমসাময়িক রেকর্ডগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহারা ইহাকে একটী রহস্য ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারেন না; কারণ হলওয়েলএর 'অন্ধকূপে' মৃত যে সব ব্যক্তির তালিকা পাওয়া যায়, তাঁহাদের অনেকেই অন্ধকূপে প্রবেশ করিবার আগেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন এবং কেহ কেহ 'তাঁহাদের অন্ধকূপে মৃত্যুর পরে'ও কোম্পানীর অধীনে চাকুরী করিতেছিলেন; অথচ নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার কলিকাতা আক্রমণকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত হলওয়েলএর স্বজাতিগণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যত ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন তাহার প্রত্যেকখানিতেই ইহাকে সত্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

এই ঘটনা সম্বন্ধে যাহারা সন্দেহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রএর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি এ ঘটনা সম্বন্ধে কোন পুস্তক না লিখিয়া গেলেও সিরাজউদ্দৌল্লার জীবন কাহিনী প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলেজে প্রবেশ করিয়াই উক্ত পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছিলাম; এবং এই পুস্তকখানি

লিখিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই (২০শে জানুয়ারী, ১৯১৮) অক্ষয়বাবুর সেই অক্ষয়কীর্ত্তি 'সিরাজউদ্দৌল্লা' পাঠ করিবার বাসনায় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে খোঁজ করিয়া জানিলাম যে পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত বলিয়া উহা সেখানে রাখা হয় নাই। ইহাতে বিশেষ ভগ্নোৎসাহ হইলেও উক্ত লাইব্রেরীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়ের অনুগ্রহে এই তথাকথিত ঘটনা সম্বন্ধে অনেক রেকর্ড পাইয়াছিলাম। সেইজন্য 'সিরাজউদ্দৌল্লা'র কোন অভাব বোধ না করিয়া আমি উক্ত রেকর্ডের সাহায্যে আমার 'অন্ধকূপ-হত্যা-রহস্য' সমাপ্ত করিতে সক্ষম হইলাম।

পুস্তকখানি কিছু তাড়াতাড়ি করিয়া লেখা হইয়াছে। বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ এসেম্ব্লিতে হলওয়েল মনুমেণ্টের প্রশ্ন উত্থাপনের কথা হইলে কোন কোন বন্ধু আমাকে এবিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমিও তাঁহাদের অনুরোধক্রমে উক্ত কাজ আরম্ভ করি এবং ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে Star of Indiaতে কিছু কিছু প্রকাশ করিবার জন্য প্রেরণ করি। কিন্তু পুস্তকখানি ইংরাজীতে প্রকাশ হইলে বাংলার অধিকাংশ লোকই—বিশেষ করিয়া ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ স্কুল পাঠশালার ছেলে মেয়েরা—এই সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারিবে না। এ-কারণ বঙ্গ দেশে ইহার বহুল প্রচারের নিমিত্ত পুস্তকখানি বঙ্গানুবাদ করিয়াই প্রকাশিত হইল। এ ঘটনা সম্বন্ধে ইণ্ডিয়া-অফিস ও ব্রিটিশ মিউজিয়মে আরও কিছু রেকর্ড পাইবার সম্ভাবনা আছে। সে সব রেকর্ড পাইলেই পুস্তকখানি ইংরাজীতে প্রকাশিত হইবে আশা করি।

এই পুস্তকখানি প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত; পুস্তকের প্রথমাংশে এ সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যে যে সব রেকর্ড আছে প্রয়োজন মত তাহা বঙ্গানুবাদ করিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে; এবং শেষাংশে উপযুক্ত যুক্তি তর্কের সাহায্যে উহাদের ঐতিহাসিক সত্যতা প্রমাণ করিয়া আমরা

আমাদের যে শেষ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছি তাহা পুস্তক পাঠেই জানা যাইবে। যতদূর সম্ভব এই রেকর্ডগুলির শাব্দিক অনুবাদ দেওয়া গিয়াছে এবং আমাদের বিশ্বাস হয় বর্ণনায় কোন ভুলভ্রান্তি নাই ; কিন্তু পুস্তক-খানি তাড়াতাড়ি প্রকাশ করায় দুই একস্থানে বানান অশুদ্ধ রহিয়া গিয়াছে।

এসম্বন্ধে সমসাময়িক যত রেকর্ড আছে তাহার অধিকাংশই মিঃ হিল কর্ত্তৃক সংগৃহীত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এপুস্তক রচনায় মিঃ হিল এর রেকর্ডগুলি আমার বিশেষ সহায় হইয়াছে। আমার প্রফেসর ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন এম. এ.,পি.আর. এস., পি. এইচ. ডি., বি. লিট (অক্সন) আমাকে এবিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রদান পূর্ব্বক যে উৎসাহ ও আদেশ দিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। প্রফেসর ডক্টর হেমচন্দ্র রায় এম. এ, পি. এইচ. ডি., (লণ্ডন) পি. আর. এস., এম. আর., এ. এম.; কয়েকটি রেকর্ডের সাহায্যে যে উপকার করিয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকটও বিশেষভাবে ঋণী। বন্ধুবর মৌলবী মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা কবি সাহেব এই পুস্তকের প্রুফ দেখিয়া ও ভাষার ভুল সংশোধন করিয়া যে উপকার করিয়াছেন সে জন্য তাঁহাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এত অল্প সময়ের মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে এই পুস্তকের সমস্ত পাণ্ডুলিপি তৈয়ার করার জন্য আমার স্ত্রীকেও ধন্যবাদ জানাই।

যে সব কাগজ পত্রের সাহায্যে পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে পাদটীকায় তাহার উল্লেখ আছে। পুস্তকের স্থানে স্থানে স্কট্স্ ম্যাগাজিন, লণ্ডন ক্রনিকল্ প্রভৃতির যে উল্লেখ আছে তাহা মিঃ হিল সংগৃহীত ও প্রকাশিত সুবৃহৎ পুস্তকখানির তৃতীয় খণ্ডের প্রথমাংশ হইতে উদ্ধৃত।

এই পুস্তকের স্থানে স্থানে যে সব ইংরাজী বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে

তাহার ভাষা ও বানানে কিছু অশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে; এইসব অশুদ্ধি মূল রেকর্ডেই আছে বলিয়া আমিও তাহা রাখিয়া দিয়াছি। তবে ৮২ পৃষ্ঠায় Shakespeare হইতে উদ্ধৃতাংশে যে তিনটী বানান অশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে তাহা প্রুফ দেখিবার ত্রুটিতেই হইয়াছে।

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার চরিত্রের উপর যে সব মিথ্যা অপবাদ আরোপিত হইয়াছে, তাহা দূরীকরণার্থে এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার হইলে গ্রন্থকারের শ্রম সার্থক হইবে। পুস্তক মধ্যে যে সব ভুল ত্রুটি রহিয়াছে, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। ইতি—

৭ই মার্চ্চ
১৯৩৮

মুজিবর রহমান

"অন্ধকূপ-হত্যা"-রহস্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতে ব্রিটীশ রাজত্বের প্রারম্ভকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ব্রিটীশ ভারতের স্কুল পাঠশালার কচি ছেলে-মেয়েদের জন্য যে সকল স্কুলপাঠ্য ভারত ইতিহাস রচিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকখানিতে লিখিত আছে যে, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে জুনমাসে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা কলিকাতা নগরী অধিকার করিয়া ১৪৬ জন ইংরাজকে ১৮ বর্গ-ফুট পরিমিত একটী ক্ষুদ্র কক্ষে সমস্ত রাত্রি বন্দী করিয়া রাখেন; ইহাতে তাহাদের মধ্যে ১২৩ জনের শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটে। ভারত ইতিহাসে এইরূপ নির্ম্মম অত্যাচারের দৃষ্টান্ত আর দৃষ্ট হয় না, ইত্যাদি।

কোন কোন ঐতিহাসিক অনুগ্রহপূর্ব্বক বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব (১) সিরাজউদ্দৌল্লাকে এই 'নির্ম্মম হত্যাকাণ্ড' হইতে অব্যাহতি দিয়া লিখিয়াছেন যে, এই ঘটনা নবাবের অজ্ঞাতসারেই ঘটিয়াছিল; কিন্তু কেহ কোনদিন সঠিক ভাবে বিচার করিয়া দেখিলেন না যে, ঐরূপ একটী ক্ষুদ্রকক্ষে ১৪৬ জন ইংরাজের দাঁড়াইয়া থাকিবার স্থান হয় কি না। অবশ্য কেহ কেহ এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে ইহা মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করেন নাই। একদিন শৈশব কালে কচি ছেলে-মেয়েরা ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিল, আজ তাহাদের বয়স ও শক্তি বৃদ্ধির

---

(১) মোগল সাম্রাজ্যের পতনকালে বঙ্গদেশ নামে মাত্র মোগলগণের অধীন ছিল। বাংলার নবাবগণকে স্বাধীন বলিলে বিশেষ কোন অত্যুক্তি হয় না।

সঙ্গে সঙ্গে সেই হতভাগ্য নবাবের প্রতি ঘৃণা ভাবটীও বাড়িয়া উঠিল এবং পরিণামে তাঁহাকে নরপিশাচের সহিত তুলনা করিতেও অনেকে কুণ্ঠাবোধ করিল না! ইহাই কর্ত্তৃপক্ষের মনোনীত ভারতের স্কুলপাঠ্য ইতিহাস।

আসল ব্যাপারটী হইতেছে এইরূপঃ নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অল্পকাল পরেই পূর্ণিয়ার নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং সেই সময় ইংরাজদের নিকট একজন দূত প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠান যে, তাঁহারা যেন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের আর বৃদ্ধি না করেন এবং রাজ-বল্লভের পরিবারকে যেন শীঘ্রই তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। এই সময় কলিকাতায় ইংরাজগণের একজন শাসনকর্ত্তা ছিলেন; তাঁহার নাম রজার ড্রেক (Roger Drake)। তিনি নবাবের দূতকে ভালভাবে গ্রহণ না করিয়া কলিকাতা হইতে তাহাকে বিদায় গ্রহণ করিতে বলেন। কেহ বলেন, তিনি দূতের সহিত অতি জঘন্য ব্যবহার করিয়াছিলেন। (২) কেহ বলেন, তিনি নবাবের পত্রখানি ছিঁড়িয়া দূতের মুখে নিক্ষেপ করেন; এজন্যই নবাব কলিকাতা আক্রমণ করেন। (৩) আবার অন্য কেহ বলেন যে, তিনি নবাবের পত্রখানা পদদলিত করিয়া দূতকে দুর্গ হইতে তাড়াইয়া দেন। (৪) কিন্তু ড্রেক বা হলওয়েল একথা স্বীকার করেন না। মোট কথা তিনি যে দূতকে অপমান পূর্ব্বক তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে ড্রেক ও হলওয়েল ব্যতীত প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিকই একমত। যে ব্যক্তি দূতকে এরূপ ভাবে তাড়াইয়া দিতে পারেন, তিনি যে নবাবের হুকুমের বিরুদ্ধেও দুর্গ নির্ম্মাণ বা মেরামত করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? রাজমহলে

(২) Sykes' Letter, dated, Cossimbazar, 8th July.

(৩) Letter of the Council of Dacca to Fort St. George Madras. dated, Dacca, 13th July, 1756.

(৪) Letter from Bausett to Dupleix, dated, Chandannagor, 8th October. 1756.

অবস্থানকালে নবাব এ সংবাদ পান এবং তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে কাসিমবাজার আক্রমণ করিয়া সেখানকার কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স্ ও কোলেট সাহেবকে বন্দী করেন এবং কাসিম-বাজার কুঠীতে তালা দিয়া ৮ঠা জুন তারিখে কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হন; সঙ্গে ওয়াট্‌স্ এবং কোলেট সাহেব বন্দী ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের স্ত্রী-পরিবারের যাহাতে কোন ক্ষতি না হয়, সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগকে কাসিমবাজারস্থিত ফরাসী কুঠীর অধ্যক্ষ মসিয়েঁ ল্য'এর জিম্মায় রাখিয়া দেন।

১৭ই জুন তারিখে নবাবের সৈন্যগণ বর্ত্তমান ইডেন গার্ডেনের নিকট দিয়া ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণ করেন। পরে বাগবাজার, চিৎপুর ও লালবাজার প্রভৃতি স্থান হইতে ইহা আক্রমণ করা হয়। বেগতিক দেখিয়া গভর্ণর ড্রেক অনেক সৈন্য ও কর্ম্মচারীসহ নৌকাযোগে দুর্গ হইতে পলায়ন করেন। হলওয়েল এবং আরও কিছু সৈন্য ও কর্ম্মচারী পলাইবার কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া, ৩০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত দুর্গরক্ষা করিয়া ২০শে জুন তারিখে সন্ধ্যার পূর্ব্বে নবাবের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। 'ড্রেক'এর পলায়নের পর তাঁহার সহিত যে সব সৈন্য ও কর্ম্মচারী ছিল, তাহারা অনেকেই দুর্গরক্ষাকালে প্রাণ হারায়; কেহবা দুর্গের পতনের পূর্ব্বেই নবাবের নিকট আত্মসমর্পণ করে; কেহ কেহ দুর্গ হইতে পলাইয়া যায়। অবশিষ্ট কয়েকজনের মধ্যে হলওয়েল নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি যে সময়ে নবাবের নিকট ছিলেন, তখন কতকগুলি ইংরাজ সৈন্য মদ্যপান করিয়া এক মহা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতেছিল; রমজান মাস,—নবাব ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ বোধ হয় রোজা এফ্‌তারের জন্য সভাভঙ্গ করেন এবং সেই মাতাল সৈন্যগণকে সেই রাত্রির জন্য একটী ঘরে বন্দী করিয়া রাখিতে বলেন। এই বন্দিগণের মধ্যে

হলওয়েল, বারডেট, কোর্ট ও ওয়ালকট্‌ই প্রধান। জুনিয়র গ্রে, মিল্‌স্‌ প্রভৃতি ইংরাজগণ মুক্তি পাইয়া ৯ দিন যাবৎ কলিকাতাতেই ছিলেন। নবাব উপরোক্ত ব্যক্তিগণকে বন্দী করিয়া মুর্শিদাবাদ চলিয়া যান এবং সেখানে তাহাদিগকে মুক্তি দেন। ব্যাপারটী এইরূপ; কিন্তু হলওয়েলের চক্রান্তে এবং গ্রে ও মিল্‌স্‌ প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণের 'প্রোপাগ্যাণ্ডার' ফলে ঘটনাটি এক বিকৃত আকার ধারণ করে।

গল্পগুজবে ও উপাখ্যানে ঘটনাটী সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কিছু বলিয়া গিয়াছেন এবং হলওয়েল এ সম্বন্ধে কিছু না লিখিলেও কালক্রমে সমসাময়িক অন্যান্য লেখকের সাহায্যে ইতিহাসে ইহা স্থান পাইলেও পাইতে পারিত। এই জন্য হলওয়েল এবং অন্যান্য যে সব লেখক এই ঘটনা সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, প্রয়োজন মত তাঁহাদের বর্ণনাগুলি যথাস্থানে উদ্ধৃত করা হইবে। পাঠক সে সমস্ত তুলনা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন—ঘটনাটীর মূলে কতটা সত্য নিহিত আছে।

এই ঘটনা সম্বন্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বা লেখকগণ যে সমস্ত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন নিম্নে তাঁহাদের একটী সংক্ষিপ্ত আভাস দেওয়া গেল। অন্য অধ্যায়ে সেই সমস্ত বিবরণের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইবে।

১। মুসলিম রেকর্ড।
২। হিন্দু রেকর্ড।
৩। ব্রিটীশ রেকর্ড।
৪। ফরাসী রেকর্ড।
৫। ডাচ রেকর্ড।
৬। জার্ম্মান রেকর্ড।

প্রথমেই আমরা দেখিব—মুসলমান ও হিন্দু রেকর্ড এঘটনা সম্বন্ধে কি বলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতীয় রেকর্ড

যে সকল সমসাময়িক ভারতীয় ঐতিহাসিক নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার কলিকাতা অধিকার সম্বন্ধে ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে তিনজনের নাম উল্লেখযোগ্য ; যথা ঃ—

(ক) সৈয়দ গোলাম হোসেন খাঁ ;

(খ) মোহাম্মদ আলী খাঁ ;

(গ) হরিচরণ দাস ;

১ (ক) **সৈয়দ গোলাম হোসেন খাঁ** এ সম্বন্ধে বলেন—
"......ইহাই বিধির বিধান ছিল যে, আলীবর্দ্দি খাঁর অভিশপ্ত বংশধর এত আয়াসলব্ধ সাম্রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইবেন ; কিন্তু বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সিংহাসন তাঁহার উত্তরাধিকারী যে দুইজন যুবকের উপর বর্ত্তিয়াছিল, তাঁহারা উভয়েই যেমনই উদ্ধত ও নিষ্ঠুর, তেমনই রাজ্যশাসনে অযোগ্য ছিলেন ; তাঁহাদের একজন সিরাজউদ্দৌল্লা ও অপরজন শওকৎজঙ্গ। তাঁহাদের ব্যবহারের দরুণ আলীবর্দ্দি খাঁর গৃহে শীঘ্রই অগ্নিশিখা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল।..............এক কথায় বলিতে গেলে সিরাজউদ্দৌল্লা রমজান মাসের প্রথমেই সেই কাল-অভিযানে বহির্গত হইলেন।........ইংরাজগণের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, সিরাজউদ্দৌল্লা তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিবেই, এ যুদ্ধের জন্য তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে অপ্রস্তুত

থাকিলেও, প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।·········সিরাজউদ্দৌল্লা বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহাদের কুঠীগুলি দখল করিয়া বসিলেন। কলিকাতায় ইংরাজ শাসনকর্ত্তা ড্রেক উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার সহকর্ম্মিগণকে কিছু না বলিয়াই কলিকাতা ছাড়িয়া পলায়নপূর্ব্বক নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং কতক বন্ধুবান্ধবসহ পলায়ন করিলেন। যাঁহারা দুর্গের মধ্যে রহিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, যাঁহারা বাঁচিলেন, তাঁহারা বন্দী হইলেন। নগর দখলের পর সৈন্যগণ সর্ব্বত্রই লুটপাট আরম্ভ করিল। কোম্পানীর কর্ম্মচারীর এবং হিন্দু ও আর্ম্মেনিয়ান বণিকগণের বাসগৃহসকল লুণ্ঠিত হইল। এই ঘটনা ১১৬৯ হিজরীতে, ২২শে রমজান তারিখে সংঘটিত হয়। কাসিমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ মিঃ ওয়াট্‌স্ (Mr. Watts) এবং কলিকাতার কয়েকজন ইংরাজ, নবাবের হস্তে বন্দী হইলেন।···এই সময়ে কয়েকজন ইংরাজ মহিলা সেনাপতি মীরজাফর খাঁর অনুচর মির্জ্জা ওমরবেগের হস্তে পতিত হয়। তিনি বিশেষ ভদ্রতা সহকারে সেই মহিলাগণকে নৌকাযোগে তাঁহাদের স্বামীর নিকট পৌঁছাইয়া দেন ·········" (১)

২ (খ) **মোহাম্মদ আলী খাঁ** বলেন—"·········রমজান মাসে তিনি (নবাব) কলিকাতা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং কলিকাতায় পৌঁছিয়াই উহার বহির্দ্দেশে তাঁবু গাড়িয়া বসিলেন। ইংরাজেরা অল্পসংখ্যক লোক ছিলেন এবং যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রও অল্প ছিল; সে কারণ সম্মুখযুদ্ধে তাঁহার সহিত পারিয়া উঠিলেন না। দুর্গ পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় করিয়া তাঁহারা উহার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সিরাজ-উদ্দৌল্লার প্রচুর পরিমাণে গোলা বারুদ ও অসংখ্য সৈন্য ছিল·········এবং এক নিমেষেই ইংরাজগণকে পরাজিত করিলেন। মিঃ ড্রেক উপায়ান্তর

(১) Siyarul-Mutakhkhirin, Eng. Trans, Vol. II p. 189—191

না দেখিয়া কতকগুলি লোক সমভিব্যাহারে নৌকাযোগে পলায়ন করিলেন। যাঁহারা দুর্গে রহিলেন, উপযুক্ত সেনাপতি না থাকিলেও তাঁহারা দুর্গ রক্ষায় অগ্রসর হইলেন এবং গোলাবারুদ নিঃশেষ হইয়া গেলে তাঁহারা কেহ কেহ নবাবের সৈন্যদের হস্তে প্রাণ হারাইলেন; কেহবা পরিবার সহ বন্দী হইলেন। তাঁহাদের ধন-সম্পত্তি সমস্ত লুণ্ঠিত হইল·········এই ঘটনা ১১৬৯ হিজরীর ২২শে রমজান তারিখে সংঘটিত হয়। মিঃ ওয়াট্‌স্ (কাসিমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ) অন্য কতকগুলি ইংরাজ সহ তাহাদের হস্তে বন্দী হন·········(২)

৩ (গ) **ঐতিহাসিক হরিচরণ দাস** বলেন"······আলীবর্দ্দি খাঁর মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দৌল্লা নবাব হইলেন·········তিনি ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ইংরাজগণকে কলিকাতায় আক্রমণ করিয়া বসিলেন এবং তাঁহাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠনপূর্ব্বক কতকগুলি ইংরাজকে হত্যা করিয়া মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন·········" (৩)

উক্ত তিনখানি ভারতীয় ইতিহাসে আমরা নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার কলিকাতা আক্রমণ ও অধিকারের সংবাদ পাই। কিন্তু ইঁহাদের ইতিহাসের কোথাও আমরা অন্ধকূপ হত্যার আভাস পাই না। এস্থলে বলা যাইতে পারে, তাঁহারা ভারতীয় ঐতিহাসিক, ভারতের রাজা বাদশাহের দোষ ত্রুটি যে তাঁহারা গোপন রাখিবেন, ইহাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু গোলাম হোসেনের ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায় যে, তিনি বরাবর নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিয়াছেন এবং

(২) Tarik-i-Muzaffari, Trans. by Elliot in History of India... vol, VIII. Pp. 325.

(৩) Chahar Gulzar Sujai. Trans. by Elliot in History of India, Vol. VIII. P. 211.

তাঁহার এইরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিবার বিশেষ কারণও ছিল। তিনি ছিলেন নবাবের মীর মুন্‌শী এবং সর্ব্বদা নবাবের সঙ্গে থাকিতেন। তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা নবাবের অধীনে চাকুরী করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই নবাব তাঁহাদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। (৪) তারপর তাঁহারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং কালক্রমে সেনাপতি গডার্ডের (Goddard) প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। (৫) এরূপক্ষেত্রে ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের পক্ষপাতিত্ব করিয়া নবাবের বিরুদ্ধে লেখাই সম্ভাবনা, এবং তাঁহার বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়, তিনি নবাবের বিপক্ষে অনেক কিছু লিখিয়া গিয়াছেন। যদিও তিনি তৎকালে নবাবের সঙ্গে কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন—তথাপি 'অন্ধকূপ-হত্যা' সম্বন্ধে তিনি কিছুই উল্লেখ করিয়া যান নাই! তাঁহার এরূপ নীরব থাকিবার অর্থ কি? প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনাটি কোন দিন ঘটেও নাই এবং তিনিও তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই।

ঐতিহাসিক মোহাম্মদ আলী খাঁ সম্রাট ফরখ্‌ সিয়ার ও মোহাম্মদ শাহের শাসনকালে হাজীপুর ও ত্রিহুত জেলার ফৌজদারী আদালতের দারোগা ছিলেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি ইংরাজগণের সহিত অনেক সংবাদ আদান প্রদান করিয়াছিলেন এবং তিনি খৃষ্টীয় ১৮০০ অব্দে ইতিহাস রচনা সমাপ্ত করেন। তিনিও এসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই।

(৪) Letter from Watts to the Fulta Council, dated, 10th July. Hill : Bengal in 1756—57. P. 98, Elliot. Vol. VIII. P. 196.

(৫) Elliot. vol. VIII. p. 196.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঐতিহাসিক হরিচরণ দাস নবাব মীর কাসিমের অধীনে চাকুরী করিতেন। তিনি বঙ্গদেশ হইতে পলায়ন করিলে হরিচরণ দাসও তাঁহার সঙ্গে চলিয়া যান। মীর কাসিমের মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যার অধীনে হরিচরণ দাস একটী চাকুরী করিতেন এবং সে-অবস্থাতেই ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার ইতিহাস প্রণয়ন করেন। (৬) তিনি সমসাময়িক ঐতিহাসিক ছিলেন কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনিও কিছু উল্লেখ করেন নাই। তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে এতবড় একটা "অমানুষিক" কাণ্ড ঘটিয়া গেল, অথচ তাঁহারা ঐতিহাসিক হিসাবে ইহা একেবারে উপেক্ষা করিয়া গেলেন? কারণ কি?

(৬) Elliot, vol, VIII. p. 204—206.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৈদেশিক রেকর্ড

বৈদেশিক রেকর্ডের মধ্যে ব্রিটীশ রেকর্ডই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই ব্রিটীশ রেকর্ডগুলির মধ্যে হলওয়েল বর্ণিত অন্ধকূপের উপাখ্যানই শীর্ষস্থানীয়; কারণ তিনি একাই এ-সম্বন্ধে ৪ খানি পত্র রাখিয়া গিয়াছেন।

৪। **১ম পত্র :—**

—মুর্শিদাবাদ হইতে লিখিত এবং বোম্বাই ও ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ দুর্গের কাউন্সিলারগণের নিকট প্রেরিত (৭)

তাং ১৭ই জুলাই, ১৭৫৬।

"………যেদিন ৪ঠা জুন তারিখে কাসিমবাজারের কুঠী নবাবের হস্তগত হইল, সেই দিন আমাদের পতনের সূচনা হইল……………তিনি তাঁহার সমগ্র সৈন্যবাহিনীসহ আমাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন……… আমরাও সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নিশ্চিতভাবে জানিতে পারিলাম না, কারণ তিনি (কাসিমবাজারের সহিত) পত্র আদানপ্রদানের সমস্ত পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন………আমাদের ইউরোপীয়, কৃষ্ণকায় (blacks) এবং দেশীয় প্রভৃতি সর্ব্বসমেত ৫০০ কিংবা ৬০০ শত সৈন্য সংগ্রহের ধারণা ছিল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যখন সৈন্য সংগ্রহ করা হইল তখন দেখা গেল গোলন্দাজের মধ্যে* মাত্র ৪৫ জন এবং ১৪৫ জন পদাতিক সৈন্যের মধ্যে মাত্র ৬০ জন ইউরোপীয় সৈন্য

(৭) Fort St, George মাদ্রাজের ইংরাজ দুর্গের নাম। আমরা এখন হইতে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ স্থানে মাদ্রাজই লিখিব।

ছিল। আর্ম্মেনিয়ানদের মধ্যে ১০০ শত জন সৈন্য সংগ্রহের কথা কিন্তু তাহারা একেবারেই অকর্ম্মণ্য বলিয়া তাহাদের কোনই প্রয়োজন হইল না। কৃষ্ণকায় সৈন্যদের মধ্যে ততোধিক সৈন্য সংগ্রহের আশা ছিল কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই নাবালক ও দাস শ্রেণীভুক্ত এবং তাহাদের একজনেরও বন্দুক ধরিবার শক্তি ছিল না......। ......শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধোপযোগী আমাদের মাত্র ২৫০ জন সৈন্য সংগ্রহ হইল। ....১৮ই জুন তারিখে সন্ধ্যার সময় আমাদের একটী সামরিক সভার অধিবেশন হয় এবং উহাতে কোম্পানীর টাকা, পয়সা, কাগজপত্র ও ইউরোপীয় মহিলাগণকে সরাইবার ব্যবস্থা করা হইল........সেই দিনই অধিক রাত্রে আর একটী সামরিক সভায় আয়োজন হয় এবং সৈন্যবাহিনীর সেনাপতিকে গোলাবারুদের হিসাব দাখিল করিতে বলায় তিনি যে রিপোর্ট দিলেন, তাহাতে জানা গেল মাত্র তিন দিনের গোলাবারুদ রহিয়াছে, ইহাতে আমাদের মস্তকে বজ্রপাত হইল........তখন আমি এবং আমার মনে হয়, আমাদের মধ্যে সকলেই দুর্গত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবার সঙ্কল্প করিলাম।.........(সঙ্গিগণসহ ড্রেকএর দুর্গত্যাগ ও পলায়ন)........দুর্গের প্রেসিডেণ্ট ড্রেকসাহেবের পলায়ন বার্ত্তা প্রচারিত হইলে আমাদের মধ্যে একটী মহা বিভ্রাটের সৃষ্টি হইল.........এবং তখনই একটী সভার আয়োজন করিয়া মিঃ পিয়ারকেস (Mr. Pearkes) তাহার বয়োধিক্যের দাবী ত্যাগ করিলে আমাকে প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করা হইল........আমি তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণের ঘাঁটি পরিদর্শনপূর্ব্বক সকলকে শান্ত করিলাম........(ভূতপূর্ব্ব) প্রেসিডেণ্টের দুর্গ ত্যাগের পর আমি সভাগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সৈন্য পরিদর্শনের জন্য বাহির হইবার পূর্ব্বেই শত্রুপক্ষ প্রচণ্ডবেগে আমাদিগকে আক্রমণ করিল এবং অবিশ্রান্ত ভাবে সমস্তদিন ধরিয়া আক্রমণ চালাইতে থাকিল.......বিপক্ষ পক্ষের

সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় পূর্ব্ব রাত্রির পলাতক সৈন্যগণ শত্রুপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক দুর্গের গুপ্তদ্বারটী শত্রুপক্ষকে ছাড়িয়া দিল। দরজার চাবি আমার নিকট থাকায় তাহারা তালা ও অর্গল ভাঙ্গিয়া ফেলিল। এ অবস্থায় আত্মসমর্পণ ভিন্ন আমরা আর কিছু স্থির করিতে পারিলাম না। আমরা যেরূপ বাধা প্রদান করিয়াছিলাম এবং তাহারা যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহাতে নবাব বিশেষ রাগান্বিত হইয়া সরাসরিভাবে আমাকে এবং আমার সহিত ১৬৫ কিংবা ১৭০ জন ব্যক্তিকে অন্ধকূপ নামক একটী ক্ষুদ্রকক্ষে সমস্ত রাত্রি বন্দী করিয়া রাখিবার আদেশ দিলেন। পরদিন প্রভাতে মাত্র ১৬ জন জীবিত অবস্থায় উহা হইতে বহির্গত হইল, অবশিষ্ট বন্দিগণ শ্বাসরুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল·········(জীবিত বন্দিগণের নাম ও তালিকা ; উহাদের মধ্যে হলওয়েল একজন) মৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে মেসার্স এরি (Erey) এবং বেলামী (W. Bellamy)··· ইত্যাদি ; ইহাদের বিশেষ তালিকা কোম্পানী বাহাদুরের নিকট যতদূর স্মরণ থাকে পরে পাঠান হইবে। আমি, মেসার্স কোর্ট (Court) ওয়ালকট (Walcot), বারডেট্ (Burdett), ২১শে তারিখে লৌহশৃঙ্খলে বন্দী হইয়া ২২শে তারিখে এইরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে রৌদ্রে ২ মাইল পথ পদব্রজে যাইয়া ঘাটে উপস্থিত হইলাম·········আমরা নবাবকে পত্র লিখিতেও কোন ত্রুটি করি নাই এবং তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী সর্ত্ত দিতেও কোন কুণ্ঠা বোধ করি নাই, কিন্তু সে সবের প্রতি নবাব কোন ভ্রুক্ষেপ করেন নাই বা পত্রের কোন উত্তরও দেন নাই। (৮)
(স্বাক্ষর) হলওয়েল।

পুনঃ—আগামীকল্য এই সহর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা আছে।

---

(৮) Letter to Fort St. George and Bombay. Hill Vol. I. pp. 109--116. মৃতদের পূর্ণ তালিকার জন্য পরিশিষ্ট (ক) দেখুন।

৫। ২য় পত্র ঃ—

মাদ্রাজের কাউন্সিলারগণ

সমীপেষু—

৩রা আগষ্ট, ১৭৫৬, হুগলী।

(এই পত্রখানি হলওয়েল মুর্শিদাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া হুগলী হইতে মাদ্রাজে লিখিতেছেন।)

"মাননীয় মহোদয়গণ........আশা করি এতদিন মুর্শিদাবাদ হইতে ১৭ই জুলাই তারিখে দূত মারফৎ প্রেরিত আমার পত্রখানি পাইয়া থাকিবেন, পুনরায় পাঠ করিয়া উহাতে যে সব ভুলভ্রান্তি ছিল তাহা এই পত্রে শুদ্ধ করিয়া দিলাম।

"........ ১৭ই তারিখের পত্রে 'অন্ধকূপ'এ অবরুদ্ধ ব্যক্তি এবং যাহারা উহাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল ও জীবিতাবস্থায় বাহির হইয়াছিল তাহাদের সংখ্যা বেশী করিয়াই বলা হইয়াছিল। বন্দিগণের সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে ১৪৬ ছিল এবং উহাদের মধ্যে ১২৩ জন প্রাণত্যাগ করে, অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ দরজা খুলিলে বাতাস পাইয়া সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়। আমাদিগকে এইরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব নির্দ্দয়তার সহিত বন্দী করার জন্য আমি নবাবকে সে পত্রে দায়ী করিয়াছিলাম কিন্তু এখন ভাবিয়া দেখিতেছি যে তাহা করিয়া অন্যায় করিয়াছিলাম; আমাদিগকে বন্দী করার জন্য তিনি যে আদেশ দিয়াছিলেন তাহা সাধারণ আদেশ মাত্র........এবং তাঁহার জমিদার ও বরকন্দাজগণ আমাদিগকে এরূপ নির্ম্মমভাবে বন্দী করেন, কারণ এই যুদ্ধে তাহাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন প্রাণত্যাগ করে...। আমি সেই পত্রে বলিয়াছিলাম যে ১৮ই জুন রাত্রে যে সামরিক সভা হয় তাহাতে কোম্পানীর টাকা-পয়সা, কাগজপত্র ও মহিলাগণকে সরাইবার রিজলিউশান পাশ করা হয়; কিন্তু এখন আমার মনে হয় কোম্পানীর কাগজপত্র

সরাইবার সম্বন্ধে কোন রিজলিউশান পাশ করা হয় নাই········টাকা পয়সা এবং কাগজপত্রগুলি নৌকায় লওয়া হইয়াছিল কিনা সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে পারি না; কোম্পানীর এজেন্টের যাঁহারা দাবী করিয়া থাকেন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে ভাল জানেন। প্রেসিডেন্টের দুর্গ ত্যাগের পর আমি সহকারী কোষাধ্যক্ষ এবং চাবির অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন কিছু পাওয়া যায় নাই········হুজুরের নিকট কিংবা মালিকগণের নিকট ফোর্ট উইলিয়ামের পতনকালে ইহার রণসম্ভারের লম্বা চওড়া তালিকা না গেলে আমিও হুজুরের নিকট এসব বিষয়ের জন্য কোন গণ্ডগোল উত্থাপন করিতাম না।·········"

(স্বাক্ষর) হলওয়েল।

পুনঃ—

(১) পলাতক সৈন্যগণের জন্য হলওয়েল-এর কৈফিয়ৎ ও অনুরোধ।

(২) পলাতক সৈন্যগণের মধ্যে ৫৩ জনের নাম ও তালিকা।

(৩) 'অন্ধকূপে' মৃত ৫১ জনের নাম তালিকা।

(৪) 'অন্ধকূপ' হইতে জীবিত অবস্থায় বহির্গত ১১ জন কর্ম্মচারীর নাম ও ৮।৯ জন সৈন্যের তালিকা।

(৫) ড্রেক এর পলায়নের পর ৯ জন মৃত কর্ম্মচারীর নাম ও তালিকা। (৯)

৬। **ওয়াট্‌স্-এর পত্র ঃ—**

(ইংলণ্ডের) কোর্ট অব ডিরেক্টর মহোদয়গণ সমীপেষু—"মাননীয় মহোদয়গণ,—

"মুর্শিদাবাদে লৌহ-শৃঙ্খল হইতে মুক্তি পাইবার অব্যবহিত পরেই আমি হুজুরের বোম্বাই ও মাদ্রাজের কাউন্সিলারগণের নিকট আমাদের কলিকাতা

(৯) Hill: Bengal in 1754—1757. vol, I pp. 185—191.

দুর্গের পতনের বিষয় বিবৃত করিয়া ১৭ই জুলাই তারিখে একটী পত্র পাঠাই এবং হুগলীতে উপস্থিত হইয়াই ৩রা আগষ্ট তারিখে উক্তস্থানে আবার পত্র প্রেরণ করি। আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইলে হুজুরের নিকট পত্র লিখিবার জন্য আমি সেই পত্রে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। এখন আমি আমার অঙ্গীকার পূরণ করিবার জন্য সেই পত্র লিখিতে বসিয়া হুজুরের নিকটে অনুরোধ জানাই যে, হুজুর যেন বিশ্বাস করেন—আমি এসম্বন্ধে সর্ব্বোতভাবে সত্যকথা বলিতেছি এবং আমার যুক্তিতে কিংবা ঘটনার বিবরণে হুজুরের নিকট কোনই প্রতারণার অবতারণা করিব না, অথবা আমার পক্ষে বা অপরের বিরুদ্ধে কোন কিছু বলিবারও প্রয়াস পাইব না। (আলীবর্দ্দি খাঁর মৃত্যুকাল হইতে কলিকাতার পতন পর্য্যন্ত ঘটনাবলীর বিস্তৃত বিবরণ)······রাজবল্লভের পরিবার যে তীর্থ দর্শন মানসে জগন্নাথ যাইবার অজুহাতে কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা ওয়াট্‌স্ সাহেব জানেন কিনা আমি জানিনা।······নবাবের দূত নারায়ণ সিংহ উপযুক্ত দূতের মত দুর্গে প্রবেশ না করিয়া, একজন চোর ও গুপ্তচরের বেশে দুর্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এইজন্য প্রেসিডেন্ট সাহেব তাঁহাকে বা তাহার পরওয়ানা গ্রহণ না করিয়া, সভায় এই সব সমালোচনাপূর্ব্বক উপযুক্ত লোকের দ্বারা তাঁহাকে দুর্গ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন এবং সে অনুসারে তিনিও দুর্গত্যাগ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস এবং রাজবল্লভের পরিবারকে দুর্গে আশ্রয় দেওয়ার যে বিবরণ দেওয়া গেল তাহাই সত্য ও নিখুঁত। এবং সে সম্বন্ধে অনেকেই হিংসাপরবশ হইয়া বিকৃতাকারে দেশময় রাষ্ট্র করিয়াছিল যে কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দেওয়াই কলিকাতা পতনের একমাত্র কারণ······৬ই জুন তারিখে জনরবে শুনা গেল যে নবাব কর্ত্তৃক কাসিমবাজার অধিকৃত হইয়াছে, হুজুরের দ্বিতীয় কর্ম্মচারী কোলেট (Collet) সাহেবের ৭ই তারিখের পত্রে ইহা সমর্থিত হইয়াছিল; আমার

যতদূর মনে হয় উহা নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত হইয়াছিল······কাসিমবাজারের কুঠীর কোন কিছু লুণ্ঠিত হয় নাই এবং নবাব ৫০ সহস্র সৈন্যসহ কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিতে স্থির করিয়াছেন। এই সৈন্য ব্যতিরেকেও তাঁহার সহিত এক বিশাল গোলন্দাজ সৈন্যবাহিনী আছে।······(নবাবের কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা ও ড্রেক সাহেবের দুর্গ হইতে পলায়নের বিস্তৃত বিবরণ······) "ড্রেক সাহেবের পলায়নের পর কর্ম্মচারী, স্বেচ্ছাসেবক ও সৈন্য প্রভৃতি সর্ব্বসমেত ১৭০ জন দুর্গমধ্যে রহিল। ইহাদের মধ্যে ২০শে জুনের পূর্ব্বাহ্নেই ২৫ জন নিহত ও ৭০ জন আহত হইল, এবং অবিশ্রান্ত কার্য্য ও পরিশ্রমহেতু সকলে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীর সৈন্যও মাত্র ১৪ জন জীবিত ছিল। (১০)

"যাহারা পলায়ন করিতে না পারিয়া উত্তেজিত ও নির্ম্মম শত্রুর কবলে পড়িয়াছিল, তাহারা সংখ্যায় ১৭০ জন ছিল। যখনই আমি দুর্গ হইতে পলায়নের কথা বলিয়াছি তখনই আমি ইউরোপীয় অধিবাসী, সৈন্য এবং তাহাদের পরিবারকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলিয়াছি·········আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলিতেছি যে, দুর্গে পরিত্যক্ত একটী লোকের হৃদয়েও দুর্গ ত্যাগের কথা আর জাগে নাই····· ······সে চিন্তা আমার মনে কখনও প্রবেশ করে নাই বা অন্য কাহারও নয়·········আমি নবাবের সঙ্গে সন্ধ্যায় তিনবার সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম এবং একবার তাঁহার দরবারেও সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমাদের দুর্গরক্ষায় তৎপরতা দেখিয়া তিনি প্রথমে ভীষণ চটিয়া গেলেন······এবং কোষাগারের অর্থ দেখিয়া বিশেষ হতাশ্বাস এবং অসন্তুষ্ট হইলেন······মোটের উপর তিনি আমাকে নিশ্চিত করিয়া বলিলেন যে, আমাদের কোন ক্ষতি হইবে না এবং ইহা তিনি একাধিকবার বলিয়াছিলেন। পরিণামে দেখা গিয়াছিল তিনি সেই সত্যের মর্য্যাদা কতকখানি

(১০) গোলন্দাজবাহিনীর সংখ্যা ৪৫ জন। Hill. Vol, I. P. 110. Vol. II. P. 27.

রক্ষা করিয়াছিলেন; কারণ আমি আমার সঙ্গিগণসহ 'অন্ধকূপে' আবদ্ধ হইয়াছিলাম এবং কি দুঃখেই না রাত্রি কাটাইয়াছিলাম! আমি সে সব বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব না, কারণ উহা বর্ণনাতীত। পরদিন প্রভাতে মৃতগণের সহিত আমাকে বাহির করা হইল। (১১)........"

৭। **ষষ্ঠ পত্র**ঃ—

উইলিয়াম ডেভিসের নিকট প্রেরিত; সিরিন জাহাজ হইতে লিখিত...

২৮শে, ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭।

"প্রিয় মহাশয়,

এই উপাখ্যানগুলি প্রকাশ হইলে আপনি জানিবেন যে, ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের ২০শে জুন তারিখে ১৪৬ জন বন্দীর মধ্যে ১২৩ জন অন্ধকূপে প্রাণ হারায়। যাহারা বাঁচিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই ঘটনার বিষাদকাহিনী যে বর্ণনা করিবে এমন কেহই নাই এবং এ বিষয়ে কেহ চেষ্টাও করে নাই; আমার কথা বলিতে গেলে, আমি এই ধারণা লইয়া অনেকদিনই লিখিতে বসিয়াছি, কিন্তু এই মর্ম্মন্তুদ কাহিনী লিখিতে নিরস্ত হইয়াছি, কিন্তু ইহাকে আমি বিস্মৃতির অতলতলে নিমজ্জিত হইতেও দিতে পারি না...............সন্ধ্যা ৬টার পূর্ব্বেই দুর্গ নবাব এবং তাঁহার সৈন্যগণের হস্তগত হয়। তাঁহার সহিত আমার সর্ব্বসমেত ৩ বার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ৭টার পূর্ব্বে শেষ সাক্ষাৎটী তাঁহার দরবারেই হইয়াছিল, তখন তিনি আমাকে অভয় দিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমাদের কোন ক্ষতি হইবে না; আমার বিশ্বাস তিনি সাধারণ ভাবেই আদেশ দিয়াছিলেন যে, আমাদিগকে নিরাপদে রাখা হইবে। এবং পরে আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহা তাঁহার জমিদারগণের হস্তে আমাদিগকে সমর্পণ

---

(১১) Holwell's letter to the Court of Directors : Hill : Bengal in 1756. —57 Voll II. P P, 1—57.

করার জন্য তাহাদের প্রতিহিংসা বশতঃই হইয়াছিল। কারণ এই যুদ্ধে তাহাদের সহকর্ম্মিগণ অনেক নিহত হইয়াছিল.........(প্রহরী বেষ্টিত হইয়া তাহাদের অবস্থার বিবরণ) মুসলমানগণ দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে 'লিচ' (Leech) নামক একব্যক্তি দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং ঠিক সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমার পলায়নের জন্য তিনি একখানি নৌকা সংগ্রহ করিয়া আমার নিকট হাজির হইলেন এবং পলাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ জানালেন। ইহাও অবাধে সুসম্পন্ন হইত...............আমার সাধ্যমত তাহাকে আমি বেশ ধন্যবাদ দিলাম এবং এমনও বলিয়া দিলাম যে, আমার সঙ্গিগণের যে দশা, আমারও সে দশা হইবে; এবং পলায়ন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে নিরাপদ হইতে অনুরোধ জানাই.........যাহারা প্রথমে অন্ধকূপে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে বেলি, জেঙ্ক, কুক ও কোল্‌স্‌ এবং আমিও সঙ্গে ছিলাম। পূর্ব্বের উল্লিখিত ব্যক্তিগণ আমার পার্শ্বেই ছিল। তখন রাত্রি প্রায় ৮টা বাজে......... আচ্ছা বন্ধু, আপনি মনে করিয়া দেখুন ত, বাংলা দেশের এই তীব্র গ্রীষ্মরাত্রে চারিদিকে কঠিন দেওয়াল বেষ্টিত, উত্তরদিকে মাত্র ১টী দরজা এবং পশ্চিমদিকে লৌহশলাকাযুক্ত ২টী জানালা, যাহার মধ্যে শীতল হাওয়া খুব কমই পৌঁছিতে পারে, এমন একটী ১৮ বর্গ ফুট বিশিষ্ট ক্ষুদ্র কক্ষে ১৪৬ জন হতভাগ্য কিরূপভাবে অবরুদ্ধ হইতে পারে? ঘরের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ইহার আকার ও আয়তন পর্য্যবেক্ষণ-পূর্ব্বক, পরিণামে যে কি হইতে পারে আমার মনে তাহার একটী জীবন্ত এবং ভয়াবহ ছবি উদিত হইল। দুয়ারটী ভাঙ্গিবার অনেক চেষ্টাই করা গেল, কিন্তু উহা ভিতরমুখী ছিল এবং (বাহির হইতে) বন্ধ থাকায় আমাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইল। ইত্যবসরে বন্দিগণের প্রায় সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আমাদের ভাগ্যে

যে ভয়াবহ মৃত্যু আছে তাহা আমি ভালরূপেই বুঝিলাম·········প্রহরিগণের মধ্যে একজন জমাদারকে দেখিয়া মনে হইল যে, সে একাই আমাদের দুঃখে কিছু দুঃখিত হইয়াছে এবং তাহার হৃদয়েই মাত্র মনুষ্যত্বের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল। আমি তাহাকে নিকটে ডাকিয়া ২০০০ সহস্র টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়া নবাবের নিকট আমাদের আসন্ন বিপদের কথা জানাইতে বলিলাম······সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, নবাবের হুকুম ব্যতিরেকে কিছু হইবে না এবং নবাবকে জাগাইতেও কেহ সাহস করিল না। এই অবসরে বন্দিগণের উগ্রস্বভাব কিছু নম্র হইলে আমাদের অসুস্থতা বাড়িয়া উঠিল; কয়েক মিনিট বন্দী থাকিয়াই সকলের এরূপ ঘর্ম্ম হইতে লাগিল যে, আপনি তাহার কোন ধারণা করিতেই পারেন না। রাত্রি ৯টার পূর্ব্বেই সকলের পিপাসা অসহ্য হইয়া উঠিল এবং শ্বাসপ্রশ্বাসও বন্ধ হইবার উপক্রম হইল·········এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই ক্ষিপ্র হইয়া প্রলাপ বকিতে লাগিল। "জল, জল" বলিয়া সকলে চীৎকার আরম্ভ করিল······এবং সেই বৃদ্ধ জমাদারটী কয়েক মশক জল আনিলে তাহা হ্যাটের মধ্যে করিয়া জানালার লৌহশলাকার মধ্য দিয়া ঘরে প্রবেশ করান হইল······অন্ধকূপের মধ্যে ৬ ফুট প্রশস্ত একটী প্লাটফরম অন্ধকূপের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল·········ইহা জানালার ঠিক বিপরীত দিকে ছিল······ মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার ব্যথা, হৃদ্‌কম্প ও শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত কষ্ট দূরীভূত হইল, কিন্তু আমার তৃষ্ণা অসহ্য হইয়া উঠিল, আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম "খোদার দোহাই, জল দাও'······তৎপর আমার দেহ-নিসৃত ঘর্ম্মসিক্ত সার্টের আস্তিনে মুখ ভিজাইতে লাগিলাম। আমার ঠিক পশ্চাতেই কেরি (Carey) নামে একজন কর্ম্মচারী ছিল।······

ইহা (অন্ধকূপ) হইতে জীবিত জনৈক ব্যক্তি লিখিত এই বিপদের কাহিনী পড়িয়া আমার মনে হইল যে, তাহাদের কিছু মাত্র সংজ্ঞা ছিল না।

আমার বিশ্বাস—আমি যে পর্য্যন্ত স্বয়ং একখানি গাত্র পত্র না আনি, সে পর্য্যন্ত উহাই ইহার একমাত্র বর্ণনা·········অপর যাহারা জীবিতাবস্থায় ছিল তাহারা সকলে মুক্তি পাইয়াছিল, কেবল মিসেস কেরি (Mrs-Carey) নাম্নী জনৈকা পূর্ণ যৌবনা পরমা সুন্দরী মুক্তি পায় নাই তাহার অসাধারণ রূপের জন্য·········হুগলী দুর্গে পৌঁছিলে আমাদের দুঃখের বর্ণনা করিয়া গভর্ণর বিসডমকে (Bisdom) একখানি পত্র লিখিলাম··· ৭ই জুলাই তারিখে অতি প্রত্যূষে কাসিমবাজারস্থিত ফরাসীগণের কুঠী আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। কাসিমবাজারের ফরাসী অধ্যক্ষ মসিয়েঁ 'ল্য' (Monsieur Law) এর জন্য আমি একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম এবং আমার বন্ধু বহুলের অনুগ্রহে তাহা তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলাম। আমার পত্রখানি পাইয়া মসিঁয়ো 'ল্য' অতীব ভদ্রতা-সহকারে জলের ধারে আমার নিকট আসিলেন এবং কিছুক্ষণ অবস্থান করিলেন·········বৈকাল প্রায় ৪ টার সময় আমরা মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলাম। কাসিমবাজার স্থিত ফরাসী এবং ডাচ্ কুঠীর অধ্যক্ষ মসিয়েঁ। ল্য ও 'মিনিয়ার ভারনেট' (Mynheer Vernet) মুর্শিদাবাদে অবস্থান কালে আমাদের প্রতি অতিশয় বন্ধুভাবাপন্ন ও সদয় ছিলেন·········১৬ই জুলাই তারিখে আমরা মুক্তি পাইয়াছিলাম············।"

(স্বাক্ষর) হলওয়েল।

(১) অন্ধকূপে মৃত ৫২ জন লোকের নাম ও তালিকা ; কিন্তু অবশিষ্ট লোকের নাম-ধাম তিনি কিছুই জানেন না ;

(২) অন্ধকূপ হইতে জীবিত ১১ জন লোকের নাম-তালিকা (১২) 'হলওয়েল' এর উপরোক্ত বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি :—

(১২) Letter from Holwell to Davis, dated, 28th February, 1757. India Tracts. p. 381. ff & Hill, vol. III. pp 133—154

(ক) সামরিক কাগজপত্রে ৫ হইতে ৬ শত জন সৈন্য থাকিবার কথা, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল যুদ্ধোপযোগী ২৫০ জন সৈন্যের অধিক সংগ্রহ হইল না।

(খ) তিনি প্রথম পত্রে বলিতেছেন যে, সামরিক সভায় কোম্পানীর কাগজ পত্রগুলি নৌকায় লইয়া যাওয়া হয়; কিন্তু ২য় পত্রে তাহা তিনি অস্বীকার করিতেছেন। এরূপ অস্বীকার করিবার কারণ কি?

(গ) তিনি প্রথম পত্রে বলিতেছেন যে, তিনি এবং তাহার সহকর্ম্মি-গণ জানিতে পারেন নাই যে, নবাব স্বয়ং কলিকাতা আসিতেছেন; কিন্তু তিনি ৩য় পত্রে বলিতেছেন, ওয়াট্‌স্‌ ও কোলেট সাহেবের পত্রে তাঁহারা নিশ্চিতভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, নবাব স্বয়ং ৫০ সহস্র সৈন্যসহ কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

(ঙ) তিনি ১ম পত্রে বলিতেছেন যে নবাবের আদেশে সর্ব্বসমেত ১৬৫ হইতে ১৭০ জন ইংরাজ অন্ধকূপে আবদ্ধ হইয়াছিল এবং উহাদের মধ্যে পরদিন প্রভাতে মাত্র ১৬ জন জীবিত ছিল; অবশিষ্ট বন্দিগণ শ্বাসরুদ্ধ হইয়া অন্ধকূপে প্রাণত্যাগ করে; কিন্তু ২য় পত্রে তিনি বন্দিগণের সংখ্যা ১৬৫ হইতে কমাইয়া ১৪৬ করিতেছেন এবং তন্মধ্যে ১২৩ জন অন্ধকূপে প্রাণত্যাগ করে এবং বাকি ২৩ জন জীবিতাবস্থায় বাহির হয়। ৪র্থ পত্রে তিনি 'মিসেস কেরী' নাম্নী একজন ইংরেজ মহিলা এবং 'লিচ' নামক একজন ইংরাজকে বন্দিগণের দলভুক্ত করিয়া মিসেস কেরীকে জীবিত ব্যক্তিগণের তালিকাভুক্ত করিয়াছেন।

(চ) তাঁহার ৪র্থ পত্র অনুসারে অন্ধকূপটীর আয়তন ১৮ বর্গ ফুট এবং তাহাতে তিনি ১৭০ হইতে ১৪৬ জন বন্দীর স্থান করিতেছেন।

(ছ) ৪র্থ পত্র পাঠে মনে হয় যে নবাব সন্ধ্যা ৭টার সময় দরবারে

উপস্থিত ছিলেন এবং সন্ধ্যা ৮টার সময় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। জুনমাসে প্রায় ৭টার সময় সূর্য্যাস্ত হয়। ৬টার সময় দুর্গের পতন হইলে তাঁহার সৈন্যগণ লুণ্ঠনকার্য্যে ব্যাপৃত রহিল, আর তিনিও দরবারে বসিলেন, এরই মধ্যে হঠাৎ ঘুমাইয়াও পড়িয়াছেন। দুর্গদখলের দিন ২২শে রমজান ছিল, কাজেই যতদূর সম্ভব নবাব ও তাহার কর্ম্মচারিগণের ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত রোজা এফ্‌তার ও সান্ধ্যভোজনে ব্যাপৃত থাকারই কথা। কিন্তু তিনি ঘুমাইলেন কেমন করিয়া?

(জ) তিনি বলেন নবাবের দূত নারায়ণ সিংহ একজন চোর ও গুপ্তচরের ন্যায় দুর্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে ভদ্রভাবে বিদায় দেওয়া হইয়াছিল; অন্যান্য কাগজপত্রের সাহায্যে আমরা প্রমাণ করিয়া দেখাইব ইহা কতদূর সত্য।

(ঝ) তাহার ৪র্থ পত্রে দেখা যায় তিনি "মসিঁয়ো'ল্য" ও মসিঁয়ো বিসডমকে পত্র লিখিয়া আপনার দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন; এই পত্র লেখার পরিণাম কতদূর দাঁড়াইতে পারে, আমরা পরে বিবেচনা করিব।

(ঞ) তিনি তৃতীয় পত্রে দৃঢ়কণ্ঠে বলিতেছেন যে, ড্রেক-এর পলায়নের পর তাহাদের কাহারও মনে দুর্গত্যাগের বাসনা জাগে নাই; আমরা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

(ট) তিনি বলেন ড্রেক-এর দুর্গত্যাগের পর দুর্গে মাত্র ১৭০ জন সৈন্য ছিল। পৃথক কাগজ পত্রের দ্বারা আমরা প্রমাণ করিব যে; এই ১৭০ জন সৈন্যের মধ্যে "অন্ধকূপ হত্যা"র পূর্ব্বেই ১৫৭ জনের কতকগুলি যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে ও কতকগুলি সৈন্য পলাইয়া যায়। ইহা ব্যতীত কেহ কেহ ডুবিয়া মরে। অনুমান ১০।১২ জন সৈন্য নবাবের হস্তে বন্দী হয়।

৮। **মিঃ সাইক্‌স্‌-এর পত্র: কাসিমবাজার হইতে লিখিত—** ৮ই জুলাই, ১৭৫৬।

......"অদ্য প্রভাতে 'হলওয়েল' 'কোর্ট', ওয়ালকট', ও 'বারডেট' (Burdett) লৌহ-শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বন্দী অবস্থায় মুর্শিদাবাদ অভিমুখে গেলেন। হলওয়েল কিছু রুটি ও মাখনের জন্য 'মসিয়ে ।-ল্য'কে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে যে পত্র পাঠাইয়াছেন নিম্নে তাহারও মর্ম্ম দেওয়া গেল।

"১৮ই তারিখে ম্যানিংহাম ও ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড দুর্গ পরিত্যাগ করেন। পরদিন প্রভাতে প্রেসিডেন্ট ড্রেক সাহেবও নৌকাযোগে পলায়ন করেন; এবং দুর্গের অবশিষ্ট লোকের জন্য একখানিও নৌকা রাখেন নাই......... অবশেষে যুদ্ধ বিরতির পতাকা উত্তোলন করিয়া সন্ধির কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় গুপ্ত দরজাটি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক বিপক্ষ পক্ষকে সমর্পণ করা হইল.........নবাব দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তিনি তথায় সৈন্য, কর্ম্মচারী প্রভৃতি মোট ১৬০ জনকে 'অন্ধকূপে' অবরুদ্ধ করেন......... এবং পরদিন প্রভাতে দেখা গেল উহাদের মধ্যে ১১০ জন বায়ু অভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সমস্ত রাত্রি নবাবের সৈন্যগণ দরজা দিয়া আমাদের প্রতি গুলি চালাইয়াছিল," "ইহা হলওয়েল এর পত্রের মর্ম্ম"......।" (১৩)

এই পত্র হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, ইহা হলওয়েল এর পত্রের অনুরূপ, ইহা 'সাইক্'স্ এর বর্ণনা নহে। এই পত্রে হলওয়েল বলিতেছেন, নবাবের সৈন্যগণ সমস্ত রাত্রি দুয়ার দিয়া তাহাদের প্রতি গুলি চালাইয়াছিল; কিন্তু তিনি তাহার ৪র্থ পত্রে বলিতেছেন—"(অন্ধকূপের) দুয়ারটী খুলিবার জন্য অনেক চেষ্টা করা হইল কিন্তু সফলকাম হইতে পারি নাই......কারণ দুয়ারটী ভিতরমুখী ছিল।" ইহা হইতে প্রমাণ হয়, দুয়ারটী বন্ধ ছিল এবং

(১৩) Hill : Bengal in 1756—57 vol. I., pp 61—62

নবাবের সৈন্যগণ উহার মধ্য দিয়া তাহাদের প্রতি গুলি চালায় নাই। এই পত্রে (৪র্থ পত্র) হলওয়েল আরও বলিয়াছেন যে, অন্ধকূপের উত্তাপ যখন তাহাদের অসহ্য হইয়া পড়িল, তখন গুলির আঘাতে প্রাণ হারাইবার জন্য তাহারা সৈন্যগণকে গালাগালি দিয়া উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও সফলকাম না হওয়ায় বন্দিগণ একে একে নীরবে চিরনিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়িল। (১৫) মিঃ গ্র্যাণ্ট তাঁহার উপাখ্যানে বলেন "কেহ বলেন নবাবের সৈন্যগণ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তাহাদের প্রতি গুলি চালাইয়াছিল ; আবার কেহ ইহা অস্বীকারও করেন।" (১৬) এই পত্রে (সাইক্‌স্ এর পত্র) দেখা যাইতেছে, ১৬০ জন ব্যক্তি অন্ধকূপে অবরুদ্ধ হইয়াছে ; এবং এইরূপ হইবারই কথা, কারণ এ পর্য্যন্ত হলওয়েল সেইমত পোষণ করিয়াছিলেন।

৯। চন্দননগর হইতে ওয়াট্‌স্ এবং কোলেট সাহেবের পত্র—ইংলণ্ডের কোর্ট অব ডিরেক্টরগণের নিকট প্রেরিত— ১৬ই জুলাই, ১৭৫৬।

"........তাহারা কোম্পানীর কাগজপত্র অথবা মোগল সম্রাটগণ প্রদত্ত 'ফরমান' (হুকুমনামা) প্রভৃতি কিছুই রক্ষা করে নাই। ১৪৬ জন কর্ম্মচারী ও সৈন্য প্রভৃতি সকলকেই নবাবের নিকট হাজির করা হইলে তিনি তাহাদিগকে 'অন্ধকূপে' আবদ্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ দেন। পর দিবস প্রভাতে দেখা গেল তাহাদের মধ্যে ১২৩ জন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। হলওয়েল, কোর্ট, ওয়ালকট, বারেডেট্ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলে আমরা তাহাদের বিষয় কিছু জানিতে পারি নাই। আমাদের বিশ্বাস হয়, নবাবকে নগদ কিছু টাকা

(১৫) Holwell's India Tracts : p. 381 ff and Hill : vol. III, p. 142

(১৬) Capt. Grant's Narrative—Hill : vol. I., p. 88

দিয়া ব্যাপারটি মিটমাট্ করিয়া লইলেই এই ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিত না। ইহার প্রমাণ এই যে, তিনি কাসিমবাজারের কিছুই স্পর্শ করেন নাই।

"এই পত্রের সঙ্গে ড্রেক সাহেব ও নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের পত্র থাকিল........। জুনিয়র গ্রে সাহেব কলিকাতার পতন সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনি সেই স্থানে সর্ব্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন; উক্ত উপাখ্যানটীও এই পত্রের সঙ্গে পাঠান হইল......এই পত্র লেখার পর কলতা হইতে যে সব পত্র পাইলাম, তাহাও ইহার সহিত প্রেরিত হইল...... ...কলিকাতা অধিকার করিয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে ফিরিবার কালে নবাব আমাদিগকে মুক্তি দিয়া ফরাসীগণের জিম্মায় রাখিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের নিকট হইতে একটী লিখিত রসিদ লইয়া আমাদিগকে মাদ্রাজ পাঠাইবার জন্য তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন। আমরা তাহাদের নিকট বেশ ভদ্রব্যবহারই পাইয়াছি। আমাদের প্রায় ১১০ জন নাবিক ও সৈন্য তাহাদের হাসপাতালে রহিয়াছে। আমরা হুজুরের নিকট নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি যে, উক্ত ঘটনার সহিত আমরা যতদূর সংশ্লিষ্ট আছি, তাহা সঠিক ও সত্য এবং যে ঘটনাবলীর সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই এবং যাহা যাহা অপরের নিকট গ্রহণ করিয়াছি......তাহাতে যদি কোন ভুলভ্রান্তি হইয়া থাকে, তার জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।" (১৭)

ওয়াটস্ এবং কোলেট ইংরাজগণের কাসিমবাজার কুঠীর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন এবং উক্ত কুঠী নবাবের হস্তে সমর্পণকালে তাহারাও তাঁহার হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। কলিকাতা অভিযানকালে তাঁহারা নবাবের সঙ্গে কলিকাতা আসিয়াছিলেন এবং উক্ত নগর দখলের পর নবাব মুর্শিদাবাদ

(১৭) Letter from Watts and Collet to the Court of Directors, Hill: Vol. I. P P, 99—106.

ফিরিবার পথে তাঁহাদিগকে ২৮শে জুন তারিখে চন্দননগরে মুক্তি দিয়া ফরাসীগণের নিকট শিবিকাযোগে প্রেরণ করেন; এবং ফরাসীরা যাহাতে তাঁহাদের প্রতি কোন অত্যাচার করিতে না পারে, এজন্য তাহাদের নিকট হইতে নবাব একখানি লিখিত মুচলেকাপত্র গ্রহণ করেন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, তিনি তাঁহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহারা আরও বলেন যে, ইচ্ছা করিলে নবাবের সঙ্গে একটা মিটমাট হইয়া যাইত, কিন্তু ড্রেক সাহেবের তাহা করিবার ইচ্ছা ছিলনা। তাঁহারা যে অন্ধকূপে আবদ্ধ বন্দিগণের সংখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন, গ্রে সাহেবেও ঠিক তদ্রূপ উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রে সাহেবের যে পত্রে এই সংখ্যার উল্লেখ এবং অন্ধকূপের বর্ণনা আছে, সেই পত্রখানিও ওয়াট্‌স্ সাহেব তাঁহাদের পত্রের মধ্যে করিয়াই ইংলণ্ড পাঠাইতেছেন। এ পত্রের পূর্ব্বে ওয়াট্‌স্ সাহেব আরও অনেকগুলি পত্র তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহাতে অন্ধকূপের কোনই উল্লেখ নাই। এবং গ্রে সাহেবের ২রা জুলাই তারিখে চন্দননগরে আগমনের পূর্ব্বে চন্দন-নগর হইতে বিদেশে যে শত শত পত্র গিয়াছে তাহাতেও এই অন্ধকূপের কোন উল্লেখ নাই। ২রা জুলাই তারিখে ওয়াট্‌স্ ও কোলেট সাহেব মাদ্রাজে যে পত্র লিখিতেছেন, তাহাতেও ইহার কোন উল্লেখ নাই। সে পত্রে তাঁহারা মাত্র বলিতেছেন "হলওয়েল সাহেব বন্দী হইয়াছেন এবং তাঁহার অধীন অন্যান্য কর্ম্মচারীর অবস্থা যে কি হইয়াছে, তাহাও ভালরূপে জানা যায় না। কিন্তু জনরব যে তাহাদের সর্ব্বস্ব লুন্ঠিত হইয়াছে এবং ড্রেক সাহেবের পলায়নের পর যাহারা দুর্গে ছিল, তাহারা প্রায় তাহাদের হস্তে প্রাণ হারাই-য়াছে বা যুদ্ধে নিহত হইয়াছে।" তাঁহারা স্পষ্টভাবে বলিতেছেন যে তাঁহারা যাহা যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাহা সঠিক ও সত্য, কিন্তু জনরবে যাহা শুনা গিয়াছে সে সম্বন্ধে তাঁহারা নিশ্চিত নহেন। এই জনরবের মধ্যে অন্ধকূপ

হত্যার গুপ্ত রহস্য নিহিত আছে বলিয়াই তাঁহারা সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারিতেছেন না। (১৮)

১০। গ্রে সাহেব প্রণীত কলিকাতা পতনের বর্ণনা।

জুনমাস—১৭৫৬।

"১৭ই জুন তারিখে দ্বিপ্রহরে বিপক্ষীয় সৈন্যগণ আমাদের পেরিণ-স্থিত (বর্ত্তমান ইডেন গার্ডেন) মোহড়া আক্রমণ করে এবং অপরাহ্ণ ৩টায় সে স্থান রক্ষার জন্য ২টী কামান সহ ৪০টী সৈন্য প্রেরণ করা গেল এবং সেই স্থলে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য হইতে মুসলমানগণ আমাদের দুইটী সৈন্য নিহত করে; এই দুইজনের মধ্যে একজন ছিলেন 'রাল্‌ফ্‌ থর্সবি'। রাত্রি ৮টার সময় ২টী ছোট কামান ও একটী ১৮ পাউণ্ড বারুদধারী কামান সেই স্থলে পাঠান হইল·········পেরিন্সের সেনানায়ক লেফ্‌টেনাণ্ট পেকার্ড সেই দিবস রাত্রিযোগে শত্রুগণকে হঠাৎ আক্রমণ পূর্ব্বক তাহা-দিগকে সেইস্থান হইতে বিতাড়িত করিয়া তাহাদের ৪টী কামান ও কিছু গোলাবারুদ অধিকার করিয়া বসেন।

"১৮ই তারিখ বেলা ৯ টার সময় আমাদের দুর্গের বহির্ভাগ আক্রান্ত হইল। আমরাও শত্রুকে ত্যক্ত বিরক্ত করিবার জন্য সৈন্যগণকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী উচ্চতম গৃহের ছাদে প্রেরণ করিলাম··· ······সে সব স্থানে চার্লস স্মিথ ও রবার্ট উইলকিনসন নিহত হন এবং মসিয়েঁ। ল্য বোঁ ৬ ঘণ্টাকাল সাহসের সহিত জেল রক্ষা করিয়া অবশেষে সঙ্গিগণ সহ আহত অবস্থায় ফিরিয়া আসেন·········সেই দিন সন্ধ্যায় শত্রুগণ আমাদের কতকগুলি সৈন্যকে নিহত ও আহত করে·········

(১৮) Letter from Watts and Collet to the Court of Directors, dated 16th July, 1756. Hill, Vol, 1. P P. 99—106. Orame's India, Vol, VII, P. 1802—8.

শত্রুগণ আমাদিগকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিলে, আমরা আমাদের কামান লইয়া দুর্গের বহির্ভাগ হইতে হটিয়া আসিয়া·········কোম্পানীর অফিস ঘর, গির্জ্জা প্রভৃতি ঘরগুলি সমস্ত রাত্রি অধিকার করিয়া রহিলাম ······(দুর্গত্যাগের জন্য সভার অধিবেশন)······গভর্ণর ড্রেক, ম্যানিংহাম, ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড, ম্যাকেট, সেনাধ্যক্ষ মিনচিন, ক্যাপ্টেন আলেকজেণ্ডার গ্র্যাণ্ট, ক্রুটেনডেন, মেপেলটপ্ট, সামার, বিলারস, ওহারা, রাইডার, টুক, সিনিয়র, এলিস, ভেসমার, ওর, লিসেসটার, চার্লটন·········প্রভৃতি ব্যক্তিগণ কতকগুলি সৈন্যসহ নৌকাযোগে পলায়ন করিলেন। সেই দিন রাত্রি-যোগে একজন নিম্নপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী (corporal) এবং ৫৬ জন ডাচ্ সৈন্য দুর্গত্যাগ করিয়া শত্রুপক্ষের সহিত যোগদান করে।·········
······২০শে জুন অপরাহ্ণ ৪টার সময় বিপক্ষগণ যুদ্ধবিরতির জন্য আমাদিগকে অনুরোধ জানায়, এবং সে কারণ গভর্ণর সাহেবও (হলওয়েল) সন্ধির পতাকা উত্তোলন করিয়া আমাদিগকে শত্রুর প্রতি গুলি চালাইতে নিষেধ করিলেন; এই অবসরে বিপক্ষগণের অজস্র সৈন্য আমাদের দুর্গপ্রাচীরের নিম্নে আসিয়া সমবেত হইল এবং আমাদের জানালায় আগুন লাগাইয়া দরজা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল; কেহবা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল। ইহাতে আমাদের মধ্যে এক মহাবিভ্রাটের সৃষ্টি হইল। কেহ নৌকাযোগে পলায়ন করিবার জন্য দুর্গদ্বার দিয়া নদীর দিকে দৌড়াইয়া গেল·········কেহবা স্বয়ং নবাবের কাছে হাজির হইলে নবাব তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। কেহ নৌকাযোগে পলায়ন করিল··············যাহারা ভিতরে রহিল, তাহাদের ১৪৬ জন অন্ধকূপে আবদ্ধ হইল এবং বন্দিগণের মধ্যে ১২৩ জন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল··················মৃতব্যক্তি-গণের মধ্যে নিম্নে কাহারও কাহারও নাম ও তালিকা দেওয়া গেল যথাঃ—

ইরিস, বেলি, কোল্‌স্, ডাম্বল্‌টন্, জেংক, রিভেলি; ল্য,' জেভ, কারস্, ভেলিকোর্ট, বেলামি, সিনিয়র, ড্রেক, বিং, ড্যালরিম্পল্, জনষ্টন, ষ্ট্রীট, ষ্টিফেন, এডওয়ার্ড'পেজ, গ্রাব, ডড, টোরিয়ানো, ন্যাপটন, ব্যালার্ড, ক্লেটন, উইদারিংটন, বুকানান, লেঃ হেজ (Hays), সিম্পসন, ব্ল্যাগ, বিশপ, পেকার্ড, বেলামী, স্কট, ওয়েডারবার্ন্‌…………।" (১৯) কাহারও মতে গ্রে সাহেব কলিকাতা ও দুর্গের পতনের প্রাক্কালে পলায়ন করিয়াছিলেন। তাহার বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্ধকূপে অবরুদ্ধ ১৪৬ জন বন্দীর মধ্যে ১২৩ জন প্রাণত্যাগ করে। ওয়াটস্ সাহেবের পত্রে জানা গিয়াছে—তিনি এই পত্রখানা ওয়াটস্ সাহেবের পত্রের সহিত ইংলণ্ড পাঠাইয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায়—তিনি পত্র প্রেরণের সময় অর্থাৎ জুলাই মাসের মধ্যভাগে ওয়াটস্ সাহেবের নিকট উপস্থিত ছিলেন। মিলস্ সাহেবের বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি, তিনি (গ্রে সাহেব) জুন মাসের শেষ তারিখে কলিকাতা ত্যাগ করেন এবং তৎপর দিবস জার্ম্মানীর এমডেন কোম্পানীর ম্যানেজার 'ইয়ং' সাহেবের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ২রা জুলাই তারিখে চন্দন নগরে উপস্থিত হ'ন; এবং ৯ই আগষ্ট পর্য্যন্ত সেস্থানে অবস্থান করিয়া ১১ই তারিখে ফলতায় উপস্থিত হ'ন। (২০) গ্রে সাহেবের পত্রে কোন তারিখ নাই, মাত্র জুন মাস লেখা আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় পত্রখানি জুনমাসের শেষভাগেই লিখিত হইয়াছিল। এই সময় মিল্‌স্ সাহেবও তাহার নিকট উপস্থিত ছিলেন এবং মিল্‌স্ সাহেবের বর্ণনার সহিত তাঁহার বর্ণনার যে বিশেষ সামঞ্জস্য আছে, তাহা পরে দেখান হইতেছে।

(১৯) Letter from Grey to some of his fiends in England. Hill: vol. I., pp. 106—109

(২০) Hill : vol. I, p., 194,

১১। **ক্যাপ্টেন মিল্‌স্ রচিত কলিকাতা পতনের বিবরণ।** ৭ই জুন হইতে ১লা জুলাই, ১৭৫৬।

"১৭ই তারিখে দ্বিপ্রহরে বিপক্ষগণ পেরিন্সের মোহড়া আক্রমণ করে। অপরাহ্ন ৩টার সময় সেই স্থান রক্ষার জন্য ২টী কামান সহ ৪০জন লোক প্রেরণ করা হয় এবং সেস্থানে ঝোপ জঙ্গল হইতে মুসলমানগণ আমাদের ২জন লোককে নিহত করে; 'রাল্‌ফ্‌ থর্স্‌বি' তাহাদের মধ্যে অন্যতম······ ······রাত্রি ৮টার সময়ে একটী ১৮ পাউণ্ড বারুদধারী কামান এবং ২টী ছোট কামান সহ সেখানে সৈন্য পাঠান হয়·········লেঃ পেকার্ডকে সেই স্থান রক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইলে তিনি শত্রুগণকে হঠাৎ আক্রমণ পূর্ব্বক তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের গোলাবারুদসহ ৪টী কামান অধিকার করেন·········"

"জুন মাসের ১৮ তারিখে বেলা ৯টার সময় শত্রুগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া আমাদের কেল্লার বহির্ভাগ আক্রমণ করিলে, আমরাও আমাদের সৈন্যগণকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করিয়া বিপক্ষ দলকে ব্যক্ত বিরক্ত করিবার অভিপ্রায়ে উচ্চতম গৃহের ছাদের উপরে প্রেরণ করিলাম··· ······সেই সব দলের মধ্যে চার্ল্‌স্ স্মিথ এবং উইলকিনসন সেস্থলে নিহত হয়। "মসিয়েঁা ল্য বোঁ" তাহার সঙ্গিগণ সহ জেলরক্ষা করিতে গিয়া ৬ ঘণ্টাকাল উহা রক্ষা করিয়া, অবশেষে সঙ্গিগণসহ আহত হইয়া ফিরিয়া আসেন।

"সন্ধ্যার প্রাক্কালে শত্রুগণ আমাদিগকে বেশ জোরের সহিত আক্রমণ পূর্ব্বক আমাদের কিছু সৈন্য হতাহত করিয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলে, আমরাও দুর্গের বহির্ভাগ ত্যাগ করিয়া কামানসহ পশ্চাতে হটিয়া আসিলাম এবং কোম্পানীর অফিসগৃহ, গির্জ্জা প্রভৃতি সমস্ত রাত্রি দখল করিয়া থাকিলাম।

"১৯ শে তারিখ বেলা ১০ টার সময় গভর্ণর (ড্রেক) ম্যাগট (ম্যাকেট)……সেনাধ্যক্ষ মিনচিন, ক্যাপ্টেন গ্রান্ট, ক্রুটেনডেন, মেপলটপ্ট, সামনার, বিলারস্, রাইডার, টুক, সিনিয়র, এলিস্, ভেসমার, চার্লটন্, লিসেস্টার, ডাঃ ফুলারটন্, ও'হারা, হুইদারবারন্, হিউ-বেইলি, রিজ, বোলডারিক্,………সামারস্, এলভেস্, লেঞ্জ, স্মিথ, হোয়েলি, লিং, হোয়াইট্‌মোর, বারনার্ড, এ. জ্যাকব, এফ. চাইল্ড, কার প্রভৃতি ব্যক্তিগণ নৌকাযোগে পলায়ন করিলেন।

"রাত্রিযোগে একজন নিম্নপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী, কতকগুলি সাধারণ লোক এবং ডাচ্ সৈন্যদের অধিকাংশই প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক পলায়ন করিয়া শত্রুপক্ষে যোগদান করিল………।

"………অপরাহ্ণ ৪ টার সময় বিপক্ষগণ গুলি চালান হইতে নিরস্ত হইবার জন্য অনুরোধ জানাইলে গভর্ণর সাহেব যুদ্ধবিরতির পতাকা উত্তোলন করিলেন এবং গুলি চালাইতে নিষেধ করিলেন; এই অবসরে অসংখ্য শত্রুসৈন্য আমাদের প্রাচীর নিম্নে সমবেত হইল। এবং দুর্গের দরজা ও জানালায় আগুন দিতে আরম্ভ করিল। কাপড় এবং তুলার গাঁইট সহকারে তাহা বন্ধ করিয়া দিলে, তাহারা দরজা ভাঙ্গিয়া ও প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে আসিতে লাগিল।

"ইহাতে আমাদের মধ্যে মহাবিভ্রাটের সৃষ্টি হইল; এবং আমাদের মধ্যে কেহ কেহ গুপ্তদ্বার দিয়া নৌকাযোগে পলায়ন করিল। কেহ কেহ স্বয়ং নবাবের কাছে গিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল………"

"দুর্গাভ্যন্তরে মোট ১৫৪ জন নরনারী ও শিশুকে তিনি অন্ধকূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। একই সঙ্গে এতগুলি লোক একটী ক্ষুদ্রকক্ষে আবদ্ধ থাকায় গরমে ১২০ জনের অধিক লোকের প্রাণনাশ হয়। যাহারা প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, নিম্নে তাহাদিগের কাহারও কাহারও

নাম দেওয়া গেল যথা :—ইরিস, বেইলি, সিনিয়র, কোল্‌স্, ডাম্বল্টন, জেক্‌স্, রিভেলি, ল্যা, জেভ, কার্‌স্, ভেলিকোর্ট, সিনিয়র ও জুনিয়র বেলিমি, ড্রেক, বিং, ডালরিম্পল, জনষ্টোন্, ষ্টীট, ষ্টিফেন, পেজেস্, গ্রাব, ডড্, টোরিয়ান্‌স্, ষ্যাপটন্, ব্যালার্ড, ক্যাপ্টেন ক্লেটন, বুকানান, লেঃ সিম্পসন, হেজ্, ব্ল্যাগ, বিশপ্, পেকার্ড, স্কট্, ওয়েডার-বার্‌ন্, ক্যাপ্টেন হাণ্ট্, রবার্ট ক্যেরী, টমাস্ লীচ্, ষ্টফোর্ড নামে ২ ব্যক্তি, পোর্টার্, হিলিয়র্ড, কোকার, কার্‌স্.........." (২১)

মিল্‌স্ এর বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়, তিনি নাকি অন্ধকূপে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে জীবিতাবস্থায় বহির্গত হইয়া নবাবের আদেশে মুক্ত হইয়াছিলেন। হলওয়েল সাহেবও সেই কথা বলেন। কিন্তু কলতা হইতে প্রেরিত এবং খৃষ্টীয় ১৭৫৭ সালের 'লণ্ডন ক্রনিকল্' ও 'স্কট্‌স্ ম্যাগাজিন' এর মে ও জুন সংখ্যায় প্রকাশিত একখানি পত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অন্ধকূপে আবদ্ধ হইলেও মিল্‌স্ সাহেব সে রাত্রেই সেখান হইতে পলায়ন করেন। (২২) মিলস্ যে পুস্তকখানিতে এসব বিষয়ের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন উহা একখানা রোজ-নামা (diary) বিশেষ। উহা ১৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। ৭ই জুন হইতে ১লা জুলাই পর্য্যন্ত যে সব ঘটনা ঘটিয়াছিল এই পুস্তকখানিতে তাহারই একটী বিশদ বিবরণ আছে। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই পুস্তকখানির ভাষা ও গ্রে সাহেব বর্ণিত উপাখ্যানের ভাষা প্রায় একই; দুইএক স্থানে একটু সামান্য প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় মাত্র। ইহাতে মনে হয়, হয় দুইজনে একত্র পরামর্শ করিয়া এসব বিবরণ লিখিয়াছেন, না

(২১) Mills' Diary. Hill; vol. I pp. 40—43

(২২) London Chronicle, 7th to 9th June 1757, Scots Magaz... May, 1757.

হয় একজন অন্তজনের বিবরণ নকল করিয়াছেন। তাহারা যে তুইজনে একত্র কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন, মিলস্ সাহেবের অন্য উপাখ্যান হইতে তাহাও জানিতে পারি। (২৩) জনৈক বন্ধু বলেন (২৩ক), এই পুস্তক-খানির বর্ণনা তুইজন দ্বারা লিখিত; কারণ হস্তাক্ষর দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারা যায় এবং তাহার ভাষা পড়িলে বুঝিতে পারা যায় যে, কতকগুলি বাক্য বেশ শুদ্ধ ভাষায় লিখিত এবং কতকগুলির মধ্যে ভাষা ও বানানে ভুল আছে। ইহা হইতে মনে হয়, মিল্‌স্ সাহেব ইহা স্বয়ং কিছু লিখিয়াছিলেন এবং কিছু অন্যের দ্বারাও লিখাইয়া লইয়া ছিলেন। 'গ্রে' সাহেব জুনমাসেই তাঁহার উপাখ্যান শেষ করেন এবং তাঁহার বর্ণনা মিল্‌স্ সাহেবের বর্ণনা হইতে অপেক্ষাকৃত কিছু কম এবং মিল্‌স্ সাহেব এমন কতকগুলি লোকের নাম করিয়াছেন যাহা আমরা 'গ্রে' সাহেবের বর্ণনায় পাইনা। মিল্‌স্ সাহেব ১লা জুলাই পর্য্যন্ত এসব বর্ণনা লিখেন। ইহাতে মনে হয়, গ্রে সাহেবের পুস্তক হইতেই মিল্‌স্ সাহেব নকল করিয়াছেন।

মিল্‌স্ সাহেবের বিবরণ হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, তিনি ৩০শে জুন পর্য্যন্ত কলিকাতায় ছিলেন, কিন্তু জনৈক ইংরাজ একজন বাঙ্গালীকে হত্যা করার জন্য কলিকাতার নব-নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা মানিক-চাঁদ সমস্ত ইংরাজকে সেস্থান হইতে তাড়াইয়া দেন। তখন মিল্‌স্ ও গ্রে, ডাঃ নক্সের সঙ্গে জার্ম্মাণীর এমডেন্ কোম্পানীর প্রতিনিধি মিঃ ইয়ংএর আবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখান হইতে ২রা তারিখে চন্দননগরে উপস্থিত হন। (২৪)

(২৩) Hill vol, I p. 194.

(২৩ ক) Mr. Sayyed Amin Ahmed B. A. Cantab

(২৪) Hill vol. I p. 194

১২। ক্যাপ্টেন গ্র্যাণ্ট লিখিত কলিকাতা অবরোধের উপাখ্যান।

১৩ জুলাই, ১৭৫৬।

ক্যাপ্টেন গ্র্যাণ্ট ড্রেক সাহেবের সহিত ১৯ শে জুন তারিখে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ হইতে পলায়ন করেন। তিনি এ-ঘটনা সম্বন্ধে ২টি বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। একটি নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা অবরোধ ও অধিকারের উপাখ্যান; অন্যটি তাহাদের দুর্গ ত্যাগের লম্বা-চওড়া কৈফিয়ৎ বিশেষ। কলিকাতা অবরোধ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন······ আমরা পরস্পর শ্রুত হইয়াছি যে, গভর্ণর (ড্রেক) দুর্গ ত্যাগ করিলে দুর্গের অবশিষ্ট লোকগুলি দুর্গ হইতে পলায়ন করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া দুর্গের ফটক বন্ধ পূর্ব্বক হলওয়েল সাহেবকে গভর্ণর নিযুক্ত করিয়া যে পর্য্যন্ত পলায়ন করিবার জন্য কোন নৌকা না পাওয়া যায় সে পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছিল।········· পরদিবস প্রভাতে তাহারা এই উদ্দেশ্যে (পলায়নের জন্য) নৌকার সন্ধান করিয়াছিল, কিন্তু নৌকা পায় নাই। গভর্ণরের পলায়নের ৩০ ঘণ্টা পর ২০ শে জুন তারিখের অপরাহ্নে নবাব দুর্গ অধিকার করেন এবং এই ৩০ ঘণ্টা কালের মধ্যে প্রায় ৫০ জন ইউরোপীয় সৈন্য নিহত হয়।··· অপরাহ্ন তিনটার সময় তাহারা (শত্রুপক্ষ) যুদ্ধ বিরতির সঙ্কেত করায় আমাদের সৈন্যগণ গুলি চালান বন্ধ করে, কিন্তু তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক এই সুযোগে দল বাঁধিয়া আমাদের প্রাচীরের নিম্নে আসিয়া পড়ে এবং সেই সঙ্গে দুর্গ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে থাকে।·········অনেকে প্রাচীরের উপর তরবারির আঘাতে প্রাণ হারাইল এবং অবশিষ্ট যে সকল হতভাগ্য বন্দী হইয়া সেই রাত্রের জন্য অন্ধকূপ নামক একটি ১৮ বর্গফুট ক্ষুদ্র কক্ষে অবরুদ্ধ হয়, তাহাদের সংখ্যা প্রায় ২০০ জন ছিল।

ইহারা সকলে ইউরোপীয়, পর্তুগীজ ও আর্মেনিয়ান সম্প্রদায় ভুক্ত ছিল।.........এই ক্ষুদ্র কারাগারে লোকগুলিকে এমনই ঘনভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল যে, পর দিবস প্রভাতে তাহাদের মধ্যে ১০ জনের অধিকও জীবিত ছিল না। যাহাদের নিকট হইতে আমরা এই সব বিবরণের খবর পাইয়াছি, তাহারা বলে যে, নবাবের সৈন্যগণ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া দরজা এবং জানালার মধ্য দিয়া বন্দিগণের প্রতি গুলি চালাইতে থাকে। কেহ আবার ইহা অস্বীকারও করেন। হলওয়েল সাহেব অন্ধকূপের জীবিত লোকগণের মধ্যে একজন; তিনি এখন নবাবের হস্তে বন্দী। ওয়ালকটও হলওয়েলের সহিত বন্দী হইয়াছে।" (২৫)

১৩। **ক্যাপ্টেন গ্র্যাণ্ট লিখিত দুর্গ হইতে পলায়নের বিবরণ ঃ—**

এই উপাখ্যানে গ্র্যাণ্ট সাহেব অন্ধকূপ সম্বন্ধে কিছু বলেন না। ইহাতে তিনি মাত্র দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, যথেষ্ট কারণ বশতঃই তাহারা দুর্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। দুর্গ ত্যাগ করা হইবে কিনা সে বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য একটি সামরিক সভার (War Council) অধিবেশন হয় এবং ইহাতে হলওয়েল সাহেব অনতিবিলম্বে দুর্গ ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন ও আমি তাহা সমর্থন করি; কিন্তু অন্যান্য সকলেই এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করে।" (২৬)

ক্যাপ্টেন গ্র্যাণ্ট যে সময় এসব উপাখ্যাম প্রণয়ন করেন তখন তিনি ফলতার নিকটস্থ জাহাজে ছিলেন। এই বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে নবাবের সৈন্যগণ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া অন্ধকূপের জানালা ও দরজা দিয়া বন্দিগণের প্রতি গুলি চালাইতে থাকে। হলওয়েল ৮ই

(২৫) Hill Vol. I p, 73-89, Indian Antiquary, November, 1899
(২৬) H!ll Vo!. I p 91

জুলাই তারিখে সাইক্স্ এর নিকট যে পত্র লিখেন তাহাতেও এই গুলি চালাইবার উল্লেখ আছে। (২৭) কিন্তু হলওয়েল ২৮ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে (১৭৫৭) তাহার বন্ধু ডেভিসের নিকট যে পত্র লিখেন তাহাতে তিনি বলেন যে সেই কারাগৃহে মাত্র একটি ভিতরমুখী দরজা ছিল, তাহাও (বাহির হইতে) বন্ধ ছিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহারা দরজা খুলিতে পারে নাই। ইহাতে প্রমাণ হয় যে হলওয়েল ও গ্র্যান্ট বর্ণিত গুলি চালান উক্তিটি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

১৪। গভর্ণর ড্রেক লিখিত অন্ধকূপের উপাখ্যান।

১৯শে জুলাই, ১৭৫৬।

১৭৫২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ড্রেক সাহেব বঙ্গদেশের ইংরাজ কুঠী সমূহের গভর্ণর নিযুক্ত ছিলেন। নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা অবরোধকালে ১৯শে জুলাই তারিখে অনুমান বেলা ১০।১১টার সময় তিনি দুর্গ ত্যাগ করিয়া নৌকা যোগে পলায়ন করেন এবং ফলতায় জাহাজে বসিয়া তিনি নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার সিংহাসন আরোহণ কাল হইতে কলিকাতা অবরোধ ও অধিকার কাল পর্য্যন্ত একটি বিস্তৃত উপাখ্যান লিখিয়া যান। এই উপাখ্যান পাঠে দেখা যায়, তিনি তাঁহার সকল কার্য্যই সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা অনুসারে তৎকালে ৫১৫ জন যুদ্ধোপযোগী সৈন্য ছিল, (২৮) কিন্তু অন্য কাগজ-পত্রের দ্বারা প্রমাণ হয় যে তাঁহার এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাঁহার বিবরণে যে অনেক মিথ্যা কথা স্থান পাইয়াছে, তাহা তাহার পাঠক মাত্রেই জানিতে পারিবেন। কিন্তু নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া এ-স্থলে সে-সব উল্লেখ করা গেল না। অন্ধকূপ সম্বন্ধে তিনি বলেন "………(নবাবের

(২৭) Hill Vol, I pp 61-62
(২৮) Hill vol. 1. P, 137

নিকট দুর্গ সমর্পণের পর) কতকগুলি সৈন্য মদ্যপান করিয়া গণ্ডগোল আরম্ভ করিয়াছিল। ইহাতে নবাব কোন উচ্চ নীচ ভেদাভেদ জ্ঞান না করিয়া হলওয়েল সাহেব হইতে সাধারণ সৈন্যকে পর্য্যন্ত অন্ধকূপে আবদ্ধ করিয়া রাখেন; এই কক্ষটী আয়তনে অতি ক্ষুদ্র ছিল এবং ইহার মধ্যে হাওয়া ছিল না বলিলেই চলে। এইরূপ একটি ক্ষুদ্র কক্ষে ২০০ শত জন লোক এমনই ভাবে আবদ্ধ হয় যে, একজন অন্যকে পায়ের নীচে চাপিয়া মারে···এবং রাত্রি ৯টা হইতে পর দিবস ২১শে তারিখের প্রভাত ৮টা পর্য্যন্ত বন্ধ থাকার পর দুয়ার খুলিয়া দেখা গেল মাত্র ২৫ জন লোক জীবিত আছে। (২৯)

১৫। উইলিয়াম লিণ্ডসে লিখিত পত্র মাদ্রাজস্থিত রবার্ট ওর্ম্মের নিকট প্রেরিত।

ফলতা, জুলাই মাস, ১৭৫৬।

দুর্গ অবরোধ কালে লিণ্ডসে দুর্গের মধ্যেই ছিলেন, কিন্তু নবাবের সৈন্যের সহিত যুদ্ধকালে তাহার একখানি পা ভাঙ্গিয়া যায়। সেই জন্যই তিনি ড্রেক সাহেবের সহিত দুর্গ ত্যাগ করিয়া নৌকা যোগে পলায়ন করেন। ফলতায় অবস্থান কালে তিনি ওর্ম্মেকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই অন্ধকূপের উপাখ্যানটি লিখিয়া যান। তাঁহার বর্ণনার অনেকাংশেই সত্য ঘটনার আভাস পাওয়া যায়—কিন্তু এই উপাখ্যান লিখিবার সময় যখনই তিনি অপরের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, তখনই ভুল করিয়াছেন। দুর্গ ত্যাগের জন্য দুর্গ মধ্যে যে একটী সভার অধিবেশন হয়, সে সম্বন্ধে তিনি বলেন, "অনতিবিলম্বে দুর্গ ত্যাগের জন্য হলওয়েল সাহেব প্রস্তাব উথাপন করেন, কিন্তু নিম্নলিখিত কারণের জন্য অন্যান্য সকলেই তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলেন না। প্রথমতঃ দিবালোকের

(২৯) Hfil vol, I P, 118—162

পূর্ব্বে সমস্ত লোকজনকে ঘরের মধ্য হইতে বাহির করিয়া জাহাজে উঠা সম্ভবপর হইবে না; দ্বিতীয়তঃ ঠিক তখনই জোয়ার আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া, তাহাদিগের শত্রুগণ দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। .... (৩০) দুর্গস্থিত সৈন্য সংখ্যা বর্ণনা কালে, হয় তিনি ড্রেক সাহেবের উপাখ্যান দেখিয়া পত্র লিখিয়াছেন, না হয় সামরিক বিভাগের কাগজপত্রের সাহায্যেই তাহা লিখিয়াছেন; কারণ তাঁহারা দুই জনেই এ বিষয়ের একই বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন। (৩১) লিন্‌ড্‌সের পত্রের কতকগুলি বাক্য (Sentence) ড্রেক সাহেবের উপাখ্যানের কতকগুলি বাক্যের সহিত হুবহু মিলিয়া যায়। এ কারণ মনে হয়, লিন্‌ড্‌সে ড্রেক সাহেবের উপাখ্যান দেখিয়াই পত্র লিখিয়াছিলেন। অন্ধকূপ সম্বন্ধে তিনি বলেন "·········প্রথমে তাহারা (আমাদের) ভদ্রলোকগণের প্রতি ভদ্র ব্যবহারই করিয়াছিল, কিন্তু সৈন্যদের মধ্যে কেহ কেহ মদ্যপান করিয়া মাতাল হইয়া পড়িলে, উচ্চ নীচ কোন ভেদাভেদ না করিয়া তাহাদের প্রায় ২০০ জনকে অন্ধকূপে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। কারাগারটীতে উহার এক চতুর্থাংশ লোক ধারণ করিবারও স্থান ছিল না। তাহাদিগকে পান করিবার জন্য কোন কিছু না দিয়াই রাত্রি ৯টা হইতে ভোর ৬টা পর্য্যন্ত সেই স্থানে বন্ধ রাখা হয়; উহার জানালাগুলি এত ক্ষুদ্র ছিল যে, উহার মধ্য দিয়া কচিৎ বায়ু প্রবেশ করিত। (পরদিন প্রভাতে) দরজা খুলিয়া দেখা গেল উহাদের মধ্যে মাত্র ২০।২৫ জন জীবিত আছে, অবশিষ্ট সকলেই শ্বাসরুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে।" (৩২)

---

(৩০) Letter From Lindsay to Orme, July, 1756, Hill : Vol, I P. 166.

(৩১) Compare them at P P. 137 and 171 of the Ist Vol. of Hill's printed pages.

(৩২) Hill vol, 1 P P. 163—173.

১৬। উইলিয়াম টুক্ বর্ণিত কলিকাতা অবরোধের বিবরণ।

১১ই এপ্রিল হইতে ১০ই নভেম্বর, ১৭৫৬।

নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা অবরোধকালে উইলিয়াম টুক্ দুর্গের মধ্যেই ছিলেন এবং ড্রেক সাহেবের দুর্গ হইতে পলায়নকালে তিনি তাঁহার সহিত দুর্গ ত্যাগ করেন। তাঁহার উপাখ্যান পাঠে মনে হয়, তিনি কতকগুলি বিষয় স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন ও কতকগুলি অপরের নিকট শুনিয়া লিখিয়াছিলেন। তাহার বিবরণে অনেক নূতন বিষয়ও পাওয়া যায়। তিনি বলেন,—"সামরিক কাগজ পত্রে যে সৈন্য সংখ্যা ছিল, তাহা সম্পূর্ণ ভুল, কাগজ-কলমের ৬০০ শত সৈন্য যখন সংগ্রহ করা গেল, তখন দেখা গেল যে মাত্র ১৯০ জন কৃষ্ণকায় সৈন্য (Blacks) এবং ৬০ জন ইউরোপীয় সৈন্য দুর্গে আছে।" (৩৩).

কোম্পানীর কাগজপত্র সম্বন্ধে তিনি বলেন—"ড্রেক সাহেব কোম্পানীর কাগজপত্র, টাকা পয়সা, মূল্যবান ধাতুপাত্রসমূহ এবং অন্যান্য আসবাব পত্র, রক্ষা করিবার ভার লইয়াছিলেন এবং যাহা কিছু দামী জিনিসপত্র ছিল তাহা অতি অনায়াসেই সরান যাইত, কারণ তখন নৌকার অভাব ছিল না।·········কিন্তু এ সব কিছুই করা হয় নাই, অনেকেই সন্দেহ করিয়াছিল যে, কোম্পানীর কাগজপত্রগুলি রক্ষা করা হইয়াছিল এবং এ সম্বন্ধে শেষে অনেক গণ্ডগোলও হইয়াছিল ও অনেকেই উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের বিরুদ্ধে অশ্লীল মতও প্রকাশ করিয়াছিল।······২০শে জুন রবিবার বেলা ৪টার সময় শত্রুপক্ষ দুর্গ দখল করেন ; এ সময় অনেকেই

(৩৩) সৈন্যগণের মৃত্যু হইলে বা তাহারা চাকুরী ত্যাগ করিলে তাহাদের নাম কাটান হইত না। "deserters form thence (Muster Rolls) and those men who died are still kept on the Rolls" Drake to Council of Fort-William, 17—25 January, 1757.

প্রাণ হারায়, কেহবা শত্রুর তরবারির আঘাতে নিহত হয় এবং কেহ প্রাণরক্ষা করিবার জন্য সঁাতার দিতে গিয়া ডুবিয়া মরে। অবশিষ্ট যাহারা অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, তাহাদের প্রায় ১৪৭ জনকে একটী কারাগারে সমস্ত রাত্রির জন্য নবাব আবদ্ধ করিয়া রাখেন; পরদিন প্রভাতে দুর্গ-দুয়ার খুলিলে দেখা গেল, অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে মাত্র ২০ জন জীবিত আছে।......

"সম্প্রতি ড্রেকের ব্যবহারও বিশেষ ঘৃণার্হ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার বোনের সহিত সেই অপকর্ম্মটার জন্য কোন্ লোকই বা তাহাকে মাফ করিবে? (৩৪) সে যাহাই হউক, আমি সে প্রকার বিরক্তিকর বিষয় সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা না করিয়া ইয়ং সাহেব তাঁহার পত্রে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব।" (৩৫) টুক সাহেব যখন এই উপাখ্যান লিখেন, তখন তিনি ফলতায় ছিলেন, কিন্তু ফলতায় লিখিত অন্যান্য বিবরণ হইতে তাহার বিবরণের পার্থক্য এই যে, ফলতার সকলে অন্ধকূপে আবদ্ধ লোকের সংখ্যা ২০০ জন দিয়াছেন, কিন্তু 'টুক' ১৪৭ জন লিখিতেছেন এবং তাহাদের মধ্যে মাত্র ২৩ জন বাঁচিয়াছিল। এইরূপ লিখিবার একটী বিশেষ কারণ আছে। জুলাই মাসের শেষে ইয়ং সাহেব ড্রেক সাহেবকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ১৪৬—১৫০ জন লোকের অন্ধকূপে আবদ্ধ হইবার কথা লিখিয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে ২৩ জন জীবিত ছিল। এ পত্রখানা "টুক" সাহেব পড়িয়াছিলেন। (৩৬) ইয়ং সাহেব এই ১৪৭ জন সংখ্যা হলওয়েল এর

---

(৩৪) তিনি তাহার বোনকে বিবাহ করিয়াছিলেন; বোনকে বিবাহ করা খৃষ্টানদের মধ্যে সমাজ বিরুদ্ধ কাজ।

(৩৫) Hill vol, I PP, 248—301.

(৩৬) Young was the agent of the Emden Company of Germany in Hugli. Young's letter to Drake. Hill, Vol. 1 P. 66,

নিকট হইতে ও পাইয়াছিলেন; একথা তিনি স্বয়ং (হুয়ং) স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। (৩৭)

১৭। **ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ হইতে ইংলণ্ডের কোর্ট অব ডিরেক্টরগণের নিকট লিখিত পত্রের সারাংশ।**

১৩ই অক্টোবর, ১৭৫৬।

মাত্র এই সরকারী পত্রখানিতে অন্ধকূপের বিষয় উল্লেখ আছে। কিন্তু অন্ধকূপের পরিবর্ত্তে ইহাতে আমরা গুদাম ঘরের উল্লেখ পাই। হলওয়েল এর দ্বিতীয় পত্রে অন্ধকূপের বন্দিগণের যে সংখ্যা আছে, এ পত্রেও সে সংখ্যা আছে। হলওয়েলের দ্বিতীয় পত্র ৩রা আগষ্ট তারিখে মাদ্রাজে প্রেরিত হয়। 'ওরমে' ও 'পিগট' (Orme and Pigot) সাহেব এই ৩রা আগষ্ট তারিখের পত্র পাঠ করিয়াই তাঁহাদের পত্রে এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই সরকারী পত্রখানি বঙ্গদেশ হইতে সরকারী ভাবে লিখিত হইলে ইহার মূল্য বেশী হইত! মাদ্রাজের কাউন্সিলারগণ হলওয়েল এর পত্রে যাহা পড়িয়াছেন, এ পত্রেও তাঁহারা তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই—ব্যাপারটী কতদূর সত্য। (৩৮)

১৮। **কর্ণেল ক্লাইভ লিখিত ও শেঠ মহাতাব রায় এবং মহারাজ স্বরূপচাঁদএর নিকট প্রেরিত পত্র।**

২১শে জানুয়ারী, ১৭৫৭।

"………সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজগণের যে কি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তাহা ত আপনাদের অবিদিত নাই। তাঁহার রাজ্যের এত সম্পদ ও সৌভাগ্যের জন্য তিনি যে জাতির নিকট এত ঋণী, তাহাদিগকে তিনি

(৩৭) Hill : vol. I p. 65.

(৩৮) Bengal and Madras Papers Vol. II. 1688-1757
(No serial page number)

কতই না বর্ব্বরতা ও নিষ্ঠুরতা সহকারে অত্যাচার করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। মানমর্য্যাদাসম্পন্ন ভদ্রপরিবারের ১২০ জন লোককে তিনি একরাত্রে যেরূপভাবে হত্যা করিয়াছেন, তাহা সাহস বা মনুষ্যত্ব বিশিষ্ট নবাবের মত লোকের কাজ হয় নাই।" (৩৯)

১৯। **কর্ণেল ক্লাইভ লিখিত ও সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের নিকট প্রেরিত পত্র।**

৩০শে জুলাই, ১৭৫৭।

"......বণিক ইংরাজগণের অস্ত্রশস্ত্র না থাকায় ১৭৫৬ সালের ২০শে জুন তারিখে সিরাজউদ্দৌলা তাহাদিগকে অতি সহজে পরাজিত করিয়া কলিকাতা লুণ্ঠন করেন এবং ইংরাজগণের ছোট বড় যে সব লোক তাঁহার হাতে পড়িয়াছিল, তাহাদের সকলকেই তিনি শ্বাসরুদ্ধ করিয়া একরাত্রে হত্যা করিয়া ফেলেন। (৪০)

২০। **কর্ণেল ক্লাইভ লিখিত ও সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী গাজিউদ্দীন খাঁর নিকট প্রেরিত পত্র।**

১লা আগষ্ট, ১৭৫৭।

"......সিরাজউদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতা ধ্বংস এবং আমাদের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের নির্ম্মম হত্যা আজ জগতে অবিদিত নাই এবং ইহা হুজুরের নিকটেও নিশ্চয় সময়মতই পৌঁছিয়াছে......।" (৪১)

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ক্লাইব বঙ্গদেশে আসেন। এই সময় হইতে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট পর্য্যন্ত সরকারীভাবে তিনি অনেক পত্র লেখালেখি করেন, কিন্তু সেই সব পত্রের কোনটাতেই তিনি অন্ধকূপের কথা উল্লেখ করেন নাই। পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে

(৩৯) Hill : vol. II P. 124. (৪০) Hill : vol, II P. 462,
(৪১) Colonel Cliv's letter to Gazi-uddin, Prime minister to the Mohammed Shah II 1st, August. 1757

বেসরকারীভাবে তিনি যে সব পত্র লেখালেখি করেন, কেবল তাহাতেই তিনি ইহার উল্লেখ করেন।

২১। **সেক্রেটারী 'জন কুক' বর্ণিত অন্ধকূপ হত্যার বর্ণনা।**

"কাসিমবাজারের সহিত পত্র আদান-প্রদানও আমাদের পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। আমরা সর্ব্বশেষে যে সংবাদ পাইলাম, তাহাতে বুঝিতে বাকি রহিল না যে, তিনি প্রথমে আমাদের দুর্গ সুরক্ষিত না থাকায় (ইহাতে মাত্র ১৭০ জন যুদ্ধোপযোগী সৈন্য ছিল এবং উহাদের মধ্যে ৫০ কিংবা ৬০ জন ইউরোপীয় সৈন্য ছিল) সংখ্যাধিক কর্ম্মচারী দ্বারা একটী লিখিত রিজলিউশন পাশ করিয়া স্থির হইল যে······'সে সময়···কাসিমবাজারের সাহায্যার্থে সৈন্য প্রেরণ করা বিবেচনাবিরুদ্ধ হইবে'······।

'হস্তাবদ্ধ অবস্থায় হলওয়েল নবাবের নিকট উপস্থিত হইয়া উক্ত ব্যবহারের প্রতিবাদ করিলে তিনি তাঁহার হস্ত খুলিয়া দিতে আদেশ দেন··· ···তিনি তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন যে, আমাদের মাথার একটী কেশও কেহ স্পর্শ করিবে না।······এ পর্য্যন্ত আমরা ভালই ব্যবহার পাইয়াছিলাম ······আমাদিগকে কেহ কোন প্রকার শারীরিক অত্যাচার করে নাই। আমাদের এমনও আশা ছিল যে, আমরা ত মুক্তি পাইবই, এমন কি সোলেনামায় নবাব এমনও অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, আমরা আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য রীতিমত চালাইতে পারিব······কিন্তু এ-সব আশা-ভরসা শীঘ্রই দূরীভূত হইল·····(এবং) একদল লোক আসিয়া অন্ধকূপের মধ্যে প্রবেশ করিতে আমাদিগকে হুকুম করিল।·····দুইটী জানালা বিশিষ্ট (মৃত্তিকা নিম্নের) এই কারাগারটি ১৮ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ১৪ ফুট প্রশস্ত ছিল। ······আমাদিগকে ভিতরে রাখিয়া দরজাটী তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। সেখানে যে সব লোককে আবদ্ধ করা হয়, সংখ্যায় তাহারা ১৫০

জন ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন মহিলাও ছিল······পরদিন প্রভাতে ৮টার সময় আমাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইলে দেখা গেল, মাত্র ২৪ জন জীবিতাবস্থায় আছে······।" (৪২)

জন কুক গভর্ণর ড্রেক সাহেবের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি বলেন, অন্ধকূপের জীবিত ব্যক্তিগণের মধ্যে তিনি একজন। হলওয়েলও তাহাই বলেন। কিন্তু মিল্‌স্ ও গ্রে সাহেব বলেন যে, তিনি (কুক) অন্ধকূপে আবদ্ধ হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু রাত্রেই লাসিংটন্ সহ সে স্থান হইতে পলায়নপূর্ব্বক নৌকাযোগে কলিকাতা ত্যাগ করেন। (৪৩) তাহার বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি হলওয়েল এর ৬র্থ পত্র (ডেভিসের নিকট প্রেরিত) পাঠ করিয়া উক্তরূপ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন।

২১। **ঐতিহাসিক ওর্ম্মে** এ ঘটনা সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি উপরোক্ত সমস্ত পত্র পাঠ করিয়া ঘটনা সম্বন্ধে যাহা জানিয়াছিলেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; তিনি ঘটনাকালে কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন না বা এখানে আসেন নাই। এ কারণ এ ঘটনার জন্য তাঁহার ইতিহাসের তত মূল্য হইতে পারে না। সে সব বিবেচনা করিয়া তাহার ইতিহাস হইতে কোন কিছু উদ্ধৃত করা হইল না।

এই ঘটনা সম্বন্ধে ইংরাজগণের চিঠি পত্রাদিতে আরও কিছু রেকর্ড আছে, কিন্তু সেগুলি যুক্তিতর্ক প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইবে। এখন আমরা ফরাসী, ডাচ্ ও জার্ম্মাণ রেকর্ডগুলির বিষয় আলোচনা করিব।

(৪২) Evidence of Secretary John Cooke p. 140, The evidence was taken in the first Report of the Committe appointed to enquire into the Nature, State and Condition of the East India Company... ...reported 26 May, 1772.

(৪৩) Hill . vol. I P, 43 (Grey), and vol I P, 109.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফরাসী রেকর্ড

২৩। (ক) **চন্দননগর হইতে ফরাসী ভাষায় লিখিত একখানি পত্রের অনুবাদ।**

৩রা জুলাই, ১৭৫৭।

(পত্র প্রেরকের নাম নাই)

"......আমাদিগকে এখানেও ইংরাজগণের জন্য সেইপ্রকার অনেক কিছুই করিতে হইয়াছে।—তাহাদের মধ্যে ওয়াট্স্ এবং কোলেট সাহেব (এখানে আছেন) ইঁহারা দুইজনেই শিবিকাযোগে ২৮শে তারিখে সন্ধ্যার সময় এখানে পৌঁছিয়াছেন........ এই শোচনীয় ঘটনায় যে সব কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহা ত আপনি জানেন এবং এই পাপ প্রহেলিকাময় (Mystery of iniquity) গুপ্ত রহস্যের বিষয়ও আপনি কিছু কিছু অবগত আছেন।.........(যাহারা সেস্থলে উপস্থিত ছিলেন) তাহারা সকলে স্বীকার করেন যে, তাহাদের (দুর্গের কর্ম্মচারিগণের) জিম্মায় রক্ষিত টাকা পয়সাগুলি আত্মসাৎ করিতে এসব যুদ্ধ-বিগ্রহ তাহাদের বেশ সুবিধা করিয়া দিয়াছিল। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই ড্রেক সাহেব নবাবের সঙ্গে একটা মিটমাট না করিয়াই তাঁহাকে তাঁহার (ড্রেক) উদ্ধত ব্যবহারে দারুণ চটাইয়া দিয়াছেন। এসব গণ্ডগোল না বাধিলে তিনি (ড্রেক) অবশ্যই বিশেষ দুঃখিত হইতেন।.........তিনি টাকা পয়সা ভিন্ন অন্য কোন কিছুর চিন্তা না করিয়া......জাহাজে জল কিংবা খাদ্য কিছুই তুলেন নাই, যেন সমুদ্র-মধ্যে টাকা ভিন্ন আর কোন কিছুরই

প্রয়োজন নাই·········যাঁহারা এ সব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা কমপক্ষে দুইশত লোককে ডুবিয়া মরিতে দেখিয়াছেন। যে মুহূর্ত্তে মুসলমানগণ (Moors) দুর্গ অধিকার করেন, সেই মুহূর্ত্তে অনেক লোক সাঁতার দিয়া নৌকা ধরিবার চেষ্টা করিতে গিয়া ডুবিয়া মরিয়াছে। দুর্গমধ্যে ধৃত ১৬০ জন ইউরোপীয়কে একটী ক্ষুদ্র কক্ষে তাহারা এমনই ভাবে আবদ্ধ করিয়াছিল যে, তাহারা কেবল হস্তোত্তোলন করিয়া দাঁড়াইবার স্থান মাত্র পাইয়াছিল। প্রথম রাত্রেই ১৩২ জন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে"। (৪৪) পত্রখানিতে পত্রপ্রেরকের নাম পাওয়া যায় না, তবে ইহা পাঠ করিয়া মনে হয়, পত্রপ্রেরক পত্রখানি ঢাকার কোন বন্ধুর নিকট লিখিতেছেন।

২৪। (খ) **চন্দননগরস্থিত ফরাসী কুঠীর অধ্যক্ষ রঁসেট কর্ত্তৃক লিখিত ও ডুপ্লের নিকট প্রেরিত এক-খানি ফরাসী চিঠির অনুবাদ।**

৮ই অক্টোবর, ১৭৫৬।

"·········এই সুবা (সুবাদার)······সম্প্রতি যে সব টাকা খরচ করিয়াছেন, তাহা সংগ্রহের নিমিত্ত ইউরোপীয় জাতিগণের সহিত ঝগড়া বাধাইবার সুবিধা খুঁজিতেছিলেন। তিনি একটী বিশেষ শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করিয়া ইংরাজগণের কাসিমবাজার কুঠী অধিকার করিবার জন্য তথায় যাইয়া উপস্থিত হন।

"(কাসিমবাজারস্থিত) ফরাসী কুঠীর অধ্যক্ষ মসিঁয়ো ল্য নবাবের আদেশে এবং নিজের দায়িত্বে সমস্ত ইংরেজ মহিলাগণকে তাঁহার কুঠীতে আশ্রয় দিয়াছিলেন। নবাব তখন তাঁহার সমগ্রবাহিনীসহ কলিকাতা অবরোধ করিবার জন্য সেইদিকে চলিলেন। আপনি চন্দননগরের

(৪৪) Hill : Vol. I pp, 48—53.

চিঠি পত্রাদিতে সে সম্বন্ধে সবকিছুই দেখিতে পাইবেন (জানিতে পারিবেন)।

"সে সব কাগজপত্রে লেখা হইয়াছে যে, ড্রেকএর সহিত কোন একটা বন্দোবস্ত করিয়া লইতেই নবাব তাহাকে (শান্তির চিহ্নস্বরূপ) পানপত্র (betel leaf) ও একখানি পত্র প্রেরণ করেন। তিনি তাঁহার দূতকে অতি জঘন্যভাবেই গ্রহণ করিয়া তাঁহার চিঠি ও পানপত্রগুলি পদদলিত পূর্ব্বক দূতকে বলিয়াছিলেন যে, সে যেন তাহার প্রভুকে বলে......... তিনি (ড্রেক) স্বয়ং তাহার নিকট যাইয়া একটুকরা শূকরের মাংস তাঁহার দাড়িতে ঘষিয়া দিবেন। এইরূপ উক্তি অত্যন্ত অপমানজনক ও বিরক্তিকর (offensive); ইহাতে যে একজন আত্মাভিমানী নবীন রাজা এমন সুন্দর ও দীপ্তিমান উপনিবেশটী ধ্বংস করিবার জন্য শপথ গ্রহণ করেন, তাহাতে আপনার আশ্চর্য্য বোধ করিবার কিছু নাই।...... বড় বড় বণিক ও সাধারণ ব্যক্তিগণ যে ৩ কোটী টাকা.........নিরাপদ ভাবিয়া কুঠীতে তাহার জিম্মায় রাখিয়াছিলেন, তাহা তিনি জাহাজে তুলিয়া ৮০ জন লোকসহ নবাবের দুর্গ অধিকারের দুইদিন পূর্ব্বে তথা হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। ২০শে জুন তারিখে নবাব (সহরে) প্রবেশ করিলে......তাঁহার সৈন্যগণ দুইজন কাউন্সিলারসহ অনেক ইংরাজকে বন্দী করে। তাহারা ১২০ জন নরনারীকে একটী কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া ৭ দিন পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়। শেষ দিবস দুয়ার খুলিয়া দেখা গেল, তাহাদের মধ্যে ১৪ জন জীবিত ও অবশিষ্ট লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে......আমাদের চন্দননগরের ভদ্রলোকগণ নবাবের আদেশে অনেকগুলি ইংরেজ ভদ্রলোক ও মহিলাকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। (৪৫)

(৪৫) Hill : Vol. I p, p. 229—231

২৫। (গ) **চন্দননগর স্থিত ফরাসী কাউন্সিল হইতে লিখিত এবং ফ্রান্সের উচ্চতর কাউন্সিলে প্রেরিত একখানি ফরাসী ভাষায় লিখিত পত্রের আংশিক অনুবাদ।**

১৬ই ডিসেম্বর, ১৭৫৬।

"………ইংরাজগণ তাহাদের ধন সম্পত্তি জাহাজে তুলিবার কোন বন্দোবস্ত না করায় দুর্গের অনেক কিছুই লুন্ঠিত হইয়াছে।

"………বন্দিগণের মধ্যে ২০০ জনকে একটী গুদাম ঘরে তাড়াতাড়ি আবদ্ধ করিয়া রাখায় তাহাদের প্রায় সমস্তই একরাত্রে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে, যাহারা বাঁচিয়াছিল তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তি-গণকে শৃঙ্খলাবদ্ধপূর্ব্বক অনেক দুঃখ দুর্দ্দশার সহিত মুর্শিদাবাদে লইয়া গিয়া নবাব তাহাদিগকে (আমাদের নিকট) পাঠাইয়া দেন।" (৪৬)

২৬। (ঘ) **ফ্রান্সের ডিরেক্টরগণের নিকট ফরাসী ভাষায় লিখিত একখানি পত্রের আংশিক অনুবাদ।**

৭ই মার্চ্চ, ১৭৫৭

(পত্রে প্রেরকের স্বাক্ষর নাই)

"………বাংলার নবাব কৃতকার্য্যতার সহিত ইংরাজগণকে তাহাদের বাংলাস্থিত সকল উপনিবেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। গোলগোথার (Golgotha = Calcutta) কুঠী তাহারা ৩ দিনের জন্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, ২য় দিনে তাহাদের গভর্ণর (ড্রেক) দুর্গস্থিত মহিলাগণ এবং ২০০ শত সুদক্ষ সৈন্যসহ নৌকারোহণে পলায়ন করেন।……… তাঁহার পলায়নের পর গোলগোথার (কলিকাতার) দুর্গে প্রায় ১৫০ জন ইংরাজ ছিল।………তাহাদিগকে বন্দী করিয়া একটী ক্ষুদ্র কারাগারে

---

(৪৬) Hill : Vol. II P. 58.

(Dungeon) আবদ্ধ রাখিয়া পরদিন প্রভাতে দেখিল ১২৪ জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে·········মুসলমানদিগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অনেকে সাঁতার দিয়া পলায়ন করিতে গিয়া ডুবিয়া মরে।" (৪৭)

২৭। (ঙ) **মসিয়েঁ। জিয়েঁ ল্য লিখিত অন্ধকূপ হত্যার বর্ণনা।**

"···এই ঘটনা সম্বন্ধে আমি যে সব বিস্তৃত বিবরণ শুনিয়াছি সে-সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া এবং তাহার সত্যতা সম্বন্ধেও আমি নিশ্চিত না হইয়া, ইংরাজেরা নিজেই এসম্বন্ধে যে সব পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন সে-সব পুস্তক পড়িবার জন্য আপনাকে বলিতে ইচ্ছা করি······মূল্যবান সমস্ত ধনরত্ন এবং প্রধান প্রধান পরিবারগণ জাহাজে উঠিয়া পলায়ন করিলে······অবরুদ্ধ অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভাবিল যে, তাহারা সেখানে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক পরিত্যক্ত হইয়াছে।······ফিরিঙ্গিদের (Half caste) অনেক নরনারী ডুবিয়া মরিয়াছিল।হত্যাকাণ্ড থামিয়া গেলে······একজন মহিলাসহ ১৪৬ জন ইংরাজকে একটী মৃত্তিকা নিম্নের কারাগৃহে (Dungeon) বন্দী করিয়া রাখা হয়······ইহা এত ক্ষুদ্র ছিল যে স্থানাভাবে তাহাদিগকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। বন্দিগণের পুনঃ পুনঃ চীৎকারে জল আনিয়া হ্যাটের মধ্যে করিয়া জানালা দিয়া তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল······পরিশেষে পরদিন প্রভাতে নবাবের আদেশে দরজা খুলিয়া দেখা গেল যে ১৪৬ জন লোকের মধ্যে ২৩ জন জীবিত আছে বলিয়া বোধ হইল। মহিলাটী জীবিতগণের মধ্যে একজন।······কাসিমবাজার পরিত্যাগকালে নবাব আমাদের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে নবাব যাহা দাবী করিয়াছিলেন আমাদিগকে তাহা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। আমরা সেই জালেমকে বিজয়ীভাবে মুর্শিদাবাদে পুনঃ প্রবেশ করিতে

(৪৭) Hill : Vol ,II P. 274.

দেখিয়া একটুও ভাবিতে পারি নাই যে বিধি তাহার এই পাপের জন্য কি শাস্তির বিধান করিয়াছেন। (৪৮)·········এই দুর্ঘটনার বিষয় করিবার জন্য আমি প্রত্যেক পাঠককেই স্বাধীনতা দান করিতেছি······ বিশেষ করিয়া হলওয়েল প্রকাশিত পুস্তকখানি পাঠ করিলেই তাহারা সন্তুষ্ট হইবেন ······।" (৪৯)

মসিয়েঁ। ল্যএর বর্ণনা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, হলওয়েলএর অন্ধকূপ উপাখ্যান প্রকাশিত হইবার পর এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছিল এবং হলওয়েল ইহা প্রকাশ করিয়া ১৭৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিলাত যাত্রা করেন। হলওয়েল কিন্তু এবিষয় স্বীকার না করিয়া তাহার উপাখ্যানের শীর্ষদেশে লিখিতেছেন "১৭৫৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 'সিরিন' নামক জাহাজ হইতে লিখিত।" তিনি তাঁহার পুস্তকের অন্যস্থানে বলিতেছেন "এই গভীর বিষাদময় ঘটনাটীকে·········বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিতে দিব না বলিয়াই······উর্দ্ধে নির্ম্মল নীলাকাশ, নিম্নে মৃদুমন্দ বায়ু সঞ্চালিত অগণিত সফেন উর্ম্মির সহাস শ্যামলিমা, আর তাহারই মধ্যে মৃদু আন্দোলিত জাহাজে উপবিষ্ট হইয়া······এই সঠিক সত্য আখ্যানটী লিপিবদ্ধ করিয়া গেলাম।" (৫০) হলওয়েল সাহেব তাহার স্বভাবসিদ্ধ ভাষার মাধুর্য্য দিয়া ইতিহাসের ঘটনাবলী চাপা দিয়া গিয়াছেন কিন্তু সত্যান্বেষীর নিকট তাহা আর চাপা থাকে না। বাংলার ঘটনা তিনি বাংলা দেশেই লিখিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, অথচ বলিতেছেন যে তিনি ইহা জাহাজে বসিয়া লিখিয়াছেন, সেই জন্যই 'ল্য' ইহার সত্যতা সম্বন্ধে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন নাই। হলওয়েলএর বর্ণনার সহিত 'ল্য' সাহেবের বর্ণনার অতি

(৪৮) ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে এই পুস্তকখানি পলাশীর যুদ্ধের পরে লেখা হইয়াছিল।

(৪৯) Hill : vol III. PP. 169-172.
(৫০) Hill : vol III. PP. 131-134.

নিবিড় সামঞ্জস্য আছে এবং হলওয়েল নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে মুর্শিদাবাদ গমনকালে তিনি তাহার সঙ্গে পত্র আদান-প্রদান করিয়া সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এ সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে হয় 'ল্য' সাহেব মৌখিক, পত্র মারফত এবং পুস্তক পাঠে হলওয়েল বর্ণিত ঘটনাবলীর তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

২৮। (চ) **রেঁনল্ট লিখিত ও ডুঁপ্লের নিকট প্রেরিত একখানি ফরাসী চিঠির অনুবাদের সারাংশ।**

চন্দননগর, ২৬শে আগষ্ট, ১৭৫৬।

"·········(দুর্গের) গভর্ণর, কলিকাতা নিবাসীর নিরাপদ-ভাবিয়া দুর্গে রক্ষিত অর্থরাশি ও দুর্গের সমস্ত মহিলা এবং অধিকাংশ সৈন্যসহ, নৌকাযোগে পলায়ণ করেন······ইংরাজগণের প্রায় ২০০ লোক নিহত হয়, তাহার মধ্যে অনেকেই পলাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া, হয় শত্রুহস্তে প্রাণ হারায়, না হয় গঙ্গায় ডুবিয়া মরে। যাহারা বাঁচে তাহারা প্রায় সকলেই ঐ উপনিবেশে (চন্দনগর) আশ্রয় গ্রহণ করে······। (৫১)

২৯। (ছ) **চন্দননগর হইতে রেঁনল্ট কর্ত্তৃক লিখিত ও সুরাটস্থিত ফরাসী কুঠীর অধ্যক্ষ লেঁ ভেঁরিয়ার নিকট প্রেরিত।**

(তারিখ নাই) ১৭৫৬।

"·········২০০ শত বন্দীকে একটী গুদামঘরে বন্ধ রাখিয়া এক রাত্রিতেই তাহাদের প্রায় সকলকেই শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলা হয়। ·········যাহারা বাঁচিয়াছিল, বিশেষ করিয়া তাহাদের প্রধানগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ পূর্ব্বক মুর্শিদাবাদে লইয়া গিয়া নবাব তাহাদিগকে এখানে পাঠাইয়া দেন·········।" (৫২)

(৫১) Bengal Past and Present. 1916, BK. II P. 40.
(৫২) Ibid.

'ল্য' এর উপাখ্যান ব্যতীত এই সব পত্রের সমস্তগুলিই চন্দননগর হইতে লিখিত। রেকর্ড (ক) হইতে আমরা জানিতে পারি লেখক একজন ইংরাজের নিকট হইতে এ বর্ণনার তথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, তিনি অন্ধকূপ হইতে জীবিত লোকের একজন এবং তিনি চন্দননগরেও গিয়াছিলেন। তাহার বর্ণনা হইতে আরও জানিতে পারা যায় যে, সে ব্যক্তি অন্ধকূপের মধ্যে একটী সার্ট পরিয়াই প্রবেশ করিয়াছিলেন। উত্তাপবশতঃ তাহার মুখ শুকাইয়া গেলে তাহার দেহ-নিঃসৃত ঘর্ম্মসিক্ত সার্টের ভিজা আস্তিন মুখে দিয়া মুখসিক্ত রাখে। (৫৩) (এই বর্ণনা এই পুস্তকে উদ্ধৃত করা হয় নাই) এই ব্যক্তি কে? আমরা হলওয়েল এর ৪র্থ পত্র ও অন্যান্য পত্র হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, হলওয়েল নবাবের সঙ্গে চারি দিবস চন্দননগরে ছিলেন, (২৮শে জুন হইতে ২রা জুলাই পর্য্যন্ত) (৫৪) হলওয়েল এর ৪র্থ পত্র হইতে আমরা আরও জানিতে পারি তিনি মাত্র একটী সার্ট পরিয়াই কারাগারে বন্দী হইয়াছিলেন এবং তাহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেলে তাহার দেহনিঃসৃত ঘর্ম্মসিক্ত সার্টের আস্তিন মুখে দিয়া মুখ ভিজান। (৫৫) এই লেখক আরও বলেন যে অন্ধকূপে ১৬০ জনকে বন্দী করা হইয়াছিল। (৫৬) হলওয়েল কর্ত্তৃক সাইক্‌স্‌এর নিকট প্রেরিত পত্রে আমরা জানিতে পারি যে, সে পত্রে তিনি ১৬০ জন বন্দীর কথা উল্লেখ করেন। (৫৭) এখন পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পারেন আমাদের ফরাসী লেখক কাহার নিকট হইতে এসব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন—হলওয়েল, না অন্য কেহ?

(৫৩) Hill : Vol I. p. 51
(৫৪) Hill : Vol 1. p. 33
(৫৫) Hill : Vol III. p. 141 ; India Tracts p. 390
(৫৬) Hill : Vol 1. p. 50
(৫৭) Hill : Vol 1. p. 62

বন্দিগণের সংখ্যা সম্বন্ধেও তাঁহারা একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের কাহারও মতে ঊর্দ্ধ সংখ্যা ২০০ জন ও অন্য কাহারও মতে নিম্ন সংখ্যা ১২০ জন লোক বন্দী হইয়াছিল। কেহ বলেন তাহাদিগকে গুদামঘরে বন্ধ করিয়া ৭ দিন ভুলিয়া গিয়াছিলেন; আবার অন্য কেহ বলেন ইহা মৃত্তিকা নিম্নস্থ কারাগার (Dungeon)। লেখকগণের প্রায় প্রত্যেকেই এই সব দুর্ঘটনার জন্য ড্রেককেই দায়ী করিয়া গিয়াছেন।

ফরাসীগণ ২০শে জুন হইতে ৩রা জুলাই পর্য্যন্ত ঢাকা, পণ্ডিচেরী, মসলিপত্তম প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য পত্র লিখিয়াছিলেন; কিন্তু কোন পত্রেই ঘুণাক্ষরেও অন্ধকূপের উল্লেখ করেন নাই। গ্রে, মিল্‌স্‌ ও নক্‌স্‌ সাহেব যেমনই চন্দননগরে পৌছছিয়াছেন তেমনই আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। অবশ্য হলওয়েলও চন্দননগরে গিয়াছিলেন কিন্তু তিনি স্বাধীন ভাবে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করিতে পারেন নাই। এই জন্যই ৩রা জুলাইর পর হইতে ফরাসীগণ যত পত্র লিখিতেছেন তাহার প্রায় সবগুলিতেই অন্ধকূপের উল্লেখ আছে।

ডাচ্‌-রেকর্ড

৩০। (ক) **হুগলীস্থিত ডাচ কাউন্সিল হইতে লিখিত এবং বাটাভিয়া'র সুপ্রিম কাউন্সিলে প্রেরিত একখানি ডাচ পত্রের আংশিক অনুবাদ।**

২৪শে নবেম্বর, ১৭৬৫।

"...............প্রথমতঃ উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া যেখানে ৪০ জন বন্দীরও স্থান হয় না অন্ধকূপ নামে এমন একটি ক্ষুদ্র কারাকক্ষে ১৬০ জন লোককে তিনি বন্দী করিয়া রাখেন এবং তাহাদের মধ্যে কেহবা পদদলিত, কেহবা শ্বাসরুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। মাত্র ১৫।১৬ জন লোককে

অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পরদিন প্রভাতে বাহির করা হয় এবং নবাবের আদেশে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া মুর্শিদাবাদে পাঠান হয়। যাহা হউক মুর্শিদাবাদে পৌঁছিয়াই তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়·········।" (৫৮)

(স্বাক্ষর) বিসডন

৩১। (খ) **বাংলাস্থিত ডাচ ডিরেক্টরগণ লিখিত** ও **হল্যাণ্ডে প্রেরিত একখানি ডাচ পত্রের আংশিক অনুবাদ।**

২রা জানুয়ারী, হুগলী, ১৭৫৭

"···········সেই নবীন নবাব ইংরেজদিগের নিকট হইতে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ কাড়িয়া লইয়াছেন·········এবং যে সকল ইংরাজ তাঁহার নিকট বন্দী হয়, তিনি তাহাদের প্রতি বিশেষ নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছিলেন।" (৫৯)

ডাচগণের এই দুইখানি পত্রের প্রথম খানিতে অন্ধকূপের বিষয় উল্লেখ আছে কিন্তু দ্বিতীয় খানিতে পরিস্কার ভাবে তেমন কিছু নাই। প্রথম পত্রানুসারে তাহারা ২৪শে নভেম্বর তারিখে অর্থাৎ এই ঘটনার ৫ মাস পরে ইহার উল্লেখ করিতেছেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহারা কাসিমবাজারস্থিত ডাচ কুঠীর অধ্যক্ষ ভারনেট সাহেবের সহিত (৬০) এবং বাটাভিয়ার সুপ্রিম কাউন্সিলের সহিত (৬১) অসংখ্য পত্র আদান প্রদান করেন কিন্তু কোথাও এ বিষয়ের উল্লেখ করিলেন না। মাত্র বিস্‌ডম্‌ সাহেবই তাঁহার পত্রের উল্লেখ করিলেন। হলওয়েল এর পত্র হইতে আমরা জানিতে পারি তিনি বিস্‌ডম্‌ সাহেবকে মুর্শিদাবাদ গমন কালে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। (৬২) বিস্‌ডম্‌ও তাঁহার নিকট হইতে এ ঘটনা

(৫৮) Hill : vol I. P. 304. (৫৯) Hill : Vol II. p. 78
(৬০) Hill : Vol I. p. 33, (৬১) Hill : Vol I. p. 53
(৬২) Hill : Vol I. p. 103 and Vol III. p. 147

জানিয়াছিলেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত তিনি বোধ হয় ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই বলিয়াই চুপ করিয়াছিলেন। পরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হইবে।

৩২। **জার্ম্মান (প্রুসিয়ান) রেকর্ড। হুগলীস্থিত প্রুসিয়ান কুঠীর অধ্যক্ষ জনইয়ং কর্ত্তৃক লিখিত ও ড্রেক সাহেবের নিকট প্রেরিত পত্র।**

১০ই জুলাই, ১৭৫৬

"………মাননীয় মহাশয়, আপনার অনুরোধক্রমে কলিকাতার পতন সম্বন্ধে লোকের যে কি মতামত তাহা আপনাকে জানাইলাম;………এবং আপনাকে আরও জানাইতেছি যে, এসব বিবরণ স্থানীয় ইউরোপীয় ও দেশীয় লোকের অনিশ্চিত (fluctuating) ধারণা ও মতের সংক্ষিপ্তসার, এবং এ সম্বন্ধে আমার কোনই মতামত দেওয়া হইল না………এরূপ সংবাদ আসিয়াছে যে, কৃষ্ণদাসকে ফিরাইয়া দিবার জন্য নবাব আপনার নিকট লোক পাঠাইলে আপনি তাহাকে ও তাহার চিঠিখানার প্রতি জঘন্য ব্যবহার করিয়াছিলেন।………হলওয়েল সাহেব কলিকাতার পতনকাল হইতে মুক্তিকাল পর্য্যন্ত সঙ্গিগণসহ বিশেষ দুঃখ কষ্টের সহিত কয়েকদিন পূর্ব্বে চন্দননগরে আসিয়াছিলেন। তিনি নিজের এবং সহকর্ম্মিগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া………একটী উপাখ্যান প্রণয়ন করিতেছেন। যাহারা বন্দী হইয়াছিল তাহাদের প্রায়………১৪৬ হইতে ১৫০ জনকে………অন্ধকূপে বন্দী করিয়া রাখা হয়। এবং তাহাদের মধ্যে হলওয়েল সহ মাত্র ২৩ জন জীবিত ছিলেন।………" (৬৩)

জন ইয়ং

(৬৩) Hill: Vol I. pp. 62—66, এই পত্রের তারিখ ভুল

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"নীরব কাগজ পত্র সমূহ।"

যে সব কাগজ পত্রে অন্ধকূপের বিষয় উল্লেখ আছে আমরা এ প্যর্যন্ত সে সবের বর্ণনা ও আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু এখন যে সব কাগজপত্রে অন্ধকূপের বিষয় উল্লেখ থাকা উচিৎ ছিল, অথচ তাহাতে কোন উল্লেখ নাই, সেই সব কাগজ পত্র আলোচনা করিব। যে সব কাগজ পত্রের বিষয় এপর্য্যন্ত আলোচনা করিয়াছি তাহার (British Record) সমস্তই বেসরকারী কাগজপত্র অর্থাৎ কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ তাহাদের বন্ধুবান্ধব কিংবা তাহাদের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর নিকট অন্যান্য কথা প্রসঙ্গে এ ঘটনার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কোম্পানীর সরকারী কাগজপত্রে (অর্থাৎ যে সব কাগজপত্র তৎকালে কোম্পানীর অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হইয়াছে) ইহার কোনই উল্লেখ নাই। হলওয়েল, ওয়াট্‌স্ ও কোলেট্, ড্রেক, গ্রে, ক্লাইব প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের স্ব স্ব পত্রে এঘটনার উল্লেখ করিতেছেন, অথচ যখন তাঁহারা একত্র বসিয়া সরকারীভাবে কোন চিঠিপত্র বা রিপোর্ট লিখিয়া উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বা ডিরেক্টরগণের নিকট প্রেরণ করিতেছেন তখন এ সম্বন্ধে সকলেই নির্ব্বাক। এরূপ নীরব থাকিবার কারণ কি? মাদ্রাজ হইতে সরকারীভাবে প্রেরিত একখানি পত্রে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে কিন্তু তাহা থাকিলে হইবে কি? তাঁহারা বাংলা হইতে যে পত্র পাইয়াছেন, সেই পত্রের উপর নির্ভর করিয়াই উক্ত ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা স্বয়ং কেহ কলিকাতায় আসেন নাই ও এ ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াও যান নাই। এজন্য ঐতিহাসিক সত্যতার দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই

চিঠিখানির তেমন কোন মূল্য নাই। যেসব সরকারী কাগজপত্রে এই ঘটনাটীর উল্লেখ থাকা উচিত ছিল, অথচ কার্য্যত কোনই উল্লেখ নাই, সেই সব কাগজপত্র নিম্নলিখিত প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে:

পত্র ও রিপোর্ট ফোর্ট উইলিয়াম হইতে

(১) মাদ্রাজে প্রেরিত

(২) ইংলণ্ডের ডিরেক্টরগণের নিকট প্রেরিত

(৩) নবাব সিরাজউদ্দৌলার নিকট প্রেরিত

(১) প্রথমতঃ আমরা মাদ্রাজে প্রেরিত পত্রগুলির বিষয় আলোচনা করিব।

(ক) ফলতা কাউন্সিল (৬৪) হইতে লিখিত এবং মাদ্রাজ কাউন্সিলে প্রেরিত পত্র।

ফলতা, ১৩ই জুলাই ১৭৫৬।

এ সময়ে ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ ফলতায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখান হইতে ১৩ই জুলাই তারিখে মাদ্রাজে সরকারীভাবে যে পত্র লিখেন তাহাতে কলিকাতার অবরোধ ও পতন সম্বন্ধে তাঁহারা একটী ছোট বিবরণ প্রদান করেন। এই পত্রখানি তাঁহারা ম্যানিংহাম নামক জনৈক ইংরাজ কর্ম্মচারীর (ইনিই ফোর্ট উইলিয়াম হইতে প্রথম পলায়ন করেন) হস্তে প্রদান করিয়া পত্রে বলিয়া দেন "এই ঘটনা সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার চার্ল্‌স্ ম্যানিংহাম সাহেবই মৌখিক বলিয়া দিবেন। সময় অভাবে সে সব লেখা সম্ভবপর হইল না। এই ভদ্রলোককে আমাদের প্রতিনিধি স্বরূপ আপনাদের নিকট পাঠাইলাম······আশা করি আপনারা সমগ্র সৈন্যবাহিনীসহ সাহায্য করিবেন······" এ পত্রখানি ঘটনার ২৩ দিন পরে লিখিত হইতেছে কিন্তু

(৬৪) কলিকাতা হইতে বিতাড়িত হইয়া ইংরাজগণ ফলতায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন;

এই সময়ের মধ্যেও তাঁহাদের আর ঘটনাটীর বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সময় জুটিল না এবং তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে "১২৩ জন লোক অন্ধকূপে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল" অথচ এ পত্রে সে কথার কোনই উল্লেখ করিলেন না—কারণ কি ? ইহার প্রধান কারণ হইতেছে তাঁহাদের সহকর্ম্মিগণ কে কোথায় গিয়াছেন তাহার কোনই ঠিক নাই। বন্দী হইয়া কেহ মুর্শিদাবাদ গিয়াছেন, কেহ চন্দননগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ বা ফলতায় আছেন। এমতাবস্থায় কাউন্সিলারগণ কি লিখিতে হইবে কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া এরূপভাবে পত্র লিখিতেছেন ; কিন্তু অন্ধকূপহত্যা প্রকৃতপক্ষে ঘটিয়া থাকিলে তাহারা নিশ্চয় উল্লেখ করিতেন। তাঁহারা সকলের প্রতীক্ষা করিতেছেন যে, সকলে একত্র হইলে আত্মরক্ষার নিমিত্ত একটা কিছু রিপোর্ট দেওয়া যাইবে ; কারণ এ বিষয়ে সকলেই সংশ্লিষ্ট।

(খ) **ফলতা কাউন্সিল ইহার পর ১৮-ই আগষ্ট তারিখে মাদ্রাজে ২য় পত্র প্রেরণ করিতেছেন।** যে হলওয়েল, ড্রেক, ওয়াট্‌স্‌, কোলেট প্রভৃতি ব্যক্তিগণ অন্ধকূপের বিষয়ে লম্বাচওড়া উপাখ্যান লিখিয়া গেলেন এবং এই উপাখ্যান লিখিয়া প্রায় মাসখানেক পরেই উক্ত পত্রে স্বাক্ষর করিতেছেন কিন্তু তখন সকলেই নির্ব্বাক। এইরূপ নির্ব্বাক হইবারই কথা ; একটা মিথ্যা কথা নিজের বন্ধুবান্ধবের নিকট যেরূপভাবে লিপিবদ্ধ করা যায়, একটী সভাগৃহে তাহা অত সহজে হয় না। এই জন্যই তাহারা নীরব।

(২) যাহা হউক কলিকাতার ইংরাজগণ মাদ্রাজের সহিত পত্র আদান-প্রদানে এরূপভাবে নীরব রহিলেন, এখন আমরা দেখি ইংলণ্ডে লিখিত পত্রে তাঁহারা কি লিখেন। কলিকাতা পতনের পর ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে (১৭৫৬) ইংলণ্ডের কোর্ট অব ডিরেক্টরস্‌এর নিকট ফলতা কাউন্সিল প্রথম পত্র লিখেন। দুর্গ অবরোধের বিষয় তাঁহারা তাঁহাদের পত্রে লিখেন

"কুঠী ও গির্জ্জার নিকটবর্ত্তী কতকগুলি ঘর অধিকার করিয়া তাহারা আমাদের অনেকগুলি কর্ম্মচারী ও সাধারণ লোককে হত্যা করে, তাহারাও অবিশ্রান্ত কার্য্যভারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল এবং শত্রুগণের শক্তিশালী বিপুল সৈন্য কর্ত্তৃক আমরাও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ২০শে জুন সন্ধ্যার সময় শত্রুগণ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিল এবং বন্দিগণকে তাহাবা ভদ্র ব্যবহার করিতে অঙ্গীকার করায় তাহাদিগের নিকট দুর্গ সমর্পণ করা হয়। এ যাবত আমরা হুজুরের নিকট কলিকাতা আক্রমণ ও অধিকারের বিষয় বর্ণনা করিলাম···"। (৬৫)

(স্বাক্ষর) ড্রেক, ওয়াট্‌স্, হলওয়েল ও কোলেট প্রভৃতি।

এ-পত্রেও 'অন্ধকূপ-হত্যা'র উপাখ্যান-লেখকগণ স্বাক্ষর করিতেছেন কিন্তু অন্ধকূপের বিষয় কিছুই উল্লেখ করিতেছেন না। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ৮ই ও ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ফলতার কাউন্সিলারগণ ইংলণ্ডে ২খানা পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতেও ইহার কোন উল্লেখ নাই, মাত্র ৩০শে জানুয়ারী তারিখে প্রেরিত পত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে "জারভাস বেলামি" অন্ধকূপে প্রাণত্যাগ করেন। (৬৬) সরকারী কাগজপত্রে যে সব লোকের মৃত্যু তালিকা আছে তাহাতে অন্ধকূপে মাত্র ১ জনের মৃত্যু কথা আছে।

(৩) এই ঘটনার পর তাঁহারা স্বয়ং নবাবকেও অসংখ্য পত্র লিখিয়াছেন কিন্তু কোন পত্রেই অন্ধকূপের বিষয় উল্লিখিত হয় নাই। কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াই ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে ওয়াটস্‌ন্ সাহেব নবাবকে পত্র লিখিয়া তাঁহার দ্বারা ইংরাজগণের যে সব ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে তাহার বর্ণনা দিতেছেন ; অথচ অন্ধকূপের ১২৩ জনের বর্ণনা দিতেছেন না (৬৭)

(৬৫) Hill : vol I. p. 218.
(৬৬) Hill : Vol II. P. 190.
(৬৭) Hill : Vol II. P. 71

তৎপর ৩রা জানুয়ারী তারিখে ওয়াট্‌সন্‌ সাহেব যে এক যুদ্ধ-ঘোষনার বিস্তৃত বিবরণ বাহির করিতেছেন, তাহাতে নবাব তাঁহাদের যে সব ক্ষতি করিয়াছেন তাহার সমস্তই উল্লেখ আছে কিন্তু অন্ধকূপে যে এতগুলি লোক প্রাণ হারাইল তাহার কোনই উল্লেখ নাই। (৬৮)

ক্লাইবও নবাবের নিকট ১৭ই ডিসেম্বর, ২৫শে ডিসেম্বর ও অন্য একখানি তারিখ বিহীন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন কিন্তু তাহাতেও তিনি এ-ঘটনার কিছুই উল্লেখ করেন নাই। (৬৯)

যুদ্ধ-ঘোষণার পর ৯ই জানুয়ারী তারিখে ওয়াটস্‌ন্‌ ও ক্লাইব নবাবের সঙ্গে একটী সন্ধি করেন। তাহার একটি সর্ত্তে লিখিত আছে "নবাব কর্ত্তৃক অধিকৃত কোম্পানীর কুঠীগুলি কোম্পানীকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। যে সব টাকা পয়সা, জিনিস পত্র ও অন্যান্য জিনিস নবাব কোম্পানীর কর্ম্মচারী ও প্রজাবর্গের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন তাহাও ফিরাইয়া দিতে হইবে। আর যাহা লুণ্ঠনকালে নষ্ট হইয়াছে তাহার মূল্যস্বরূপ নবাব কোম্পানীকে অর্থ দিবেন।" (৭০)

এখানে দেখা যাইতেছে সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে নবাব ইংরাজদিগের যত প্রকারের ক্ষতি করিয়াছেন তাহার জন্য তিনি ক্ষতিপুরণ করিয়াছেন। কিন্তু "অন্ধকূপে নিহত ১২৩ জন হতভাগ্যে"র পরিবারের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হইয়াছিল কি? কিছুই না। এই সন্ধির সর্ত্তগুলি ডাচগণের মতে **"ইংরাজগণের পক্ষে খুব সুবিধাজনক হইয়াছিল।"** (৭১)

---

(৬৮) Hill : Vol 11. PP. 86—87.

(৬৯) Hill : Vol 11. PP. 71. 75, 71.

(৭০) East India Company's Treaties and Grants. Ed, 1774 PP. 64—72 ; Bolt's India Affairs. Vol 1. PP. 1—4 (Appendix)

(৭১) "Very anvantageous to the English" 13th Feb, 1757, Hill : Voll. 11 P. 223.

ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের 'সিলেক্ট কমিটি'র মতে এই সন্ধি "**সন্তোষজনক হইবে, কোম্পানী যে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, এই সন্ধির সর্ত্তের সুবিধাগুলি তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে যথেষ্টেরও অধিক হইয়াছে।**" (৭২) ক্লাইবের মতে কোম্পানীর পক্ষে এই সন্ধির "**সর্ত্তগুলি সম্মান ও সুবিধা-জনক হইয়াছিল।**" (৭৩) অন্ধকূপ হত্যা যদি সত্যই ঘটিয়া থাকিত তবে ড্রেক, হলওয়েল, কুক এণ্ড কোংর বর্ণনা পড়িয়া কোন বিবেক বিশিষ্ট ব্যক্তি কিছুতেই বলিতে পারেন না যে, যে সন্ধির সর্ত্তে অন্ধকূপে মৃত ব্যক্তিদের পরিবারের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই, তাহা "সম্মান ও সুবিধাজনক" এবং "যথেষ্ট হইতেও অধিক হইয়াছে।" এমতবস্থায় হয় অন্ধকূপ হত্যা ব্যাপারটী মিথ্যা এবং সেই সঙ্গে মিথ্যা হইবে ড্রেক, হলওয়েল, কুক এণ্ড কোংর বর্ণনা ; না হয় অন্ধকূপে মৃত ব্যক্তিগণের পরিবারের জন্য সন্ধিতে কোন ব্যবস্থা না করায় ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন্‌ হৃদয়বিহীন পাষাণ যোদ্ধা ব্যতীত কিছুই নহেন !

(৭২) "The articles......will prove satisfactory, the advantages resulting to the Company being more than sufficient to recompense heavy loss and charges they have suffered" 24th Feb. 1757.

(৭৩) Hill : Vol. II, P. 244.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"সেই ১৪৬ জন হতভাগ্য"

এই সব রেকর্ডের মধ্যে মুসলিম ও হিন্দু রেকর্ডগুলি এসম্বন্ধে একেবারেই নীরব। জন ইয়ং (রেকর্ড নং ৩২) স্বয়ং বলেন যে তিনি এই সব ঘটনার বিবরণ হলওয়েল এর নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কারণ হলওয়েল মুর্শিদাবাদ হইতে মুক্ত হইয়া ফলতা যাইবার পথে জুলাই মাসের শেষ ভাগে চন্দননগরে উপস্থিত হইয়া জন ইয়ংএর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। (৭৪) একমাত্র ডাচ রেকর্ড, যাহাতে এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় (রেকর্ড নং ৩০), তাহা বিস্‌ডম কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। বিস্‌ডমও এ ঘটনার বর্ণনা হলওয়েল এর নিকট পাইয়াছিলেন (রেকর্ড নং ৭) কারণ মুর্শিদাবাদ গমনকালে হলওয়েল তাঁহাকেও পত্র লিখিয়াছিলেন। বিস্‌ডমের মতে ১৬০ জন লোক অন্ধকূপে বন্দী হইয়াছিল। (৭৫) সাইকস্ এর পত্রেও (রেকর্ড নং ৮) আমরা ১৬০ জন বন্দীর উল্লেখ পাই ; সাইকস্ বলেন যে, তিনিও হলওয়েল এর পত্রে এই সংবাদ পাইয়াছিলেন। হলওয়েল এর ১ম পত্রে (রেকর্ড নং ৪) আমরা ১৬৫ হইতে ১৭০ জন বন্দীর উল্লেখ পাই। এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার পাঠকের দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে না। ব্যাপারটী এই যে, এই সময় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার বন্দীর সংখ্যা পাওয়া যায়। যে অঞ্চলের মধ্য দিয়া হলওয়েল মুর্শিদাবাদ যাইতেছেন, সে সব অঞ্চলে ১৬০ হইতে ১৭০ জন (৭৬),

(৭৪) Hill : Vol 1. P, 65. (৭৫) Hill : Vol 1. P. 116.
(৭৬) Hill : Vol 1. PP. 62, 66, 304

চন্দননগরে ইংরাজ মহলে ১৪৬ জন (৭৭), ও ফলতা অঞ্চলে ২০০ জন বন্দীর উল্লেখ পাওয়া যায়। (৭৮)

উত্তরাঞ্চলের সংখ্যা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। সে অঞ্চলের কাসিমবাজার হইতে 'ল্য' (Law) একাই ১৪৬ জনের কথা উল্লেখ করেন; এরূপ উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, তিনি এই ঘটনার পরে হলওয়েল এর প্রকাশিত পুস্তক দেখিয়া এই বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন।

এখন আমরা চন্দননগরের ইংরাজ মহলের সংখ্যা আলোচনা করিব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গ্রে সাহেব বর্ণিত উপাখ্যানটী জুন মাসে লিখিত হয়। তাহাতে আমরা ১৪৬ জন বন্দীর সংখ্যা পাই। আমরা ইহাও প্রমাণ করিয়া দেখিয়াছি মিল্‌স্ সাহেব গ্রের বর্ণনা নকল করিয়াছেন, তিনি ১৪৪ জনের কথা বলেন। আমরা ইহাও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ওয়াট্‌স্ এবং কোলেট্ সাহেব গ্রে সাহেবের সাক্ষাতের পূর্ব্বে এসম্বন্ধে কোন কিছু বলেন নাই; কিন্তু সাক্ষাতের পরেই তিনি এ বিষয়ের যে বর্ণনা দিতেছেন তাহাতেই ১৪৬ জন বন্দীর কথা বলিতেছেন। (রেকর্ড নং ৯ ও ১০) ইহাও দেখান হইয়াছে যে, ওয়াট্‌স্, কোলেট্ এবং গ্রে সাহেবের সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে হলওয়েল ও ১৬০ জন বন্দীর কথা ভাবিতেন কিন্তু তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার পরেই তিনি ১৪৬ জনের উল্লেখ করিতেছেন। (রেকর্ড নং ৫) (৭৯) হুগলী বা চন্দননগরেই তাঁহারা পরামর্শ করিয়া ১৪৬ জন বন্দীর সংখ্যা স্থির করিয়াছেন। ফোর্ট সেণ্টজর্জ্জ বা মাদ্রাজ হইতে লিখিত পত্রেও (রেকর্ড নং ১১) ১৪৬ জন বন্দীর উল্লেখ আছে। এরূপ হইবারই কথা; কারণ হলওয়েলএর পত্র প্রাপ্তির পর এই পত্র লেখা হইয়াছিল।

(৭৭) Hill : Vol. 1 PP. 103. 108, 186
(৭৮) Hill : Vol. 1 PP. 88, 160, 168
(৭৯) Holwell's Letter, dated, Hugli, 3rd. August, 1756.P, 186-191.

হলওয়েল হুগলীতে আসিয়া এরূপ মত পরিবর্ত্তন করিলেন কেন? তিনি সেখানে আসিয়া দেখেন যে, ওয়াট্‌স্‌ এবং কোলেট্‌ তাঁহার পূর্ব্বেই ১৪৬ জন বন্দীর কথা উল্লেখ করিয়াই ইংলণ্ডে পত্র লিখিয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় কারণ হইতেছে তিনি হুগলীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে, যেসব লোককে তিনি মৃত ভাবিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে অনেকেই চন্দননগরস্থিত ফরাসীগণের হাসপাতালে শয্যাগত আছেন (৮০) এই অবস্থায় ১৬০ জন বন্দীর কথা লিখিয়া নিশ্চিত থাকিতে পারেন না, এবং ১৪৬ জনেরও কম করিতে পারেন না কারণ ওয়াট্‌স্‌, কোলেট্‌ ও গ্রে আগেই ইংলণ্ডে পত্র লিখিয়াছেন।

এখন আমরা ফলতায় প্রচলিত বন্দীর সংখ্যার বিষয় আলোচনা করিব। গ্র্যাণ্ট, ড্রেক ও লিন্‌ড্‌সে সাহেব ফলতা হইতে যে সব বর্ণনা লিখিতেছেন তাহাতে আমরা ২০০ জন বন্দীর সংখ্যার উল্লেখ পাই। গ্র্যাণ্ট ১৩ই জুলাই এবং ড্রেক ১৯শে জুলাই তারিখে পত্র লিখিতেছেন, লিন্‌ড্‌সের পত্র জুলাই মাসে লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন তারিখের উল্লেখ নাই। লিন্‌ড্‌সের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় তিনি গ্রে সাহেবের বর্ণনা নকল করিয়াছেন; কারণ (ক) গ্রে সাহেবের বন্দীর সংখ্যা ২০০ শত, লিন্‌ডে্‌সের বন্দীর সংখ্যাও তাহাই। (খ) ড্রেকের উপাখ্যানের কয়েকটী বাক্য (Sentence) লিন্‌ড্‌স্‌-এর পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। বাক্যগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

ড্রেক: পৃঃ ১৬০, লাইন ৩—৪ "they mounted our walls with precipitation scarce credible to Europeans."

লিন্‌ড্‌সে: পৃঃ ১৬৮, লাইন ১৬—১৭ "The Moors scaled the

৮০। চন্দননগরের হাসপাতালে ১১০ জন ইংরাজ সৈনিক ও বণিক ছিলেন। Hill: Vol, I. P, 106.

walls on all quarters in a manner almost incredible to Europeans."

ড্রেক : পৃঃ ১৬০, লাইন ১৩—১৫ "About an hour afterwards Souragud Dowlet entered the factory and held a kind of Durbar there to receive the complements of his officers."

লিন্‌ড্‌সে : পৃঃ ১৬৮, লাইন ২৫—২৬ "About an hour after the Nabob entered the factory and held a **D**urbar to receive the complements of his officers. (৮১)

(গ) ড্রেকএর বর্ণনায় যে সৈন্য সংখ্যা পাওয়া যায় লিন্‌ডস্‌এর বর্ণনায় ঠিক তার অনুরূপ পাওয়া যায়। যথা :—

	ড্রেক	লিন্‌ড্‌সে
মিলিটারী	১৮০	১৮০
ভলান্টিয়ার	৫০	৫০
মিলিসিয়া (ইউরোপীয়ান)	৬০	৬০
মিলিসিয়া (পর্তুগীজ)	১৫০	১৫০
আর্টিলারী	৮৫	৮৫
ভলান্টিয়ার (helms man)	৪০	৪০
	৫১৫	৫১৫

ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, লিন্‌ড্‌সে হয় ড্রেকের সহিত পরামর্শ করিয়া, না হয় ড্রেকএর উপাখ্যান দেখিয়া তাঁহার পত্র লিখিয়াছিলেন। লিন্‌ড্‌সে ড্রেকের উপাখ্যান দেখিয়াছিলেন কিন্তু ড্রেক লিন্‌ড্‌সের উপাখ্যান

(৮১) এই পৃষ্ঠাগুলি মিঃ হিল লিখিত Bengal Recordsএর 1st Volumeএ উল্লিখিত পৃষ্ঠা।

দেখেন নাই, কারণ ড্রেক যে লম্বা চওড়া সৈন্য তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় তিনি সামরিক বিভাগের কাগজপত্র দেখিয়াই এইসব লিখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং সে কাগজপত্র তিনি কাহাকেও দেখাইতে দেন নাই বা তাহা যে তাঁহার নিকট ছিল তাহা কাহাকে জানিতেও দেন নাই। এইজন্য লোকে তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক কিছুই বলিয়াছিল—ইহা আমরা টুকএর বর্ণনা হইতে জানিতে পারি। (৮২) এইরূপে পরামর্শ করিয়াই তাঁহারা সেস্থানে অন্ধকূপের বন্দী সংখ্যা নির্দ্ধারণ করেন।

উইলিয়াম টুক ফলতা হইতে তাঁহার উপাখ্যান লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় কিন্তু ১৪৭ জন বন্দীর কথা উল্লেখ আছে। তাহা থাকিবারই কথা, কারণ তিনি ডিসেম্বর মাসে এই উপাখ্যানটী লিখিতেছেন। এবং তিনি এই উপাখ্যান লিখিবার পূর্ব্বে ড্রেকএর নিকট প্রেরিত ইয়ং সাহেবের পত্রখানি পড়িয়াছিলেন। (রেকর্ড নং ৩২) টুক স্বয়ং স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে তিনি সে পত্র পড়িয়াছেন (৮২) এই উপাখ্যান লেখার পূর্ব্বেই হলওয়েল সাহেব ১১ই আগষ্ট তারিখে ফলতায় পৌঁছিয়াছেন। ইহা লিখিবার পূর্ব্বে টুক নিশ্চয় হলওয়েলের সহিত এ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকিবেন। (৮৩)

এইসব রেকর্ডের মধ্যে ৩ খানি সেই তথাকথিত অন্ধকূপ হইতে জীবিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ৩ জনের দ্বারা লিখিত হইয়াছিল। তাঁহারা হলওয়েল, মিল্‌স্ ও কুক। মিল্‌স্‌এর ডায়েরীতে অন্ধকূপ হইতে জীবিত লোকগণের যে তালিকা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে মিল্‌স্‌এর নাম আছে। হলওয়েলও 'মিল্‌স্'কে উক্ত ব্যক্তিগণের তালিকাভুক্ত করিতেছেন। কুকএর বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় তিনিও অন্ধকূপে

(৮২) Hill : Vol I. p. 292. (৮২) Hill : Vol 1. p. 277.
(৮৩) Hill : Vol 1., pp. 198, 202.

আবদ্ধ হইয়াছিলেন। (৮৪) হলওয়েলএর বর্ণনাতেও কুক উক্ত তালিকাভুক্ত হইয়াছেন।

কিন্তু ফলতা হইতে প্রেরিত এবং ইংলণ্ডের 'লণ্ডন ক্রনিকল্'এ প্রকাশিত (জুন ৭—৯, ১৭৫৭) পত্রে দেখিতে পাওয়া যায় মিল্‌স্ অন্ধকূপে আবদ্ধ হইয়াছিলেন অবশ্য, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সেস্থান হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। তিনি ২১শে জুন প্রভাতে (যেরূপ হলওয়েল বলেন) অন্ধকূপ হইতে বাহির হন নাই (৮৫) ঠিক এইরূপ ব্যাপার কুকএর পক্ষেও ঘটিয়াছে। গ্রে এবং মিল্‌স্ এর বর্ণনা পাঠে জানা যায় যে, কুক তাঁহার বন্ধু লাসিংটন সহ সেইদিন সন্ধ্যায় নৌকাযোগে পলায়ন করেন। (৮৬) ইহা 'লণ্ডন ক্রনিকল্' ও 'স্কট্‌স্ ম্যাগাজিন' দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। (৮৭) এইসব ঘোর অসামঞ্জস্য ও পরস্পর বিরুদ্ধ-বিবরণের আমরা কোনটীকে বিশ্বাস করিব? হলওয়েল, মিল্‌স্, কুক এণ্ড কোঃর বর্ণনা, না লণ্ডন ক্রনিকল্ এর প্রত্যক্ষদর্শী সংবাদদাতাকে? নিম্নলিখিত প্রকারে এই অসামঞ্জস্যের সমাধান করিতে পারা যায়। নবাব কর্তৃক কলিকাতা অধিকারের পর ইংরাজগণ কলিকাতা হইতে দিগ্বিদিক পলাইয়া গিয়াছিলেন, কেহ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, কেহ বা নবাবের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। নবাবও তাঁহাদের মধ্যে সংবাদ আদান প্রদানের সমস্ত পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কে কোথায় আছেন তাহার কেহই খবর জানিতে পারেন নাই। এই সময় জনরব উঠিয়াছিল যে, নবাব বন্দী ইংরাজগণকে অন্ধকূপে আবদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছেন।

(৮৪) Hill : Vol III. p. 302.
(৮৫) Hill : Vol III. p. 72.
(৮৬) Ibid : Vol I, p. 43, 109.
(৮৭) London Chronicle, June 7-9, 1757, Sctos Magazine, May, 1757.

এইজন্য এইসব সংবাদ-দাতাগণ বা উপাখ্যান লেখকগণ তাঁহাদের সম্মুখে যাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন বা যাঁহাদের খবর রাখেন তাঁহাদিগকেই জীবিত ব্যক্তিদের দলভুক্ত করিতেছেন এবং যাঁহাদের তাঁহারা কোন সংবাদ রাখেন না তাহাদিগকে অন্ধকূপের মৃত ব্যক্তিদের শ্রেণীভুক্ত করিতেছেন। এইরূপে হলওয়েল 'এট্‌কিন্‌সন্'এর সংবাদ না পাইয়া তাহাকে অন্ধকূপে মৃত ব্যক্তিগণের তালিকাভুক্ত করিতেছেন। (৮৮) কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি মরেন নাই; হলওয়েল যখন মুর্শিদাবাদে বন্দী হইয়া তাঁহার উপাখ্যান সৃষ্টির স্বপ্ন দেখিতেছেন, তখন এট্‌কিন্‌সন্ ফলতায় বসিয়া পলাতক ব্যক্তিগণের সহিত (৮৯) অনাহারে দিন যাপন করিতেছেন। (৯০) আমরা এক বর্ণনায় দেখিতে পাই 'ওর' (W. Orr) অন্ধকূপে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১৭৫৭ সালের 'সিভিল লিষ্ট'এ আমরা দেখিতে পাই 'ওর' (W. Orr.) কোম্পানীর অধীনে চাকুরী করিতেছেন। (৯১) কেহ বলিতে পারেন কোম্পানীর অধীনে কি একজন মাত্র 'ওর' ছিল? উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে, কোম্পানীর অধীনে যখনই একই নাম বিশিষ্ট দুই ব্যক্তি চাকুরী করিতেছেন তখন একজনের নামের পূর্ব্বে 'সিনিয়র' ও অন্যজনের নামের সঙ্গে 'জুনিয়র' সংযুক্ত আছে, যথা: সিনিয়র বেলামি ও জুনিয়র বেলামি, সিনিয়র গ্রে ও জুনিয়র গ্রে ইত্যাদি। এই সকল বিরুদ্ধ-বর্ণনার বিষয় পরে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে। এখনকার মত অন্ধকূপে আবদ্ধ ব্যক্তি-

---

(৮৮) Hill: Vol I, p. 191. (2nd Column)

(৮৯) London Chronicle and Scots Magazine, May, June, 1756.

(৯০) Secret Consultations of the Dutch Council, Hugli, dated, Monday, 28th June, 1756, This letter informs us that the English of Fulta were in great need of provision,

(৯১) Hill: III. pp, 412. 415.

গণের জন্য আমরা হলওয়েলএর সংশোধিত ১৪৬ জন বন্দীর সংখ্যাই মঞ্জুর করিলাম। এখন আমরা দেখিব দুর্গ সমর্পন কালে **দুর্গ মধ্যে ১৪৬ জন সৈন্য উপস্থিত ছিল কিনা।**

দুর্গের সৈন্যসংখ্যা সম্বন্ধে হলওয়েল বলেন "আমাদের ধারণা যে, ইউরোপীয় ও কৃষ্ণকায় প্রভৃতি সর্ব্বসমেত ৫ হইতে ৬ শত জন সৈন্য সংগ্রহ হইবে। কিন্তু যখন সৈন্য সংগ্রহ করা গেল তখন দেখা গেল কার্য্যোপযোগী·········২৫০ জন সৈন্য দুর্গমধ্যে আছে······। (৯২)

উইলিয়ম টুকএর বর্ণনা হইতেও আমরা সেই সংখ্যা পাই ও তিনি বলেন যে, কাগজ পত্রের ৫।৬ শত সৈন্য-সংখ্যা ভুল। (৯৩) গভর্ণর ড্রেক সাহেব ও লিন্‌ডসে বলেন যে ৫১৫ জন সৈন্য সংগ্রহ হইয়াছিল। (৯৪) গভর্ণর সাহেবের এই ভুলটী হলওয়েল ও টুক সাহেব যখন ধরিয়া ফেলিলেন তখন তিনি টুক বর্ণিত সংখ্যাই মঞ্জুর করিয়া লইলেন। লিন্‌ডসে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করেন। (৯৫) হিল সাহেব বর্ত্তমানে সে সম্বন্ধে যে সুবৃহৎ ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি এ ভুলটীর কথা উল্লেখ করেন নাই, কারণ ইহা করিলেই অন্ধকূপে ১৪৬ জন বন্দী আবদ্ধ করিতে পারা যায় না।

এখন দেখা যাউক এই ২৫০ জন সৈন্যের মধ্যে কে কখন মরিয়াছিল, দুর্গত্যাগ করিয়াছিল এবং দুর্গে জীবিত ছিল। হলওয়েল তাঁহার ২য় পত্রে (হুগলী হইতে লিখিত, রেকর্ড নং ৫) বলেন যে ১৯শে জুন তারিখে ৫৩ জন সৈন্য, কর্ম্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবক ড্রেক সাহেবের সঙ্গে দুর্গ হইতে পলায়ন করে। ড্রেক সাহেবের পলায়নের পূর্ব্বেই কতকগুলি

(৯২) Hill: Vol, 1. P. 110—111.
(৯৩) Ibid. Vol. 1. P. 289.
(৯৪) Ibid. Vol, 1. P, 137, 171.
(৯৫) Ibid, Vol, II. P, 152.

সৈন্য দুর্গ রক্ষা করিতে গিয়া প্রাণত্যাগ করে; এবং দুর্গে পরিত্যক্ত ১৭০ জন ব্যক্তির মধ্যে ২০শে জুন মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে ২৫ জন হত ও ৭০ জন আহত হয় এবং তাঁহাদের গোলন্দাজবাহিনীতে শেষ পর্য্যন্ত মাত্র ১৪ জন জীবিত থাকে। (৯৬) গোলন্দাজবাহিনীতে মোট ৪৫ জন সৈন্য ছিল; (৯৭) অর্থাৎ গোলন্দাজবাহিনীর ৩১ জন সৈন্য নিহত হয়। অতএব ড্রেক সাহেবের দুর্গ পরিত্যাগের পর ১৭০ জন সৈন্যের মধ্যে ৫৬ জন সৈন্য ২০শে জুন তারিখে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই নিহত হয়, বাকি থাকে ১১৪ জন; ইহাদের মধ্যেও কেহ কেহ মধ্যাহ্নের পর ও দুর্গ দখলের সময় নিহত হয়, পলায়ন করে এবং ডুবিয়া মরে। এসব হিসাব বাদ দিলেও হলওয়েলএর হিসাবমতে হলওয়েল নিজেই মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হইতেছেন।

আমরা এপর্য্যন্ত হলওয়েলের বর্ণনামতেই সৈন্যদের হিসাব নিকাশ করিলাম; এখন অন্যান্য কাগজ পত্রের সাহায্যে হিসাব করিয়া দেখাইব যে, দুর্গ অধিকার কালে তথায় মাত্র কয়েকজন সৈন্য জীবিত ছিল। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে ড্রেকএর দুর্গত্যাগের পর ১৭০ জন সৈন্য দুর্গমধ্যে জীবিত ছিল। ইহার মধ্যে গ্রে সাহেবের মতে (তিনি চাক্ষুষ প্রমাণ) ১৯শে জুন দিবাগত রাত্রে একজন নিম্নপদস্থ সৈন্য এবং ৫৬ জন ডাচ সৈন্য দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া শত্রুগণের সহিত যোগদান করে। (৯৮) ওয়াটস্ এবং কোলেট সাহেব বলেন ড্রেকের দুর্গ ত্যাগের পর ও দুর্গ পতনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ৩০ ঘণ্টাকাল মধ্যে ৫০ জন সৈন্য দুর্গপ্রাচীরের উপর নিহত হয়। (৯৯) হলওয়েল বলেন গোলন্দাজবাহিনীর ৩১ জন সৈন্য ২০শে

(৯৬) Hill: Vol, II. p. 29.
(৯৭) Ibid: I. p. 110: Vol. I. p, 27,
(৯৮) Grey's letter, Hill: Vol I, p. 108,
(৯৯) Hill: Vol I. p. 88.

জুন **মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই** নিহত হয়। (এই সংখ্যার মধ্যে বোধ হয় কেহ কেহ নিহত না হইয়া দুর্গ হইতে পলাইয়াও গিয়াছিল)। (১০০) মিল্‌স্ বলেন **দুর্গ পতন কালে** ১৮ জন লোক দুর্গ হইতে পলায়ণ করে। (১০১) 'মিসেস ম্যাসী'র পত্র হইতে জানা যায় তাহার ভ্রাতাও দুর্গ-পতনকালে তথা হইতে পলাইয়া যায়, তাহার নাম 'পলোক'। (১০২) পলোকএর নাম মিলস্‌এর পলাতক ব্যক্তিগণের তালিকার মধ্যে পাওয়া যায় না। এই প্রকারে সর্ব্বসমেত ১৭০জন লোকের মধ্যে ১৫৭ জন দুর্গ-দখলের পূর্ব্বেই নিহত হয় ও পলায়ন করে এবং মাত্র ১৩ জন দুর্গের মধ্যে থাকে। অন্যান্য অনেক রেকর্ডে আমরা দেখিতে পাই যে, দুর্গস্থিত অনেক লোক সাঁতার দিয়া পলায়ন পূর্ব্বক জীবন রক্ষা করিতে গিয়া ডুবিয়া মরে। (১০৩) ক্যাপ্টেন কলিন্‌স্ এইরূপে ডুবিয়া মরিয়াছিলেন। (১০৪) এই সব হিসাব মতে দেখা যায় দুর্গের পতন-কালে তথায় মাত্র ৯ জন, অথবা ১০ জন ইংরাজ বর্ত্তমান ছিলেন। **এমতাবস্থায় হয় এসব রেকর্ড মিথ্যা, না হয় হওলয়েল একজন মস্ত জালিয়াৎ।** কোনটী বিশ্বাসযোগ্য আমাদের পাঠকই তাহা অনুমান করিয়া লইবেন।

(১০০) Hill : Vol I. p. 114.
(১০১) Hill : Vol I. p. 44.
(১০২) Hill : Vol II. p. 182.
(১০৩) Ibid Vol I. pp. 50. 208. 293. Vol III. 169.
(১০৪) Hill : Vol III. p. 72, 105.

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মিসেস কেরী

"Moors are very respectful to women".

Demontorcin. Ist August, 1756.

হলওয়েল-এর ৪র্থ পত্রের একটী প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তিনি তাহাতে একজন স্ত্রীলোকের অবতারণা করিয়াছেন। তাহার নাম মিসেস কেরী। হলওয়েল-এর মতে এই মহিলা অন্ধকূপে জীবিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন। হলওয়েল-এর অন্য কোনও পত্রে তাহার নাম নাই। মিস্‌স্‌ অন্ধকূপের জীবিত ব্যক্তিগণের যে তালিকা দিতেছেন তাহাতেও তাহার নাম নাই। হলওয়েল তাহার সম্বন্ধে বলেন "তাহার যৌবনের জন্য নবাব তাহাকে মুক্তি দেন নাই ("She was too young to be liberated") (১০৫)। ল্য (Law) তাহার বর্ণনায় আরও ২ জন স্ত্রীলোক আনিয়া তাহাদিগকে মিসেস কেরীর সঙ্গে শোভাবর্দ্ধনের নিমিত্ত নবাবের হেরেমে পাঠাইয়াছেন (১০৬)। ডাঃ বাস্‌টিড্‌ (Dr. Busteed তাঁহার—"Echoes from Old Calcutta," নামক পুস্তকে মিসেস্‌ কেরী সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলিয়াছেন। এখন আমরা দেখিব যে, দুর্গমধ্যে ইহার পতনকালে কোন স্ত্রীলোক ছিল কিনা।

২০শে জুন তারিখে (১৭৫৬) চন্দননগরস্থিত ফরাসী কাউন্সিলারগণ পাটনায় একখানা পত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে তাঁহারা বলেন "ইংরাজগণ

(১০৫) Holwell's India Tracts pp, 390 ff.
(১০৬) Hill : Vol III. p, 171.

দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া······তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত মহিলাগণের সহিত নৌকারোহন পূর্ব্বক নবাবের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।" (১০৭) মিল্স্ তাহার ডাইরীতে দুইটী বিপরীত বর্ণনা দিতেছেন। তাঁহার ডাইরীর ২য় পৃষ্ঠায় তিনি বলেন "১৮ তারিখ সন্ধ্যায় আমরা আমাদের অধিকাংশ মহিলা-কেই নৌকাযোগে বিদায় দিয়াছিলাম" এবং সেই পৃষ্ঠার শেষভাগে তিনি আবার বলিতেছেন "অদ্য প্রভাতে (১৯শে জুন) আমাদের অবশিষ্ট মহিলাগণকে আহত সৈন্যদের সহিত বিদায় দিয়াছিলাম।" সেই পুস্তকের নবম পৃষ্ঠায় তিনি পুনরায় বলিতেছেন "যে সকল ব্যক্তি দুর্গে ছিল তাহাদি-গকে শিশু ও মহিলাগণসহ সংখ্যায় প্রায় ১৪৪ জনকে অন্ধকূপে আবদ্ধ করা হয়। যদি আমরা পূর্ব্বোক্ত মত গ্রহণ করি, তবে পরেরটী মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এবং দুর্গে কোন স্ত্রীলোক থাকেনা, কিন্তু মিল্স্-এর পক্ষে বলা যাইতে পারে যে, ইউরোপীয় মহিলাগণ বিদায় গ্রহণ করিলে, ভারতীয় মহিলা সেখানে থাকিতে পারে। তাহা হইলেও মিল্স্-এর উক্তি গ্রহণ করিতে পারা যায় না, কারণ মিসেস্ কেরী ইউরোপীয় মহিলা, ভারতীয় নহে। চন্দননগর হইতে ১লা আগষ্ট তারিখে প্রেরিত একখানা ফরাসীপত্র হইতে আমরা জানিতে পারি "ইংরাজগণ চতুরতা সহকারে সমস্ত মহিলাগণকে দুর্গ হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন।" (১০৮) ইহা রেঁনল্ট লিখিত ও ডুপ্লের নিকট ১৬ই আগষ্ট তারিখে প্রেরিত পত্রদ্বারা সমর্থিত হয়। (১০৯) এই সমস্ত রেকর্ড পাঠে মনে হয় দুর্গে একটীও মহিলা ছিল না।

কিন্তু ঐতিহাসিক মোহাম্মদ আলী খাঁ বলেন (রেকর্ড নং ২) যে কতক-গুলি ইংরাজ তাঁহাদের স্ত্রীসহ বন্দী হইয়াছিলেন। (১১০) তাঁহার মতে

(১০৭) Hill : Vol I, p, 23,
(১০৮) Hill : Vol, I p, 179,
(১০৯) Hill : Renault Vol, I. p, 208 ; Holwell Vol, I. p, 244 Tooke Vol, I p, 291,
(১১০) Elliot History of India......Vol VII. p, 325.

কোন কোন ইংরাজ মহিলাও বন্দী হইয়াছিল। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন বলেন যে কতকগুলি ইংরেজ মহিলা বন্দী হইলে মীরজাফরের অনুচর মির্জ্জা ওমর বেগ তাহাদিগকে তাহাদের স্বামীর নিকট রাখিয়া আসেন। (১১১) এই সব বিভিন্ন প্রকার রেকর্ড পাঠে সঠিক খবরটী বাহির করা কঠিন হইতে পারে এবং মনে হয় যে কোন একটী রেকর্ড মিথ্যা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, উভয় রেকর্ডই সত্য। দুর্গে যে কোন মহিলা ছিল না সেটাও সত্য এবং কোন কোন মহিলা যে নবাব কর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছিল তাহাও সত্য। ১লা আগষ্ট তারিখে লিখিত (১৭৫৬) একখানি ফরাসী পত্র এই প্রহেলিকার রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছে।

উক্তপত্রে লিখিত আছে যে ইংরাজগণের দুইখানি জাহাজ কলিকাতার কিছু নীচে চড়ায় আটকাইয়া গিয়া নবাবের সৈন্যকর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিল; এবং ইহাতে অনেকগুলি মহিলা ছিল। তাহারাই নবাবের আদেশে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়। (১১২) নবাব মহিলাগণের প্রতি কোনই দুর্ব্ব্যবহার করেন নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন। কাসিমবাজার কুঠীর পতন হইলে তিনি ওয়াট্‌স্ ও কোলেট সাহেবকে বন্দী করেন এবং তাঁহাদের স্ত্রী পরিবারকে ফরাসীগণের নিকট সমর্পণ করিয়া তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দেন যে, তাহাদের যেন কোন প্রকার ক্ষতি না হয়। (১১৩) নবাবের এসব ভদ্রব্যবহারে ফরাসীগণ সন্তুষ্ট হইয়া একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন:— "Moors are very respectful to women" অর্থাৎ "মুসলমানগণ

(১১১) Siyarul Mutakh khirin, Vol II. p. 191
(১১২) *Hill : Vol, I. P, 183. জাহাজ ২ খানির নাম ছিল* 'Neptune' ও 'Diliegence'
(১১৩) Hill : Vol, I. p, 229,

মহিলাগণকে খুব শ্রদ্ধা করেন।" (১১৪) হলওয়েল সাহেব বলেন—"She was too young to be liberated" "তাহার এত সুন্দর নব-যৌবন ছিল যে, নবাব তাহাকে ছাড়িয়া দেন নাই"; তিনি তাহাকে হেরেমে রাখিবার জন্য মুর্শিদাবাদ লইয়া গিয়াছিলেন। হলওয়েল এখানে আর একটী মিথ্যা কথার অবতারণা করিয়াছেন। মিসেস কেরী Too young ছিলেন না, তিনি একজন young ladyর মা ছিলেন। কলতা হইতে প্রেরিত এবং ৭—৯ই জুন (১৭৫৭) তারিখের London Choronicleএ প্রকাশিত একখানা পত্রে জানিতে পারা যায় তাহার একটী মেয়ে ছিল, সে আগষ্ট মাসে কলতায় অবস্থান করিতেছিল। (১১৫) অতএব নবাবের হস্তে দুর্গসমর্পণকালে দুর্গাভ্যন্তরে একটীও মহিলা ছিল না।

১১৪ This letter was written by Demontorcin, dated, Chundannagore, 1st August, 1756,

১১৫। Hill : Vol, III. p p, 72, 107, 113 ; London Chronicle, 7-9 June, 1757, Scots Magazine, May, 1757, Edinburgh Evening Courant, 14th June, 1757.

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"মরিয়া বাঁচিয়া উঠিল আবার।"

—হেমচন্দ্র

পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ১৭০ জন সৈন্যের দুর্গ দখলকালে মাত্র কয়েকজন সৈন্য জীবিত ছিল, কিন্তু হলওয়েল, কুক এণ্ড কোংর বর্ণনায় আমরা ১৪৬ জনের তালিকা পাই! এসব লোক কোথা হইতে আসিল? অন্ধকূপে "এইরূপ নির্ম্মমভাবে" এতজন লোককে "বন্দী" দেখিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত ছিলেন না। হলওয়েল ১ম পত্রে তাহাদের নাম ধাম ও বিস্তারিত তালিকা কিছুই দেন নাই; তিনি যে ২য় পত্র হুগলী হইতে লিখিতেছেন তাহাতেই বন্দিগনের মধ্যে মৃত, জীবিত ও পলাতক ব্যক্তিগণের একটী লম্বা চওড়া তালিকা দিতেছেন। এই তালিকায় ৫৩ জন ড্রেকের সহিত পলাতক, ৫১জন অন্ধকূপে মৃত, ২০ জন জীবিত এবং ৯ জন হতাহত ব্যক্তির হিসাব দিতেছেন। ১২৩ জন মৃত ব্যক্তির মধ্যে ৫১ জনের নাম দিয়াছেন, আর বলিয়াছেন যে, অবশিষ্ট ব্যক্তিগণকে তিনি চেনেন না। দুর্গ রক্ষায় যে সব লোক নিহত হইয়াছিলেন, সে সব লোকের পূর্ণ নাম তালিকা আমরা এপর্য্যন্ত পাই নাই। তবে বিভিন্ন রেকর্ডে যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহার দ্বারাই আমরা হলওয়েলএর মৃত ব্যক্তির তালিকার সত্যতা নির্দ্ধারণ করিব।

হলওয়েলএর অন্ধকূপে মৃত ৫১ জনের মধ্যে নিম্নে ১১ জনের নাম দেওয়া হইল এবং ইহার পরেই আমরা পৃথক কাগজপত্রের সাহায্যে প্রমাণ করিব যে, সেই ব্যক্তিগণ হলওয়েলএর অন্ধকূপে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ দুর্গরক্ষাকালে নিহত হইয়াছিলেন।

১। উইলিয়াম বেইলি—(W. Baillie)

২। ব্ল্যাগ—(Blagg)

৩। বিশপ—(Bishop)

৪। কার্স্—(Carse)

৫। কেরী—(Carey)

৬। গুই—(Guy)

৭। পার্কার—(Parker)

৮। পার্ণেল—(Purnel)

৯। পেকার্ড—(Paccard)

১০। ষ্টিফেন—(Stephen)

১১। স্মিথ—(Smith) (১১৬)

এই সকল লোক হলওয়েলের বর্ণনা অনুসারে অন্ধকূপে প্রাণত্যাগ করেন, কিন্তু নিম্নলিখিত কাগজপত্রে দেখা যায় তাঁহারা দুর্গরক্ষাকালেই প্রাণত্যাগ করেন।

১। উইলিয়াম বেইলি—ফলতা হইতে প্রেরিত ও ইংলণ্ডে প্রকাশিত খবরের কাগজ হইতে জানা যায় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। (১১৭)

২। ব্ল্যাগ—দুর্গ প্রাচীরের উপর শত্রু কর্তৃক নিহত হন। (১১৮)

(১১৬) Holwell's Letter of the 3rd of August, 1756
Hill : Vol I p. 191 ; India Tracts 381 ff

(১১৭) Scots Magazine, May, 1757. Edinburgh Evening Courant, 14th June, 1757

(১১৮) Lindsay's Letter ; July, Hill : Vol I p, 168 1 Voll III p. 72. 104.
London Chronicle, 7—9 June, 1757
Scots Magazine, May, 1757.

৩। বিশপ—যুদ্ধে আহত হইয়া পরে প্রাণত্যাগ করেন। (১১৯)
৪। কারুস্—যুদ্ধে নিহত হন। (১২০)
৫। কেরী—যুদ্ধে নিহত হন; (১২১)
৬। গুই—যুদ্ধে নিহত হন; (১২২)
৭। পার্কার—যুদ্ধে নিহত হন; (১২৩)
৮। পার্ণেল—যুদ্ধে নিহত হন; (১২৪)
৯। পেকার্ড—যুদ্ধে নিহত হন; (১২৫)
১০। ষ্টিফেন—যুদ্ধে নিহত হন; (১২৬)
১১ স্মিথ—যুদ্ধে নিহত হন। (১২৭)

(১১৯) Hill : Vol III p 72, 104, 113.
London Chronicle 7—9 June 1757
Scots Magazine, May, 1757
Edinburgh Evening Courant, 14 June, 1757.
(১২০) Hill : Vol III pp 72, 113,
London Chronicle 7—9 June, 1757.
Edinburgh Evening Courant 14 June, 1757.
(১২১) Hil : Vol III pp 72, 105, 113
London Chronicle, 7—9 June, 1757
Scots Magazine May, 1757
Edinburgh Evening Courant, 14th June, 1757
(১২২) Hill : Vol III 104, 113.
Scots Magazine, May, 1757.
Edinburgh Evening Courant. 14th June, 1757.
(১২৩) Hill : Vol. III pp, 72, 104, 113.
London Chronicle 7—9 June, 1757
Edinburgh Evening Courant, 14th June, 1757
(১২৪) Ibid (১২৫) Ibid (১২৬) Ibid (১২৭) Ibid

পূর্ণ তালিকার জন্য পরিশিষ্ট দেখুন।

হলওয়েল-এর অন্ধকূপে মৃত ব্যক্তিগণের তালিকায় ও তাঁহার সহকর্ম্মি-গণের কাগজপত্রে এমন কতকগুলি 'লোকের নাম পাওয়া যায় যে, তাঁহারা অন্ধকূপে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, অথচ তাঁহাদিগকে এ ঘটনার পরেও জীবিত দেখা যায়।

১। এটকিন্‌সন্‌,—হলওয়েল বলেন তিনি অন্ধকূপে প্রাণত্যাগ করেন ; কিন্তু অন্যান্য কাগজপত্রে দেখা যায় তিনি অন্ধকূপ ঘটনার পরেও ফলতায় জীবিত আছেন (কাগজপত্রের নাম পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে)।

২। মিল্‌স্‌—হলওয়েল বলেন তিনি অন্ধকূপ হইতে ২১শে জুন তারিখে প্রভাতে জীবিত অবস্থায় বাহির হন। কিন্তু ফলতা হইতে প্রেরিত এবং 'লণ্ডন ক্রনিকল্‌' এ প্রকাশিত পত্রে জানিতে পারা যায় তিনি অন্ধকূপে বন্দী হইবার সময়েই পলায়ন করিয়াছিলেন। (১২৮)

৩। ওর—কতকগুলি কাগজপত্রে দেখা যায় তিনি অন্ধকূপে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'সিভিল লিষ্ট' বা ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের কর্ম্মচারীর তালিকায় দেখিতে পাওয়া যায় তিনি কোম্পানীর অধীনে চাকুরী করিতেছেন। (১২৯)

৪। হলওয়েল বলেন 'কুক' ও 'লাসিংটন' ২১শে জুন প্রভাতে অন্ধকূপে মৃত ব্যক্তিগণের সহিত জীবিত অবস্থায় বাহির হয়; কিন্তু মিল্‌স্‌ ও গ্রে বলেন তাঁহারা অন্ধকূপে আবদ্ধ হইবার কিছুক্ষণ পরেই সেই সন্ধ্যায় পলায়ন করেন। (১৩০)

যে সকল ব্যক্তি যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহাদের পূর্ণ তালিকা

(১২৮) Hill : Vol. III. pp. 72, 105.
London Chronicle, 7—9 June, 1757

(১২৯) Hill : Vol. III P. 415

(১৩০) Hill : Vol. I. PP. 33, 109.

পাইলে আসল ব্যাপারটী সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইয়া পড়িত ; কিন্তু সে সম্বন্ধে তখন কেহ সঠিক তালিকা প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। হলওয়েল মৃতব্যক্তিদের যে তালিকা দিয়াছেন তাহা হইতে ১৪।১৫ জন ব্যক্তির কেহ অন্ধকূপে মরিবার আগেই যুদ্ধক্ষেত্রে বা দুর্গরক্ষায় 'একবার মরিয়াছিলেন'; এবং 'পুনরায়' হলওয়েল-এর 'অন্ধকূপে' মরিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ 'অন্ধকূপে মরিয়া'ও পরে কোম্পানীর অধীনে চাকরী করিতেছেন।' 'যাদুকর' হলওয়েল এতকাল ধরিয়া মনুষ্যসমাজকে এমনই ভাবে প্রতারিত করিয়া আসিয়াছেন।

"অন্ধকূপ"

'অন্ধকূপ-হত্যা' সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু বলিয়াছি ও শুনিয়াছি কিন্তু এ পর্য্যন্ত 'অন্ধকূপ' সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। হলওয়েল সাহেব অন্ধকূপের একটী 'সুন্দর' বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা অনুসারে ইহা ১৮ বর্গ ফুট! কুক বলেন ইহা ১৮ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১৪ ফুট প্রস্থ ছিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে এইরূপ একটী ঘরের অনুসন্ধান করা হইয়াছিল কিন্তু অনুসন্ধানকারিগণ সফলকাম না হইয়া ১৮ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি প্রস্থ একটী ঘর দেখিতে পান; তাহাকে তাঁহারা অন্ধকূপ বলিয়া অনুমান করিয়া গিয়াছেন কিন্তু হলওয়েল বর্ণিত অন্ধকূপের সহিত অন্যান্য বিষয়েও ইহার বিশেষ কোন সামঞ্জস্য ছিলনা; হলওয়েল সেই কক্ষে আবদ্ধ হইয়া তাহা মাপ করিবার অবসর পান নাই বটে, তবে তিনি ত স্বচক্ষে সমস্ত দেখিয়া ছিলেন, কিন্তু এ বিষয়েও উক্ত রিপোর্টে বর্ণিত কক্ষের কোন মিল নাই। যাহা হউক কক্ষটীকে আমরা ১৮ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি প্রস্থ বলিয়া মানিয়া লইলাম। ইহাতে কি ১৪৬ জন ইউরোপীয় সৈন্যের স্থান হয়? ইহার মধ্যে আবার ৬ ফুট প্রস্থ একটী প্ল্যাটফর্ম লম্বালম্বিভাবে কক্ষের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল; এমত অবস্থায় যদি উক্ত কক্ষে ১৪৬ জন সৈন্যের স্থান হয় তবে গণিতশাস্ত্রও মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

নবম পরিচ্ছেদ।

হলওয়েল-চরিত্রের নমুনা

"'Tis Slander
Whose edge is shrper than the sword,
Whose tongue
Outvenoms all the worms of the Nile,
Whose breath
Rides on the posting winds and doth belie
All couners of the word........."
Shakespeare.

"মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম।" জ্ঞানী ও অজ্ঞান মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়; কেহ ইহা স্বীকার করিয়া সংশোধন করিয়া লয়, কেহবা তাহা সমর্থন করিতে গিয়া শত মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। হলওয়েল এর সম্বন্ধেও তাহাই। তিনি অন্ধকূপ সম্বন্ধে একবার একটী অসত্য ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন, এবং তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া শত মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। 'অন্ধকূপ-হত্যা'র উপাখ্যানটী সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে গিয়া, যে অসংখ্য মিথ্যার অবতারণা করিয়াছেন দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে তাহার কয়েকটী উল্লেখ করা গেল এবং তৎপ্রসঙ্গে উহা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, বিভিন্ন কাগজ পত্রের সাহায্যে তাহাও প্রমাণ করা হইল।

নবাব যে এইরূপ নির্ম্মমভাবে ১২৩ জন ইংরাজকে হত্যা করিবেন, ইহার কারণ কি? নিশ্চয় ইংরাজগণ নবাবের বিরুদ্ধে এমন কিছু করিয়া-

ছিলেন, যাহাতে তিনি তাঁহাদিগকে ঐরূপ শাস্তি না দিয়াই থাকিতে পারেন নাই। হলওয়েল ইহার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ক) ইংরাজগণ এমন কিছুই করেন নাই, যাহাতে নবাব রাগান্বিত হইতে পারেন। তিনি শৈশবাবধি ইংরাজগণের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিয়াছেন ; এবং ইংরাজগণকে এদেশ হইতে তাড়াইবার জন্য তাঁহার পিতামহ মৃত্যুশয্যায় তাঁহাকে সে সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন, (১)

(খ) কৃষ্ণদাসকে ফিরাইয়া দিবার জন্য নবাব তাঁহার দূত নারায়ন সিংহকে ইংরাজগণের নিকট প্রেরণ করিলে তিনি একজন চোর ও গুপ্তচরের ন্যায় দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করেন। এইজন্য তাঁহাকে বা তাঁহার পত্র গ্রহণ না করিয়া ভদ্রভাবেই তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হইয়াছিল (২)

(গ) নবাব যে এক বিপুলবাহিণীসহ তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছেন তাহা তাঁহারা ঘুণাক্ষরেও জানেন না। (৩)

(ঘ) দুর্গ আক্রমণকালে দুর্গ পরিত্যাগ করিবার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে কোন দিনই জাগে নাই। (৪)

(ঙ) তাঁহার বর্ণনা অনুসারে জানিতে পারা যায় যে, নবাব সন্ধ্যা ৮টার সময় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। (৫)

(চ) তাঁহার বর্ণনা হইতে অণুমান হয় তিনি এই ঘটনার আদ্যোপান্ত সর্ব্বত্রই প্রধান নায়কের কাজ করিয়াছিলেন।

(১) Letter from Holwell at Fulta to the Court of Directors. dated, 30 November, 1756. Holwell's India Tracts p. 279 ff

(২) Ibid. p. 271.

(৩) Letters from Holwell to Bombay and Fort St. Gorge, dated Murshidabad, 17th July, 1756.

(৪) Letter from Holwell at Fulta to the Court of Directors. dated, 30th Nov. 1756. Hill : II. p. 47.

(৫) Letter from Holwell to Davis, 28th February, 1757.

এখন : আমরা হলওয়েল-এর এই সকল উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিব।

(ক) নবাবের ইংরাজের বিরুদ্ধে হিংসা পোষণ করিবার প্রধান কারণ এই যে তাঁহার পিতামহ তাঁহাকে সেই মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই উপদেশটী হলওয়েল ডিরেক্টরগণকে লিখিত পত্রে উদ্ধৃত করিয়াছেন। "নবাব আলীবর্দ্দি খাঁ তাঁহার মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় নবাব সিরাজ-উদ্দৌল্লাকে এইরূপ উপদেশ দেন।

'আমার এ জীবন কেবল যুদ্ধবিগ্রহেই কাটিয়া গেল : আমি যে জন্য যুদ্ধ করিয়াছি এবং তোমাকে যে সব উপদেশ দিয়াছি, তাহা কেবল তোমার শান্তিতে রাজত্ব করার জন্যই করিয়াছি.........তোমার জন্যে (তোমার রাজত্বের জন্যে) আমার মনে যে ভয়ের উদ্রেক হইয়াছে, তাহা বহুদিন হইতে আমার চোখের ঘুম কাড়িয়া লইয়াছে। আমি স্পষ্টই বুঝিয়াছি আমার তিরোধানের পর তোমাকে কোন কোন শক্তি বিপদগ্রস্থ করিতে পারে।........তোমার রাজ্যের মধ্যে যে সকল ইউরোপীয় জাতি বাস করে তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিও। ইংরাজগণই বেশী শক্তিশালী, সম্প্রতি তাঁহারা আঙ্গেরিয়ার রাজ্য অধিকার করিয়া তাহাতে রাজত্ব পাতিয়াছে ; তুমি প্রথমে তাঁহাদের শক্তি থর্ব্ব করিও ; তাঁহাদের শক্তি বিনষ্ট হইলে অন্যেরা তোমার কোন ক্ষতি করিতে সক্ষম হইবে না। হে বৎস, তাহাদিগকে কোনক্রমেই (এদেশে) দুর্গ নির্ম্মান করিতে বা সৈন্য রাখিতে দিবে না। যদি ওরূপ করিতে দাও, এ রাজ্য তোমার নয়।" (৬)

মৃত্যুকালে বৃদ্ধ নবাব তাহার দৌহিত্রকে এরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া হলওয়েল সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন। হলওয়েল সাহেব

(৬) Holwell's India Tracts. pp. 279 ff.

আরও লিখিয়া গিয়াছেন যে, নবাবকর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া তিনি যে একদিন মাত্র মুর্শিদাবাদে ছিলেন সেই সময়ের মধ্যেই তিনি ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

নবাবের মৃত্যুকালে অনেক ইংরাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভদ্রলোক মুর্শিদাবাদে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সেখানে উপস্থিত থাকিয়াও এ সম্বন্ধে কোন কিছু জানিতে পারেন নাই। এমন কি যাঁহারা তৎকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন, হলওয়েলএর পত্রের এই উক্তি পাঠে তাঁহারা উহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন "হয়ত অনেকেই মনে করিবেন যে, মৃত নবাব ইংরাজগণকে এদেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য তাঁহার দৌহিত্রকে উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে সমস্ত কাগজপত্র অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারা যায় তিনি যেরূপ চতুর রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন তাহাতে তাঁহার দৌহিত্রকে এইরূপ মিথ্যা ও বিবেকবিরুদ্ধ উপদেশ দিয়া রাজ্যের স্বার্থহানী করিতেই পারেন না।" (৬ ক) ওয়াট্‌স্ সাহেব ৩০শে জানুয়ারী তারিখে (১৭৫৭) ইংলণ্ডের ডিরেক্টরগণের নিকট কলিকাতা হইতে যে পত্র লিখেন তাহাতে হলওয়েলএর উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, "আলীবর্দ্দি খাঁ মৃত্যুকালে তাঁহার দৌহিত্রকে যে শেষ উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা আমি ত শুনিই নাই, এবং কেহ শুনিয়াছেন বলিয়াও মনে হয় না; এবং দেশীয় লোকের মধ্যেও এ সম্বন্ধে কেহ কিছু শুনিয়াছে তাহাও মনে হয় না। ইহা পাঠে মনে হয় যে, চতুর্দ্দশ 'লুই' (Louis XIV—ফ্রান্সের রাজা) তাঁহার দৌহিত্রকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন ইহা ঠিক তাহার অনুরূপ।" (৭) ২২শে জানুয়ারী তারিখে

(৬ ক) Letter from Dr. W. Forth to Drake. dated, Fulta, 16 December, 1756.

Hill : vol. II p. 67.

(৭) Letter from Watts to the Court of Directors, dated, Cal cutta, 30th. January. 1757. Hill. III. p. 336.

ফোর্ট উইলিয়ামের কাউন্সিলারগণের নিকট লিখিত কোলেট সাহেবের পত্রে আমরা সেইরূপ প্রতিবাদ দেখিতে পাই। তিনি বলেন "(হলওয়েল বর্ণিত) আলীবর্দ্দি খাঁর মৃত্যুকালীন উপদেশটীকে আমি একটী মস্ত উপকথা ভিন্ন আর কিছুই মনে করি না।" (৮) বেচার (Becher) সাহেব ফোর্ট উইলিয়ামের কাউন্সিলারগণের নিকট পত্র লিখিতে গিয়াও সেই মত উল্লেখ করিয়াছেন। (৯)

আমরা এখন দেখাইতে চেষ্টা করিব যে দৌহিত্রকে তিনি ইংরাজগণের বিরুদ্ধে উপদেশ না দিয়া বরং তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার জন্যই বলিয়া গিয়াছিলেন। স্ক্র্যাফটন (Scrafton) সাহেব এ-সম্বন্ধে বলেন "তিনি (আলীবর্দ্দি খাঁ) ইউরোপীয়গণকে একটী মধুচক্রের সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে (দৌহিত্রকে) বলিতেন 'তুমি এই মধুচক্র হইতে মধুপান করিতে পার, কিন্তু তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিও না; ওরূপ করিলে তাহারা হুল ফুটাইয়া তোমার প্রাণনাশ করিতে পারে।" (১০) তাঁহার এই মতটী ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন দ্বারা সমর্থিত হয়। তিনি বলেন "একদিন সেনাপতি মুস্তফা খাঁ ইংরাজগণকে হত্যা করিয়া কলিকাতা অধিকার করিবার জন্য নবাবের নিকট প্রস্তাব করেন। কিন্তু ইহাতে তিনি কোনই উত্তর দেন নাই। সেনাপতি অন্য একদিনও এরূপ প্রস্তাব করেন······ইহাতেও তিনি নিরুত্তর থাকেন।" এইরূপে পুনঃ পুনঃ এই কথা শুনিয়া দৌহিত্রগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন "বৎসগণ মুস্তফা খাঁ একজন সৈনিক। তিনি আমার নিকট মাসিক মাহিনা গ্রহণ করেন, আর যুদ্ধ করেন, যুদ্ধে লিপ্ত থাকাই তাঁহার উদ্দেশ্য; কিন্তু

(৯) Letter from R. Becher to Council, Fort William. 25 January. 1757.

(১০) Scrafton's Reflections p. 52, quoted in Hill's Bengal vol, I p. XXXI Intro.

সাধারণভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত তোমাদের একমত হইবার কোন কারণ দেখি না। ইংরাজগণ আমাদের কি ক্ষতি করিয়াছেন যে, আমরা তাঁহাদের অশুভ কামনা করিব? সাম্রাজ্যের চতুর্দ্দিকে যে দাবানলের সূচনা হইয়াছে তাহা নির্ব্বাপিত করাই কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে, সমুদ্রে আগুন লাগিলে আর কে নিবাইবে? কোনদিনই এরূপ পরামর্শ গ্রহণ করিও না; কারণ ইহা পরিণামে সাংঘাতিক হইতে পারে।" (১১) এই সব কাগজপত্রের বর্ণনা পাঠে মনে হয় হলওয়েলএর উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। মিঃ বেচার বলেন "তাঁহার পিতামহের উপদেশের কথা বাদ দিলেও, ইংরাজগণ নবাবকে যথেষ্টরূপেই উত্তেজিত করিয়াছিলেন।"

(খ) কলিকাতায় প্রেরিত নবাবের দূত নারায়ণ সিংহ সম্বন্ধে তিনি বলেন "তিনি একজন চোর ও গুপ্তচরের ন্যায় দুর্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেকারণ তাঁহাকে বা তাঁহার পত্র গ্রহণ না করিয়া ভদ্রভাবেই তাঁহাকে দুর্গ ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছিল এবং তিনিও সেই ভাবেই দুর্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।" নারায়ণ সিংহের দুর্গ প্রবেশ সম্বন্ধে 'বেচার' সাহেব বলেন "আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে পারি যে, তিনি ছদ্মবেশে দুর্গে প্রবেশ করেন নাই এবং হলওয়েল সাহেবের বর্ণনাই আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে যে, তিনি এরূপ করেন নাই।" (১২) অন্যান্য কাগজপত্রেও আমরা এরূপ প্রতিবাদ দেখিতে পাই। ড্রেক ও হলওয়েল যে দূতের প্রতি অভদ্র ব্যবহার করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে টুক (Tooke) বলেন "ড্রেক নবাবের দূতের প্রতি অনেক কটূক্তি করেন

---

(১১) Siyarul-Mutakh-khirin vol. II pp. 163—164 (Eng Tron).

(১২) Becher's letter to the Council of Fort William, dated, 25 January, 1757. Hill : II. p 159.

এবং তাঁহার সহিত বিশেষ জঘন্য ব্যবহার করেন।" এম্‌ডেন্ কোম্পানীর এজেণ্ট মিঃ ইয়ং বলেন যে কৃষ্ণদাসকে ফিরাইয়া দিবার জন্য দাবী করায় ড্রেক সাহেব নবাবের দূত এবং তাঁহার পত্রের প্রতি বিশেষ জঘন্য ব্যবহার করেন। (১৩) ঢাকা কুঠীর (factory) কাউন্সিলারগণ এ সম্বন্ধে একই রূপ মত প্রকাশ করিয়া বলেন "নবাব কৃষ্ণদাসকে ফিরাইয়া দিবার জন্য দাবী করিয়া একখানি পত্র লিখিলে ইংরাজগণ উহা ছিঁড়িয়া দূতের মুখে নিক্ষেপ করেন। এ জন্যই নবাব এত উত্তেজিত হইয়াছেন।" (১৪) ফরাসীগণের চন্দন নগর কুঠীর অধ্যক্ষ বঁশেট (Bausett) তাঁহার ৮ই অক্টোবর তারিখের লিখিত পত্রে বলেন "তিনি নবাবের দূতের সঙ্গে অতি ঘৃণিত ব্যবহার করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার পত্রখানি ও পানপত্রগুলি (১৫) পদদলিত করেন এবং বলেন যে সে যেন তাহার নবাবকে বলে তাঁহার দাড়িতে শূকরের মাংস ঘর্ষণ করিবার জন্য আমি অপেক্ষা করিতেছি। এই সকল উক্তি অত্যন্ত অপমানজনক ও বিরক্তিকর।" (১৬) এই সম্বন্ধে আরও অনেক প্রতিবাদ আছে কিন্তু নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া সে সব উল্লেখ করা গেল না। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইবে যে, হলওয়েল এ সম্বন্ধে কতদূর মিথ্যার অবতারণা করিয়াছেন। এই মিথ্যা উক্তিকে সত্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া তিনি বলিতেছেন "The foregoing is, Honourable Sirs, a faithful narrative of the protection given to Kissen Dass" অর্থাৎ কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দেওয়া সম্বন্ধে ইহাই বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা।

(১৩) Hill : Vol I. p. 62.

(১৪) Letter from Dacca Council to Madras Council, 13 July, 1756, Hill : I. pp. 95—96.

(১৫) সেকালে শান্তিসূচক চিঠিপত্রের আদান প্রদান কালে চিঠির সহিত পাণপত্র পাঠান হইত।

(১৬) Bausett's letter to Dupleix, Chandannagore 8th, Oct. 1756, Hill : I, p. 230

(গ) নবাবের কলিকাতা অভিযান সম্বন্ধে তিনি বলেন যে নবাব স্বয়ং কলিকাতাভিমুখে আসিতেছিলেন কিনা তাহা তাঁহারা সঠিক কিছু জানিতে পারেন নাই। আমরা এখন দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, তিনি এ সম্বন্ধে সমস্তই জানিতেন কিন্তু নিজকে রক্ষা করার জন্য এরূপ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। এ সম্বন্ধে ড্রেক সাহেব বলেন "আমরা প্রত্যেক দিন খবর পাইতে লাগিলাম যে, নবাবের সৈন্যগণ কাসিমবাজার ঘিরিয়া ফেলিয়াছেন।.........এখন নবাবের ইচ্ছা যে, কলিকাতা আক্রমণ করিবেন। ওয়াট্‌স্ এবং কোলেট লিখিত ১২ই জুন তারিখের পত্রে জানিয়াছিলাম হুগলীর অপর পার্শ্বে (বোধহয় নৈহাটীতে) তাহারা নবাবের সহিত বন্দী আছেন.........(১৭) "১৪ই জুন মধ্যাহ্নে একজন গুপ্তচর খবর আনিল যে, নবাবের সৈন্যগণ কেহ বারাসতে, কেহ দমদমায়.........তাঁবু পাতিয়াছেন।" (১৮) ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় হলওয়েলএর এই উক্তিটি ও সম্পূর্ণ মিথ্যা।

(ঘ) দুর্গ পরিত্যাগের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেছেন তিনি কোন দিনই দুর্গত্যাগের কথা চিন্তা করেন নাই বা সে কল্পনা তাঁহার হৃদয়ে জাগেও নাই। লিন্‌ড্‌সের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় দুর্গত্যাগের জন্য হলওয়েল সাহেবেই প্রথম প্রস্তাব করেন। লিন্‌ড্‌সে তাহা সমর্থন করেন এবং দুর্গের অন্যান্য সকলেই উহার বিরুদ্ধে মত দেন। (১৯) ড্রেক সাহেবও লিন্‌ড্‌স-এর এই মত সমর্থন করেন। (২০) গ্র্যাণ্ট বলেন তাঁহরা পলাইবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন কিন্তু নৌকা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। (২১) ক্লাইব

(১৭) Hill : Vol. I. pp. 125—140.
(১৮) Ibid. p. 142.
(১৯) Hill : Vol I P. 166
(২০) Hill : Vol, I P. 156
(২১) Ibid. P. 85

বলেন "হলওয়েল যে দুর্গমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার স্বেচ্ছাক্রমে নয়, নৌকা না পাওয়ার জন্যই তিনি পলায়ন করিতে না পারিয়া দুর্গমধ্যে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" (২২)

(ঙ) হলওয়েল নবাবের সহিত সাক্ষাত সম্বন্ধে বলেন "তাঁহার সহিত তাঁহার (হলওয়েল) তিন বার সাক্ষাৎ হয়; শেষ সাক্ষাৎটী সন্ধ্যা ৭টার সময় হয়। তখন তিনি অভয় দিয়া বলিয়াছিলেন যে আমাদের কোন ক্ষতি হইবে না।............প্রহরীবেষ্টিত হইয়া বারান্দায় বসিয়াছিলাম তখন কতকগুলি লোককে মশাল বাতি লইয়া এদিক ওদিক ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিলাম; তাহারা আমাদিগকে রাত্রে আবদ্ধ রাখিবার জন্য একটী ঘরের সন্ধানে ছিল।" এই সময়ের মধ্যে তাঁহার লিচ্ নামক (Mr. Leech) জনৈক পলাতক বন্ধু গোপনে দুর্গে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে জানান যে, তিনি তাঁহার পলায়নের জন্য একটী নৌকা আনিয়াছেন, এবং তাঁহাকে তাঁহার সহিত পলাইতে অনুরোধ করেন। হলওয়েল তাহাতে অসম্মত হইয়া তাঁহাকে জানান যে, সঙ্গিগণকে এইরূপ ভাবে ফেলিয়া যাইতে তাহার ইচ্ছা নাই। এসম্বন্ধে তাঁহাদের অনেক কথাবার্ত্তা হয়। তৎপর নবাবের সৈন্যগণ কর্ত্তৃক তাঁহারা অন্ধকূপে বন্দী হন। ঘরে প্রবেশ সম্বন্ধে তিনি বলেন "নবাবের সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে অন্ধকূপে এত শীঘ্র ও অপ্রত্যাশিতভাবে প্রবেশ করিতে আদেশ করায় দ্বিরুক্তি না করিয়া বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গ যেমন একটী অপরটীর উপর আছড়াইয়া পড়ে, আমরাও তদ্রূপ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম; অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রবল বন্যার স্রোতের ন্যায় আমাদিগকে অনুসরণ করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। আমাদের কাহারও এ কক্ষ সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না, অবশ্য সৈন্যগণের কথা বাদ দিয়াই বলিতেছি......ইহার আকার ও আয়তন আমরা

(২২) Clive's letter to Mabbot, Hill : II. P, 116.

কোনদিনই দেখি নাই ; এসময় ঘড়িতে ৮টা বাজে······বন্ধু মনে করুনত সমস্তদিনের কর্ম্মক্লান্ত ১৪৬ জন ব্যক্তি একটী ১৮ বর্গ ফুট কক্ষে বাংলার এই উত্তপ্ত রজনীতে কেমন করিয়া বদ্ধ থকিতে পারে ?·········কক্ষটীর দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে দূর্ভেদ্য প্রাচীর, উত্তর দিকে একটী মাত্র দরজা এবং পশ্চিম দিকে ঘন লৌহশলাকাযুক্ত ২টী ক্ষুদ্র জানালা, তাহার মধ্যে কচিৎ বাতাস প্রবাহিত হইতে পারে।·········কক্ষে প্রবেশ করিয়া যেমনই আমি চারিদিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলাম, অমনই আমার চক্ষের সামনে ইহার আয়তন ও আকারের একটী ভয়াবহ জীবন্ত ছবি ভাসিয়া উঠিল।·········দুয়ার খুলিবার অনেক চেষ্টা করা হইল কিন্তু উহা ভিতরমুখী ছিল বলিয়া (Opninig inwards) আমরা ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না।······তৎপর আমরা আমাদের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া একটী জমাদারকে······২০০০ সহস্র টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়া নবাবের নিকট সংবাদ পাঠাই। সে আসিয়া বলে যে·········নবাবকে জাগাইতে কেহ সাহস করিলেন না ইত্যাদি।”·········(২৩)

হলওয়েল বলিতেছেন তিনি ৭টার সময় নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন, আবার বলিতেছেন রাত্রি ৮টার সময় নবাব ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন এবং তাহাকে জাগাইতে কেহ সাহস করিলেন না। যে দিন এ ঘটনা সংঘটিত হয় সেই দিন ২০শে জুন ও ২২শে রমজান ছিল। জুনমাসে প্রায় ৭টার সময় সূর্য্যাস্ত হয় ; সূর্য্যাস্তের পর মুসলমানগণ রোজা এফতার করেন। রোজা এফতার, নামাজ ও রাত্রের খাওয়া সমাপন করিতে কমপক্ষে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল সময় লাগে ; নবাব ইহার মধ্যে ঘুমাইলেন কেমন করিয়া ? যদি তর্কের খাতিরে বলা যায়, নবাবত রোজা না রাখিতেও

(২৩) Holwell's letter to Davis. 28th February, 1757. India Tracts pp. 381 ff

পারেন, তবুও ৮টার সময় তাঁহার পক্ষে ঘুম যাওয়া অসম্ভব, কারণ তিনি তখন ৭০০০০ হাজার সৈন্য ও কর্ম্মচারীর মালিক ; সবেমাত্র তাঁহার দেশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর দুর্গ দখল হইয়াছে এবং সৈন্যগণও লুণ্ঠনে রত আছে, এই সব অবহেলা করিয়া তিনি দুর্গপতনের দেড় ঘণ্টা পরে ঘুম যাইতে পারেন কি ?

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় হলওয়েল দেখিলেন যে কতকগুলি লোক মশাল বাতির সাহায্যে একটা ঘর খুঁজিতেছে, ইহার মধ্যে তাঁহার বন্ধু লিচএর সহিত তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তাও হইয়াছে এবং বলিতেছেন যে ৮টায় তাঁহারা অন্ধকূপে আবদ্ধ হইয়াছেন।

অর্দ্ধঘণ্টা সময়ের মধ্যে তিনি তাঁহার বন্ধু লিচ এর সহিত কথাবার্ত্তা সমাপ্ত করিলেন, ফোর্ট উইলিয়ামের মত একটা দুর্গে প্রহরিগণ বা নবাবের সৈন্যগণ অনুসন্ধান করিয়া অন্ধকূপের ন্যায় একটা ঘরও আবিষ্কার করিলেন এবং ১৪৬ জন বন্দী "স্রোতের বেগে" ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল (তখন রাত্রি ৮টা)। সেই ঘরে প্রবেশ করিতে তাহাদের সময়ও লাগিল না, বেগও পাইতে হইল না। ইহা কি সম্ভবপর ?

তিনি বলিতেছেন ঘরের দরজাটী বন্ধ ছিল এবং যে দুইটী জানালা ছিল তাহা অতি ক্ষুদ্র এবং সেই ক্ষুদ্র জানালার পার্শ্বে হলওয়েল ও তাঁহার সঙ্গিগণ বাতাস পাইবার জন্য দাঁড়াইয়া ছিলেন। সেইদিন ২২ শে রমজান বলিয়া রাত্রি ১২টার পর চাঁদ উঠিবার কথা ; এমতাবস্থায় বাহির হইতে কোন আলোক রশ্মি ভিতরে যাইবার সম্ভাবনা ছিল না ; ঘরটী যে এ অবস্থায় গভীর অন্ধকারময় হইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই অন্ধকারেই হলওয়েল প্রবেশ করিয়া যেমনই চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, অমনই ঘরের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মানস-চক্ষে একটী জীবন্ত ও ভয়াবহ দৃশ্য উদিত হইল কেমন করিয়া ? তাঁহার বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, তিনি

সেই ঘরের মধ্যে প্রকাশ্য দিবালোকের মত সমস্তই দেখিতে পাইতেছিলেন এবং কে কে মরিয়া গিয়াছেন তাহাও দেখিতে পাইতেছিলেন। তিনি বলেন ঘরে লৌহশলাকাযুক্ত ২টী জানালা ছিল এবং তাহার মধ্য দিয়া ভালরূপ বাতাস প্রবেশ করিতে পারিত না; কিন্তু যখন জলের প্রয়োজন হইল তখন তাহার মধ্য দিয়া হ্যাটের সাহায্যে জল লইলেন কি প্রকারে? (রেকর্ড নং ৭) তর্কের খাতিরে কেহ বলিতে পারেন মশকের (জমাদারটী মশকে পূরিয়া জল আনিয়াছিল) সরু মুখটী লৌহশলাকার মধ্য দিয়া ঘরে প্রবেশ করাইয়াছিল এবং বন্দিগণ হ্যাটের মধ্যে জল গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু হলওয়েল সাহেব তাহা বলেন না। তিনি বলেন "হ্যাটগুলি লৌহ-শলাকার মধ্য দিয়া বলপূর্ব্বক প্রবেশ করান হইল" (by hats forced through the bars)।

(চ) তাঁহার ৪ খানি পত্র পাঠে মনে হয় যে, ড্রেক সাহেবের দুর্গ হইতে পলায়নের পর ২১শে তারিখ প্রভাত পর্য্যন্ত তিনি একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নায়কের অংশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। ড্রেকএর পরে তিনি দুর্গের গভর্ণর নিযুক্ত হন এবং দুর্গরক্ষার ভার গ্রহণ করেন; দুর্গ পতনের পর তিনি নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

তিনি সমস্তদিনের কর্ম্মক্লান্তির পর (continu l f tigue and action) অন্ধকূপে প্রবেশ করিতেছেন। সেখানেও তাঁহার শান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, শ্রান্তিও নাই। বন্দিগণ জলের জন্য চিৎকার করিতেছেন, তিনি তাঁহাদের জলের ব্যবস্থা করিতেছেন; তাঁহারা উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছেন, আর তিনি তাঁহাদিগকে শান্ত করিতেছেন; তাঁহারা প্রলাপ বকিতেছেন, তিনি সদুপদেশদ্বারা তাঁহাদিগকে সংজ্ঞাদান করিতেছেন; তাঁহারা নিরাশ হইয়া পড়িতেছেন, তিনি তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করি-তেছেন, আর বলিতেছেন "প্রভাত সমাগমে আমরা মুক্তি পাইব ও মুক্ত

হাওয়া পাইব।" ১৪৬ জন লোকের মধ্যে অধিকাংশই মরিয়া গেলেন, অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রাত্রি কাটাইলেন, নবাব তাঁহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সন্ধ্যায় ঘুমাইয়া পড়িলেন, আর হলওয়েল,—ভয় নাই, চিন্তা নাই, উদ্বেগ নাই, উত্তেজনা নাই, শান্তি নাই, ক্লান্তিও নাই—"বিরাট তাঁহার শান্ত হৃদয় বিশ্বজুড়ে একলা জাগে।" ইহাই কি বিশ্বাস-যোগ্য ?

তিনি এসব করিয়াছেন বলিয়া দাবী করিতেছেন কিন্তু আমরা সরকারী কাগজপত্র হইতে জানিতে পারি যে, নবাবের বিরুদ্ধে কলিকাতা রক্ষা করিতে গিয়া পিয়ারকেস (Paul Richard Pearkes) যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তজ্জন্য উত্তরকালে তাঁহারই পদোন্নতি হইয়াছিল। (২৪) এবং রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে দুর্গে আশ্রয় দান করায় হলওয়েলএর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইয়াছিল। (২৫)

নবাবের দুর্গ অবরোধ এবং দখল প্রসঙ্গে হলওয়েল যে সব মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা এ পর্য্যন্ত সে সব আলোচনা করিয়াছি কিন্তু তিনি যে কি প্রকৃতির লোক ছিলেন পাঠকের অবগতির জন্য তাঁহার স্বজাতি বর্ণিত একটী নমুনা উদ্ধৃত করিয়া আমরা এ অধ্যায় শেষ করিব। "তিনি বলেন সে ভারতে তিনি যে ত্রিশ বৎসর কাল অবস্থান করিয়াছিলেন, অবসর বুঝিয়া তিনি সে সময়ে ভারতবাসীর ধর্ম্ম ও ইতিহাস বিষয়ক অনেক তথ্য ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। "এসব পাণ্ডুলিপির মধ্যে তিনি বিশেষ পরিশ্রম ও ব্যয় সহকারে হিন্দুশাস্ত্রের ২ খানি 'সঠিক ও মূল্যবান'

(২৪) Selections from Records of the India Government 1748—1767 Ed, by Long, Vol. 1. p. 130.

(২৫) Holwell's Letter to Council, Fort William. 5th November 1759, Hill : III p. 368.

গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। সেই শাস্ত্রখানি তিনি ১৮ মাস কাল ইংরাজীতে অনুবাদ করেন এবং আর এক বৎসরের মধ্যেই তাহা শেষ করিয়া দিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা অধিকার কালে ইহা হারাইয়া যায়। কিছুদিন পরে সৌভাগ্যক্রমে পাণ্ডুলিপির কতকাংশ তাঁহার হস্তগত হয়; এবং তিনি তাহাই 'ব্রহ্মচরতাবাদী" (Chartah Bhade of Brahma) নাম দিয়া প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, ইহা হিন্দুগণের প্রাচীনতম এবং পরম পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ। তিনি আরও বলেন যে, তাঁহার আমলে নাকি বাংলার তিন চার ঘর হিন্দু পরিবার ইহার পাঠ ও ভাবোদ্ধার করিতে পারিতেন.........ইত্যাদি। তাঁহার এই পুস্তকখানি যদিও ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, তথাপি তাহা বাংলা, হিন্দুস্থানী, উর্দ্দু প্রভৃতির চলতি ভাষার সংমিশ্রণে ইহা বিকৃতাকার ধারণ করিয়াছিল। ইহা আমাদের নিকটও দুর্বোধ্য। ইহার আর আর কতকগুলি দোষক্রটীর জন্য মিঃ লিট্‌ল্ (J. H. Little) বলিয়া গিয়াছেন "ইহা একটী বিরাট প্রবঞ্চনা" (Colossal fraud); এবং তিনি এসম্বন্ধে আরও বলেন "তিনি এরূপ একটী নির্লজ্জ প্রবঞ্চনা তৎকালীন সংস্কৃতানভিজ্ঞ ইউরোপে সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।" (২৬)

রাজনীতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি যেরূপ মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলা হইয়াছে। তাঁহার নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার বন্ধুবান্ধব যে সব কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা এস্থলে বিবৃত করিয়া এই পুস্তকের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিলাম না। পাঠকগণ যদি এ সম্বন্ধে কিছু জানিতে চান, তবে তাঁহার সহকর্ম্মী উইলিয়াম টুক বর্ণিত "কলিকাতা অবরোধ উপাখ্যান" পাঠ করিবেন। ইহা মিঃ হিল

(২৬) Bengal Past and present 1915 Part I pp. 81, 82.

(Mr. Hill.) সম্পাদিত 'বেঙ্গল রেকর্ডস্'এর (Bengal in 1756-1757) পৃঃ ২৬৬ হইতে ২৭০ পাঠ করিবেন।

যাহা নির্দ্দোষ তাহা চিরকালই সরল ও সহজ, যাহা দোষযুক্ত তাহা চিরকালই কপট, কদর্য্য ও বৈষম্যপূর্ণ। প্রাথমিক একটী পাপাভিনয় হয়ত যথাযথ কারণ দিয়া ঢাকিয়া রাখা যাইতে পারে; কিন্তু তৎপর যখন তাহার অন্য একটী পাপকার্য্য লোকচক্ষে ফুটিয়া ওঠে, তখন পূর্ব্বেকার দোষটীও সকল যুক্তি-তর্কের আবরণ ভেদ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া ওঠে। হলওয়েল একটী মিথ্যার অবতারণা করিতে গিয়া তাঁহাকে শত মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। একটী মিথ্যা কথাকে তিনি কোন যথাযথ কারণ দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেন কিন্তু এতগুলি মিথ্যা কথার জন্য তাঁহার কি কৈফিয়ৎ আছে? তিনি নবাব মীর জাফরের বিরুদ্ধেও অন্ধকূপ হত্যার ন্যায় একটি অমানুষিক হত্যার মিথ্যা অপবাদ আনিয়াছিলেন, কিন্তু ক্লাইব তাহার সত্যতা নির্দ্ধারণ করিয়া মীর জাফরকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন, (২৬ক) কিন্তু হতভাগ্য নবাব সিরাজউদ্দৌল্লাকে এই অপবাদটী হইতে কেহ মুক্তি দিলেন না।

(২৬ক) Selections from the Records of India Government: 1748—1767. Ed. by Long. Vol. 1. p. 428.

দশম পরিচ্ছেদ

উপাখ্যানটির উৎপত্তি ও বিস্তারের কারণ

"When people once are in the wrong,
Each line they add is much too long,
Who fastest walks, but walks astray
Is only farthest from his way."

Mathew Prior.

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, দুর্গ সমর্পণকালে দুর্গ মধ্যে মাত্র ১০।১২ জন সৈন্য ও কর্ম্মচারী বন্দী হইয়াছিল, এবং হলওয়েল অন্ধকূপের মৃত ব্যক্তির যে তালিকা দিতেছেন তাহাদের মধ্যে অনেকেই দুর্গরক্ষাকালে প্রাণত্যাগ করে এবং সেই তালিকাভুক্ত লোকের কেহ কেহ পরেও বাঁচিয়াছিল। ইহাও প্রমাণ করা হইয়াছে যে, দুর্গসমর্পণকালে ইহার মধ্যে কোন ইংরাজ মহিলা ছিল না। হলওয়েল এ সম্বন্ধে সমস্ত মিথ্যা বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন। এস্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে, হলওয়েল কোন্ স্বার্থসিদ্ধি মানসে এরূপ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন? হলওয়েল এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণের তৎকালে যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহারা যে এরূপ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কিছুই নাই। কৃষ্ণদাসের নিকট ৫০০০০ সহস্র টাকা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে দুর্গে আশ্রয় দেওয়ার জন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে জনরব। (২৭) নবাব তাঁহাকে (কৃষ্ণদাস) তাঁহার (নবাবের)

(২৭) Hill: (Drake) Vol. I. pp. 207, 279; Vol. III. 368. (Holwell) Vol III. p. 368.

নিকট ফিরাইয়া দিবার জন্য পত্রসহ দূত প্রেরণ করিলে ড্রেক ও হলওয়েল তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে আত্মাভিমানী নবীন নবাব উত্তেজিত না হইয়াই পারেন না। একথা হলওয়েল বা ড্রেক স্বীকার না করিতেও পারেন কিন্তু তাঁহাদের বন্ধু ও সহকর্ম্মী ওয়াট্‌স্ এবং কোলেট ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—"We are persuaded this dismal Catastrophey of your Honours' estate in Bengal being plundered, your settlements lost, your servants destroyed and ruined with some hundred thousands of Calcutta inhabitants might have been prevented, had the Governor and Council thought proper to have compromised matters for a sum of money, and as a proof, the Nawab touched nothing at Cossimbazar but the warlike stores ... ..." (২৮) অর্থাৎ "আমরা শ্রুত হইয়াছি যে, এই দারুণ বিপৎপাতে হুজুরের বাংলাস্থিত সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে, উপনিবেশগুলি হস্তচ্যুত হইয়াছে এবং কলিকাতার শত সহস্র অধিবাসীসহ আপনাদের কর্ম্মচারিগণ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছে; এ সমস্তই রক্ষা পাইত যদি হুজুরের শাসনকর্ত্তা এবং কাউন্সিলারগণ কিছু টাকা পয়সা দিয়া নবাবের সঙ্গে একটা মিটমাট করিয়া ফেলিতেন, এবং প্রমাণ স্বরূপ ইহা বলা যাইতে পারে যে, তিনি রণসম্ভার ব্যতীত কাসিমবাজারের কিছুই স্পর্শ করেন নাই।" ফরাসী ও ডাচ্ পত্রাদিতেও আমরা এইরূপ উল্লেখ পাই। ফরাসী রেকর্ড হইতে জানিতে পারা যায় যে, ড্রেক তাঁহার জিম্মায় রক্ষিত ৩ কোটী টাকাসহ দুর্গত্যাগ করিয়াছেন; এবং এরূপ একটা বিভ্রাট না

(২৮) Letter from Watts and Collet to the Court of Directors, dated, 16th July, 1756.

বাঁধিলে বোধহয় তাঁহারা খুব দুঃখিতই হইতেন। তাঁহারা দুর্গরক্ষার জন্য একমত না হইয়া কেহ কেহ দুর্গ হইতে পলায়ন করিলেন। পলাতকগণের মধ্যে দুর্গের প্রেসিডেন্ট, সেনাধ্যক্ষ ও ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। এই প্রসঙ্গে ক্লাইব দৃঢ়কণ্ঠে বলিতেছেন—"There never was that attention paid to the advice of military men at Calcutta as was consistent with the safety of the place when in danger—a total ignorance of which was the real Cause of the loss of Fort William........ ..." (২৯) অর্থাৎ বিপদকালে কলিকাতা রক্ষার জন্য যে সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত, তাহার জন্য সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারিগণের কোন উপদেশ গ্রহণ করা হয় নাই ; ইহা অবহেলা করার জন্যই ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের পতন হইয়াছে। ড্রেকএর পলায়নের পর দুর্গ মধ্যে যে সব সৈন্য ছিল তাঁহারাও মদ্যপানপূর্ব্বক কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছিলেন। (৩০) এইরূপ অবস্থায় ৫ শত মণ শুষ্ক বারুদ ও ৫০ মণ ভিজা বারুদ থাকিতেও তাঁহারা আত্মসমর্পণ করেন ; (৩১) ড্রেক আত্মরক্ষার জন্য নৌকাযোগে পলায়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোম্পানীর মূল্যবান কাগজপত্রের প্রতি কোন লক্ষ্য করেন নাই। কেহ বলেন তিনি স্বেচ্ছায় উহা রক্ষা করেন নাই ; আবার কেহ বলেন কাগজপত্রের প্রতি লক্ষ্য করিবার তিনি সময় পান নাই। হলওয়েল স্বয়ং এসম্বন্ধে দুইপত্রে দুই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন তিনিই জানেন। ড্রেক সাহেব তাঁহার উপাখ্যান মধ্যে দুর্গের সৈন্যের যে সব তালিকা দিয়াছেন, তাহা

(২৯) Letter from Clive to Mr, Payne, Chairman of the Court of Directors. dated, 23 Feb. 1757

(৩০) Young's letter to Drake, 10th July, 1756,

৩১ Hill: Vol III p, 418

দেখিয়া মনে হয় সামরিক কাগজপত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে তিনি এই তালিকা প্রস্তুত করিলেন কি প্রকারে? কিন্তু তিনি বলেন যে তিনি কাগজপত্র কিছুই রক্ষা করিতে পারেন নাই।

হলওয়েল, ড্রেক ও গ্রে প্রভৃতি ব্যক্তিগণ অন্ধকূপে মৃতব্যক্তিগণের লম্বাচওড়া তালিকা দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কর্ত্তব্যে অবহেলার জন্য যে অসংখ্য নরনারী গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছিল, তাহাদের কথা কি তাঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন? ইহা উল্লেখ না করিবার কারণ কি? এ বিষয়ে তাঁহারা একেবারে নীরব এবং এইরূপ নীরব হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই নবাবের সঙ্গে একটা মিটমাট করিয়া লইতে পারিতেন। তাহা হইলেই এইরূপ অযথা যুদ্ধবিগ্রহ হইত না। নবাব ফরাসী, ডাচ ও ইংরাজগণের কাসিমবাজার কুঠীর সহিত মীমাংসা করিতে পারিয়াছিলেন, কলিকাতায় ইংরাজগণের সহিতও পারিতেন, কিন্তু করিলেন না কেন? তাহার জন্য দায়ী কে? ওয়াট্‌স্, কোলেট, বঁসেট প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ড্রেক এবং হলওয়েলকেই এ বিষয়ের জন্য দায়ী করিয়াছেন। হলওয়েল এবং ড্রেকও বুঝিয়াছিলেন এ ঘটনার জন্য দায়ী কে? তাঁহারা দোষস্বীকার করিলেই তাঁহাদের ভাগ্যে যে কি ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এজন্য তাঁহারা নবাবের উপরেই সম্পূর্ণ দোষারোপ করিয়াছেন।

আমরা ইয়ং সাহেবের পত্র হইতে জানিতে পারি যে, হলওয়েল দুর্গপতনের কাল হইতেই আত্মরক্ষার জন্য যত্নবান হইয়া পড়িয়াছিলেন (he has drawn up a narrative of the whole affair, in vindicatiou of his conduct and of many worthy persons who narrowly escaped with him)। (৩২) তিনি কোলেটকেও

(৩২) Young's letter to Drake, Hill: Vol 1 p, 65

আত্মরক্ষার জন্য তৈয়ার হইতে বলিয়াছিলেন। ইহার অভিযোগ করিয়া কোলেট ফোর্ট উইলিয়ামের কাউন্সিলারগণের নিকট প্রেরিত একটী পত্রে লিখিয়াছেন (2nd January, 1757) "Since Mr. Holwell has been so kind as to wish we may be able to vindicate ourselves, I must say I wish he may be as able, so that neither his concience or the world may accuse him of acting since the first rise of these unhappy troubles......... I thank God I can put my hand on my heart without accusing myself of any malpractice or deceit through this whole affair. অর্থাৎ "হলওয়েল ইচ্ছা করেন যে আমরা আত্ম-রক্ষার জন্য যত্নবান হই; এইজন্য আমি বলিতে চাই যে, তিনি ইচ্ছা করিলে তাহা করিতে পারেন, যেহেতু তাঁহার বিবেক বা জগতবাসী তাঁহাকে এই অসুখকর বিপজ্জালের জন্য দায়ী করিতে না পারে। আমি খোদাকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক আমার বক্ষে হাত দিয়া বলিতে পারি যে, এইসব ব্যাপারে আমি কোন অসৎ উপায় বা প্রবঞ্চনার জন্য দায়ী হইব না"। এইসব কার্য্যকলাপে হলওয়েল যে অসৎ উপায় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তিনি পরোক্ষভাবেই বলিয়া দিতেছেন। ইহা ড্রেক সাহেবও স্বীকার করিয়া এই ব্যাপারটীকে "Vain, idle, and false representations of our unhappy fate" (আমাদের দুর্ভাগ্যের একটী বৃথা, অর্থহীন ও মিথ্যা বিবরণ) বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। (৩৩)

এই ঘটনাটি সম্বন্ধে যে সব ব্যক্তি উপাখ্যান লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—(১) এই

(৩৩) Drake's letter to Council, Fort William, dated. 17—25 January, 1757.

ঘটনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ, এবং (২) যে সব লোকের এই ঘটনার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই সেই সব লোক। উপরোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে মাত্র ড্রেক এ সম্বন্ধে যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তবে তিনি এ সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাবে কিছু লিখেন নাই বা এই ঘটনাটির কোন প্রতিবাদ করিতেও সাহস করেন নাই, কারণ তিনি স্বয়ং জুলাই মাসে অন্ধকূপ সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান লিখিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান লিখিবার পর তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে, হলওয়েল তাঁহার দুর্গ পরিত্যাগকে "The cruel piece of treachery they had been guilty of to the whole garrison". (বিশ্বাসঘাতকতার একটী নির্ম্মম দৃষ্টান্ত দ্বারা সমগ্র দুর্গবাসীর নিকট তাঁহারা অপরাধী) বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। এইপত্রখানি পাঠ করিয়া ২৫শে জানুয়ারী তারিখে (১৭৫৭) ড্রেক পূর্ব্বোল্লিখিত মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; তবে তিনি হলওয়েলএর কোন প্রতিবাদ করিতে সাহস করেন নাই, কারণ আসল কথা প্রকাশ হইলে সকলেরই ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিত। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি এই ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকিয়া এ সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই।

৩রা জুলাই তারিখে (১৭৫৬) লিখিত একখানি বেনামা পত্রে উল্লেখ আছে—"Mr. Drake ...... is ...... guilty ...... of the most dreadful treason a man can commit ...... We now know the details of all that passed in this sad occurrence and the secret springs which one can only regard as a Mystery of Iniquity". অর্থাৎ "ড্রেক দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া এক ভয়াবহ বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছেন।......এই

বিবাদময় দুর্ঘটনায় যাহা ঘটিয়াছে আমরা তাহা সমস্তই জানিয়াছি। আমরা এই ব্যাপারের গুপ্ত রহস্যটাও জানিতে পারিয়াছি, ইহাকে একটী পাপ-প্রহেলিকাও বলা যাইতে পারে"। (৩৪) ওয়াট্‌স্ ও কোলেট তাঁহাদের পত্রে একস্থানে লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের বর্ণনার যে সব ঘটনার সহিত তাঁহারা সংশ্লিষ্ট আছেন তাহা সঠিক ও সত্য, কিন্তু যে সব ঘটনার সহিত তাঁহারা সংশ্লিষ্ট নহেন তাহা অপরের নিকট গ্রহণ করা হইয়াছে। এবং তাহাতে যদি কোন ভুলভ্রান্তি থাকে তবে তাহার জন্য তাঁহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। (২৫) মিঃ ইয়ং এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতেও পারেন নাই বা নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতেও পারেন নাই। (৩৬) মিঃ সাইক্‌স্ এ সম্বন্ধে নিজের কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া বলিতেছেন যে, অন্ধকূপ সম্বন্ধে তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহা হলওয়েলের পত্রের অনুরূপ। (৩৭) মসিয়েঁা ল্যা বলেন যে, এ ঘটনা সম্বন্ধে পাঠকগণ হলওয়েল বর্ণিত উপাখ্যান পাঠ করিয়া এ বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। "কারণ ইহার সত্যতা সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নই। (As to the correctness of which I am not certain) (৩৮)

এই সব বর্ণনা পাঠে মনে হয় যে, তৎকালীন কোন কোন ব্যক্তি এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারেন নাই। ইংরাজগণের মধ্যে যাঁহারা এ বিষয়ের কিছু জানিতেন তাঁহারাও প্রতিবাদ করেন নাই, কারণ ইহাতে তাঁহাদেরই ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল।

---

(৩৪) Written from Chandannagore, 3rd July, 1756 Hill. Vol. I, p. 49

(৩৫) Hill. Vol. I. p, 106,

(৩৬) Young's letter to Drake, dated, Chandannagore, 10th July. 1757. The date is mistaken. It ought to have been 30th July.

(৩৭) Sykes' letter, dated, Cossimbazar, 8th July, 1756.

(৩৮) Hill Vol, III p. 161

এখন আমরা দেখিব এ সম্বন্ধে কে প্রথম বর্ণনা লিখিয়া যান এবং কি প্রকারে ইহা বিস্তৃতি লাভ করে। একখানি তারিখবিহীন পত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে, গ্রে সাহেব এ বিষয় প্রথম উপাখ্যান লিখিয়া যান। তাঁহার পত্রে কোন তারিখ না থাকিলেও ইহা যে জুন মাসে লেখা হইয়াছিল, তাহা পত্রের শীর্ষদেশে উল্লিখিত আছে। কলিকাতার পতনের পর হলওয়েল সেখানে বন্দী অবস্থায় প্রায় এক সপ্তাহকাল ছিলেন। মিল্‌স্ এবং গ্রে সাহেবও ৩০শে জুন পর্য্যন্ত সেখানেই ছিলেন। যতদূর সম্ভব এই সময়ের মধ্যেই তাঁহারা হলওয়েলএর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কোম্পানী ও অন্যান্য লোকের এই অজস্র ক্ষতি এবং শত শত লোকের প্রাণনাশের একটি কৈফিয়তের বন্দোবস্ত করেন। এই জন্যই শত শত লোক যে তাঁহাদের চক্ষের সামনে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিল হলওয়েল তাহার কোনই উল্লেখ না করিয়া মৃত ও জীবিত সকল লোককেই অন্ধকূপে প্রবেশ করাইয়া নবাবের উপর সমস্ত দোষারোপ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিলেও তাঁহারা অন্ধকূপে আবদ্ধ তথাকথিত ১৪৬ জন লোকের কথা স্থির করেন নাই। কারণ হলওয়েল তাঁহার বন্দী হইবার কাল হইতে হুগলীতে ফিরিয়া আসিবার কাল পর্য্যন্ত ১৬০ হইতে ১৭০ জন বন্দীর কথা ভাবিতেন এবং এই সময়ের মধ্যে তিনি বন্ধুবান্ধবকে যে সব পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে উক্ত সংখ্যারই উল্লেখ আছে।

ড্রেক তাঁহার জুন মাসের লিখিত উপাখ্যানে ১৪৬ জনের উল্লেখ করিয়া আসিয়াছেন। মিল্‌স্ এ যাবৎ (দুর্গ পতনের কাল হইতে হুগলীতে আগমন পর্য্যন্ত) গ্রের সঙ্গী ছিলেন। তিনিও ১৪৪ জন বন্দীর উল্লেখ করেন। আমরা পূর্ব্বেই এসব বিষয়ের কিছু কিছু আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছি যে মিল্‌স্ তাঁহার রোজনামায় গ্রের উপাখ্যান হইতে অনেকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন কিন্তু উক্ত ১৪৪ জন বন্দীর সংখ্যা তিনি

বোধ হয় পূর্ব্বেই তাঁহার রোজনামার পৃষ্ঠাভুক্ত করিয়াছিলেন। কেননা তাঁহার ডায়েরীর বিষয়গুলি পৃথক সময়ে পৃথক লোক দ্বারা লিখিত হইয়াছিল। আমরা এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ওয়াট্‌স্ এবং কোলেট ১৬ই জুলাই তারিখের পত্রে ১৪৬ জনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি যে গ্রে সাহেবের বর্ণনা হইতে এই সংখ্যা পাইয়াছেন তাহা তিনি স্বয়ং সেই পত্রেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন (৩৯)। এই সব পত্র তাঁহারা একই সঙ্গে কোর্ট অব ডিরেক্টরগণের নিকট পাঠাইয়াছেন। হলওয়েল সাহেব এ পর্য্যন্ত তাঁহার উপরোক্ত সংখ্যার ধারণা করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু হুগলীতে আসিয়াই তিনি তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি দ্বিতীয় পত্রে তাঁহার ভুলের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন "I over reckoned the number of prisoners put into the Black Hole" অর্থাৎ (আমার পূর্ব্ব পত্রে) "আমি অন্ধকূপে বন্দীর সংখ্যা কিছু বেশী করিয়াই বলিয়াছিলাম (৪০)" এইরূপ মত পরিবর্ত্তন করিবার কারণ, তিনি হুগলীতে আসিয়া দেখেন যে, যে সব লোককে তিনি অন্ধকূপে মৃত ভাবিয়াছিলেন তাহারা প্রায় সকলেই ফরাসীগণের চন্দননগর হাসপাতালে রুগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে (৪১) তাহারা অনেকেই দুর্গপতনকালে সাঁতার দিয়া পলায়ন পূর্ব্বক সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আর এক কারণ, তাঁহার পূর্ব্বেই ওয়াট্‌স্, কোলেট, গ্রে প্রভৃতি ব্যক্তিগণ এই সংখ্যার উল্লেখ করিয়া ডিরেক্টরগণের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। এ কারণ হলওয়েল এই সংখ্যার কম-বেশী কিছুই করিতে না পারিয়া, সেইটাই মঞ্জুর করিয়া লইলেন। ফলতায় যে ২০০ শত বন্দীর কথা প্রচলিত ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কিন্তু

(৩৯) Hill : Vol I p. 105

(৪০) Hill : Vol I. p. 181

(৪১) Hill : Vol I p. 196. বর্ণনা প্রসঙ্গে এসব কথা পূর্ব্ব অধ্যায়ে একবার বলা হইয়াছে।

কলতায় লিখিত টুক সাহেবের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় তিনি ১৪৭ জনের কথা উল্লেখ করেন। এইরূপ উল্লেখ করিবার কারণ তিনি মিঃ ইয়ং লিখিত ও ড্রেকের নামে প্রেরিত পত্রখানি পাঠ করিয়া উক্তরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই প্রকারেই ১৪৬ জন বন্দীর সংখ্যা প্রচারিত হইয়া পড়ে।

কিন্তু এই সমস্ত প্রোপাগ্যাণ্ডা করিয়াও ২।১ মাস পরে যখন অন্ধকূপের এই উপাখ্যানটী বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলুপ্ত হইতেছিল, ও সকলে এসব কথা আলোচনা করিতে নিরস্ত হইয়া গেলেন, এবং সরকারী কোন কাগজ-পত্রেও এই দুর্ঘটনার স্থান হইল না, তখন হলওয়েল স্বয়ং আর একখানি পত্র (তাঁহার ৪র্থ পত্র) লিখিয়া যান। তিনি তখন ইংলণ্ড যাইতেছিলেন এবং পত্রখানি তিনি তাঁহার ইংলণ্ডের কোন এক বন্ধুর নিকট লিখিতে-ছেন। এরূপ লিখিবারই বা কারণ কি ? ইংলণ্ডে পৌঁছিলেই ত বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এমতাবস্থায় পত্র লেখারই বা প্রয়োজন কি ছিল ? ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, এই ঘটনা সম্বন্ধে তিনি একটী বিশেষ বর্ণনা রাখিয়া যাইতে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছিলেন ; কারণ তখন ইহা সকলেই ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং ইহা ভাবিয়াই তিনি লিখিয়াছিলেন "I cannot allow it to be buried into oblivion." অর্থাৎ "আমি ইহাকে বিস্মৃতির সহিত বিলুপ্ত হইতে দিবনা।" তিনি কেবল এইসব উপাখ্যান লিখিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না ; তিনি তাঁহার অন্ধকূপে মৃত বন্ধুগণের স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁহাদের কবরের উপরে একটী ইষ্টক স্তম্ভ (monument) নির্ম্মাণ করিয়া যান। কিন্তু এই মনুমেণ্টের প্রতি কেহ লক্ষ্য না রাখায়, ইহা কিছুকাল পরে ভগ্নপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল, এমন সময়ে বজ্রপাতে ইহা ভূমিসাৎ হইয়া যায় এবং সর্ব্বশেষে ভারতের গবর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংসএর আদেশে ইহার শেষ ইষ্টকস্তূপরাশিও স্থানান্তরিত হয়।

(১৮২১ খৃঃ অঃ) বর্ত্তমান হলওয়েল মনুমেণ্ট—, লর্ড কার্জ্জনের আদেশ মতে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে নির্ম্মিত হয়।

উপসংহার

উপসংহারে আমরা বলিতে চাই যে, 'অন্ধকূপ-হত্যা' বর্ণনাটি অলীক ও ভিত্তিহীন, কারণ—

(১) ১৮ ফুট দৈর্ঘ্য, ও ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি প্রস্থ এবং ৬ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট একটী প্লাটফর্ম্ যুক্ত একটী ক্ষুদ্র কক্ষে ১৪৬ জন লোকের স্থান হওয়া অসম্ভব।

(২) হলওয়েল বর্ণিত 'অন্ধকূপে' মৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই দুর্গরক্ষাকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল এবং 'অন্ধকূপ-হত্যা'র পরেও কেহ কেহ জীবিত ছিল।

(৩) হলওয়েল এঘটনা প্রসঙ্গে অনেক মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং এসব বর্ণনা পাঠে মনে হয় তিনি আত্মরক্ষার জন্যই 'অন্ধকূপ-হত্যা' উপাখ্যানের সৃষ্টি করিয়া নির্দ্দোষ নবাবের উপর দোষারোপ করেন।

(৪) দুর্গপতনকালে সামান্য কয়েকজন ইংরাজ সৈন্য নবাবের হস্তে বন্দী হইলে তিনি তাহাদের সহিত বেশ ভদ্র ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজ সৈন্যগণ মদ্যপান করিয়া (৪২) গোলমালের সৃষ্টি করায়, নবাব তাহাদিগকে রাত্রির জন্য একটী কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হুকুম দেন। এই বন্দিগণের মধ্যে রেভারেণ্ড জারভাস বেলামী, নামক একজন পাদ্রির মৃত্যু হয় এবং সরকারী কাগজপত্র হিসাবে—

(৪২) ফোর্ট উইলিয়ামের গবর্ণর স্বয়ং ড্রেক সাহেব এই মদ্যপানের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। Hill. Vol. I. P. 160, 168.

(৫) ইনি একাই সেই কক্ষে প্রাণত্যাগ করেন। এই কক্ষটীকে কেহ অন্ধকূপ বলেন এবং কেহবা ইহাকে গুদাম ঘর নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। (৪৩)

(৪৩) Letter from Fort William to the Court of Directors, dated. 31 January, 1757

পরিশিষ্ট (ক)

হলওয়েল্-এর ২য় পত্র অনুসারে অন্ধকূপে মৃতব্যক্তিগণের তালিকা :—

(১) এডওয়ার্ড এরি
(২) উইলিয়াম বেইলি
(৩) জারভাস বেলামী
(৪) জেংক
(৫) রিভেলি
(৬) ল্য
(৭) ভেলিকোর্ট
(৮) জেব
(৯) কোল্‌স্
(১০) টোরিয়ানো
(১১) পেজ
(১২) গ্রাব
(১৩) ষ্ট্রীট
(১৪) হ্যারোড
(১৫) জনষ্টোন্
(১৬) ব্যালার্ড
(১৭) ড্রেক
(১৮) কার্‌স্
(১৯) ন্যাপটন
(২০) গস্‌লিন
(২১) বিং
(২২) ডড
(২৩) ডালরিম্পল
(২৪) ক্লেটন
(২৫) বুকানান
(২৬) উইদারিংটন
(২৭) বিশপ
(২৮) হেজ্
(২৯) ব্র্যাগ
(৩০) সিম্পসন্
(৩১) বেলামী (জুনিয়র)
(৩২) পেকার্ড
(৩৩) স্কট্
(৩৪) হেষ্টিংস্
(৩৫) ওয়েডারবার্‌ন্
(৩৬) ডাম্‌ব্‌ল্‌টন্
(৩৭) এট্‌কিন্‌সন্
(৩৮) আব্রাহাম
(৩৯) কার্টরাইট
(৪০) ব্লোঁ
(৪১) কেরি
(৪২) ষ্টিফেনসন্
(৪৩) গুই
(৪৪) পোর্টার
(৪৫) হাণ্ট
(৪৬) পার্কার
(৪৭) এস. পেজ
(৪৮) ওস্‌বোর্ন্
(৪৯) পার্ণেল
(৫০) কেকার
(৫১) বেণ্ডাল

পরিশিষ্ট (খ)

গ্রে ও মিল্‌স্‌ সাহেবের বর্ণনায় যে নিবিড় সামঞ্জস্য রহিয়াছে নিম্নে তাহার নমুনা দেওয়া গেল।

গ্রে সাহেবের বর্ণনা

১। "On the 17th of June the enemy attacked the redoubt at .perrins about noon, and at three o'clock in the afternoon 40 men with 2 field pieces were sent to the assistance of that place, where in the engagement the Moors from behind the trees and bushes killed 2 Europeans, one of whom was Ralph Thorsby.

২। About 8 o'clock an 18 pounder came out to Perrins and 2 field pieces··· In the night Lieutenant Pacard, who had the command at Perrins, sallied out of the enmey and having drove them from their guns spiked up 4 of them and brought away some ammunition.

মিল্‌স্‌ সাহেবের বর্ণনা

১। "On the 17th the enemy attacked the redoubt at Perrins about noon. At 3 o' clock in the afternoon 40men with two field pieces were sent to reinforce that place where in the engagement the Moors from behind the trees and bushes killed 2 of our men, one of whom was Ralph Thorsby.

২। About 8 at night an 18 pounder gun was sent out to Perrins and 2 field pieces with the reinforcement that had been sent ... In the night Lieutenant Pacard who had the command at Perrins, sallied out with his party on the enemy, and having drove them from their posts spiked up 4 of their guns and brought away some of their ammunition.

গ্রে সাহেবের বর্ণনা

৩। On the 18th about 9 o'clock in the morning our outworks were attacked, small parties were dispatched to the tops of some of the highest houses···to annoy the enemy... Amongst those Messrs. Charles Smith and Robert Wilkison had the misfortune to be killed, Monsieur La Bonne·····was posted at the jail, bravely defended it for six hours till himself and most of his men···wounded.

৪। In the evening the enemy killing and wounding several of our men, and surrounding us on all sides, we were ordered to retreat from our outposts after having spiked up our guns and taken possession of the church, Mr. Cruttenden's,

মিল্‌স্‌ সাহেবের বর্ণনা

৩। On the 18th of June about 9 in the morning our outworks were attacked by small partys in the skirts of the town, we dispatched several small parties to the tops of several of the highest houses ······ to annoy the enemy, and Monsieur La Bonne with a party of militia and volunteers ··· ··· Amongst those small partys were killed Messrs. Charles Smith and Wilkinson. Monsieur La Bonne, who retired to the Jail house with his party, bravely defended it for six hours, till himself and most of his party were wounded.

৪। In the evening the enemy attacked us smartly, killing and wounding several of our men with their small arms, they endeavoured to surround us, were ordered to retreat from the outworks, after having spiked up our guns, and take possession of the church, Mr. Cruttenden's, Aire's and the

গ্রে সাহেবের বর্ণনা

Aire's and the company's houses which we quietly kept all the night.

৫। In the night a corporal and 56 men, most of them Dutch, deserted us and went over the walls to the enemy··· About 4 o'clock in the afternoon, the enemy called out to us not to fire, in consequence of which the Governor showed a flag of truce, and gave orders for us not to fire, upon which the enemy in vast numbers came under our walls, and at once set fire to the windows···began to break open the Fort gate, and scaled our walls on all sides.

৬। This put us in the utmost confusion. Some rushed out at the gate to wards the river to take possession of boat.

মিল্‌স্‌ সাহেবের বর্ণনা

Company's houses which we quietly kept all that night.

৫। In the night a corporeal and several private men, most of them Dutch, deserted us by dropping over the walls and going to the enemy··· About 4 o'clock ···the enemy called out to us not to firing, in consequence to which the Governour shewed a flagg of truce, and gave orders for the garrison not to fire, upon which the enemy in vast numbers came under our walls, and at once began to sett fire to the windows and gates of the fort which were stopt up with bales of cotton and cloaths and began to break open the fort-gate, scaling our walls on the all sides.

৬। This put us in the utmost confution, some opening the back gate and running into the river, others to take the possesstion of a boat that lay ashore.